তাবলীগ-৭

সাদ সাহেবের বিচ্যুতি নিরসনে
দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্যোগ

কিছু ইতিহাস..
কিছু বেদনা...

রচনা
মুফতি খিযির মাহমুদ কাসেমি

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

সাদ সাহেবের বিচ্যুতি নিরসনে
দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্যোগ
কিছু ইতিহাস.. কিছু বেদনা...

[তাবলীগ সিরিজের সপ্তম প্রকাশনা]

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

তাবলীগ : ৭

সাদ সাহেবের বিচ্যুতি নিরসনে

দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্যোগ

কিছু ইতিহাস.. কিছু বেদনা...

রচনা

মুফতি খাদির মাহমুদ কাসেমি

ফোন ও ওয়াটসআপ : 0091-9538740400

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আযহার

প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৮ ঈ.
রজব ১৪৩৯ হি.

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা থেকে প্রকাশক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত। মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত। প্রগতি প্রিন্টিংপ্যালেস, কাঁঠালবাগান, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা,
ঢাকা
: 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামি টাওয়ার বাংলাবাজার,
ঢাকা 017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি,
ঢাকা : 019 75 02 31 18

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী, নিউ আইডিয়া
বর্ণবিন্যাস : মাদিনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

মূল্য : ১৪০ [একশ চল্লিশ] টাকা মাত্র

SAD SAHHEBER BICCHUTI NIROSHONE
DARUL ULOOM DEOBANDER UDJOG
Published by : Maktabatul Azhar, Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 140.00 US $ 15.00 only.

সূচি

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : ৯
মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান : ১০
দ্বীনের হিফাযত ও উলামায়ে দেওবন্দ : ১০
দেওবন্দের অবস্থানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চয়নিকা : ১১
তাবলীগি ঘরানার ক'জন আলেমের নেতিবাচক মনোভাব : ১৩
দুআ : ১৬
দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থানের পূর্বপ্রেক্ষাপট : ১৭
দারুল উলূম দেওবন্দের সতর্ক মনোভাব : ১৮
বাংলাওয়ালি মসজিদের প্রতিনিধির কাছে দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের অনুরোধ : ১৮
প্রতিনিধিদলের দায়িত্বশীলদের অসংযত প্রতিক্রিয়া : ১৯
সাদ সাহেব সম্পর্কে আবেদনকৃত ফতোয়ার জবাবে দারুল উলূমের ফতোয়া বিভাগের সতর্ক কর্মপন্থা : ২১
সীমালংঘন : ২২
তাবলীগের কয়েকজন মুরুব্বি কেন সাদ সাহেবের সঙ্গ ত্যাগ করে পৃথক অবস্থান নিলেন? : ২৩
দারুল উলূম কেন নিজ অবস্থান আগেই ঘোষণা করেনি? : ২৪
দারুল উলূম কর্তৃক ফতোয়া ঘোষণার পূর্বে বাংলাওয়ালি মসজিদের প্রতিনিধিদলের আগমন : ২৬
দ্বীনের হিফাযত ও উম্মাহর সংশোধনই দারুল উলূম দেওবন্দের একমাত্র উদ্দেশ্য : ২৬

প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মাওলানা মাদানির কথোপকথন ও কয়েকজন তাবলীগি আলেমের দুঃখজনক প্রতিক্রিয়া : ২৬
দারুল উলূম দেওবন্দের নিজ অবস্থান জানানোর পর মাওলানা সাদ সাহেবের প্রথম চিঠি : ২৯
প্রথম চিঠিতে দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় আকাবিরের বিরুদ্ধে অসততা, কুধারণা ও তাবলীগবিরোধিতার অপবাদ : ২৯
কতই না ভালো হতো! : ৩৪
সাদ সাহেবের প্রথম চিঠি পেয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের জবাবি চিঠি : ৩৫
ফতোয়া ঘোষণার পর মাওলানা সাদ সাহেবের একটি দুঃখজনক কাজ : ৪১
সাদ সাহেবের দ্বিতীয় চিঠি ও দারুল উলূম দেওবন্দের স্নেহসিক্ত প্রতিক্রিয়া : ৪২
পুরো ঘটনায় সবচেয়ে দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক বিষয় : ৪২
দ্বিতীয় উত্তর প্রেরণের পর মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ান : ৪৩
রুজুনামা নিয়ে ধোঁয়াশা : ৪৬
আরেকটি দুঃখজনক বিষয় : ৪৬
তাবলীগি ঘরানার কিছু আলেমের আরেকটি দুঃখজনক কাণ্ড : ৪৭
সাদ সাহেবের তৃতীয় দুঃখজনক চিঠি ও দারুল উলূম দেওবন্দের উত্তর : ৪৮
মাওলানা সালমান মাযাহিরির নামে প্রচারিত একটি চিঠির সংক্ষিপ্ত শারঈ নিরীক্ষণ : ৫৪
একটি প্রশ্ন : ৬০
জবাবি লেখাগুলো পাঠানোর পর মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানগুলোর প্রকৃত চিত্র : ৬১
সারকথা : ৬২
সর্বশেষ কথাটি মনোযোগ সহকারে শুনুন : ৬৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাওলানা সাদ সাহেবের কিছু ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা প্রসঙ্গে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম ফতোয়ার একটি অংশ : ৬৯

মাওলানা সাদ সাহেবের সম্পর্কে দারুল উলূম পূর্বের ফতোয়া কার্যকর রেখে এ বছর (৩১ জানুয়ারি ২০১৮) সর্বশেষ যেই অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে : ৭২

অনুবাদ : ৭৩

মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর ইউপির এর অবস্থান : ৭৫

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের অবস্থান : ৭৬

ভারতের ঐতিহাসিক কানপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর উলামায়ে কেরামের সম্মিলিত ঘোষণা : ৮১

মুম্বাই ও আশপাশের অঞ্চলের উলামায়ে কেরামের স্বাক্ষর : ৮৪

মুম্বাইয়ের মুফতিয়ানে কেরামের ফতোয়ার মূলকপি : ৮৫

কর্নাটক ব্যাঙ্গলোর ও তৎসংলগ্ন এলাকার উলামায়ে কেরামের ফতোয়া : ৮৬

দারুল উলূম দেওবন্দের সমর্থনে তামিলনাড়ু ও তৎসংলগ্ন এলাকার উলামায়ে কেরামের ফতোয়া : ৮৭

জামিয়া গায়সুল হুদার প্যাডে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতি সমর্থন : ৯১

দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়ার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বেলগাম জেলার মুফতিয়ানে কেরাম, উলামা ও সাল-লাগানো তাবলিগি সাথীদের স্বাক্ষর : ৯২

কর্নাটক প্রদেশের বিভিন্ন জেলার উলামায়ে কেরামের সমর্থন ও স্বাক্ষর : ৯৫

আওরঙ্গাবাদের উলামায়ে কেরামের সমর্থন : ৯৭

তামিলনাড়ুর উলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে কেরামের সমর্থন : ৯৮

ভারতের তৃতীয় বিখ্যাত কওমি মাদরাসা ঢাভেল ও গুজরাটের আলেমদের সমর্থন : ১০০

গুজরাটের বিখ্যাত জামিয়া তালিমুদ্দিন মাদরাসা কর্তৃপক্ষের সমর্থন : ১০১

অন্ধ্রপ্রদেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের সমর্থন : ১০২

হায়দারাবাদের স্বনামধন্য মাদরাসা দারুল উলূম কর্তৃপক্ষের সমর্থন : ১০৩

উত্তরপ্রদেশের আযমগড়, জোনপুর, আম্বেডনগর ও সুলতানপুরের উলামায়ে কেরামের সমর্থন : ১০৪

উত্তরপ্রদেশের কিছু বিখ্যাত মাদরাসার কর্তৃপক্ষের সমর্থন : ১০৫

এলাহাবাদের উলামায়ে কেরামের স্বাক্ষর : ১০৮

দক্ষিণ আফ্রিকার উলামায়ে কেরামের অবস্থান : ১০৯

দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত মাদরাসায়ে তালিমুদ্দিনের ঘোষণা : ১১০

লেখকের ভূমিকা

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ
عَلى سَـيِّدِ الأَنْبِيَـاءِ وَالْمُرْسَـلِيْنَ، وَعَلى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ

আমার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আলহামদুলিল্লাহ, মাতৃবিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে আমি অধম নয় বছর অবস্থান করে ইলম অর্জনের সুযোগ পেয়েছি। এ সময় দারুল উলূমের ছোট-বড় সকল উসতাযের সংস্পর্শ পেয়েছি এবং সবার কাছ থেকেই উপকৃত হওয়ার তাওফিক লাভ করেছি। শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক ও তাঁদের দুআভরা দৃষ্টির বদৌলতে কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় ফলাফলে উত্তীর্ণ হতে পেরেছি। বিশেষত, দাওরায়ে হাদিসের প্রতিটি কিতাবের প্রতিটি হাদিস উসতাযের মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছি। অধমের প্রতি সেই মহান উযতাযদের স্নেহ-ভালোবাসার অজস্র সুখস্মৃতি হৃদয়ের ক্যানভাসে দোলা দিচ্ছে। এ বই সেই সুখস্মৃতি শোনানোর জায়গা নয়, বিধায় এড়িয়ে যাচ্ছি।

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে দারুল উলূম দেওবন্দের সম্মানিত উসতাযবৃন্দ, বিশেষত শীর্ষস্থানীয় মুরুব্বিদেরকে আমার মত এক নগণ্য অধম যতটা কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে; তা নিঃসন্দেহে একটি বিরল সৌভাগ্য। যার কারণে তাদের দিকে কাউকে কোনো ভুল কথা সম্পৃক্ত করতে দেখলে হৃদয়ে ভীষণ কষ্টবোধ হয়। আল্লাহর কাছে দুআ করি, আল্লাহ আমাকেও তাদের দিকে কোনো ভুল কথা বা তথ্য সম্বন্ধিত করা থেকে নিরাপদ রাখুন। আমিন।

ছাত্রজীবনে আল্লাহ আমাকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সঙ্গেও সম্পৃক্ত রেখেছেন। সময়-সুযোগ পেলেই জামাতে বেরিয়ে পড়েছি।

অজস্রবার নিযামুদ্দিন মারকাযে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। ইফতা সম্পন্ন করার পর আলহামদুলিল্লাহ, একবছর আল্লাহর রাস্তায় অতিবাহিত করার তাওফিকও লাভ করেছি।

মোটকথা, দারুল উলূম দেওবন্দ এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত– উভয়টির সঙ্গেই অধমের সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ আমাকে যেমন দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় মুরুব্বিদের জীবনবৃত্তান্ত পড়ার তাওফিক দিয়েছেন, তেমনই দিয়েছেন তাবলীগের মুরুব্বিদের জীবনবৃত্তান্ত পড়ার সুবর্ণ সুযোগ।

মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান

এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, হযরত মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দ যেই অবস্থান গ্রহণ করেছে তা খুবই ভারসাম্যপূর্ণ। সেখানে দেওবন্দি ভাবধারার শীর্ষস্থানীয় মুরুব্বিদের চিন্তার অনিন্দ্য প্রকাশ ঘটেছে। আবেগ ও শ্রদ্ধার উর্ধ্বে উঠে এই অবস্থান মুসলিম উম্মাহকে এমন এক বার্তা দিয়েছে, যার ফলে শুধু হাজার-হাজারই নয়; বরং লক্ষ-কোটি জনতা এই ঘোষণার মাধ্যমে বিশুদ্ধ চিন্তা, দ্বীনের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি ও সঠিক মনোভাবের দিশা লাভ করেছে। তাদের এতোদিনের বিভিন্ন ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটেছে। আসলে এ ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীনের এই মুবারক মেহনতকে হিফাযত করার এমন কুদরতি ব্যবস্থা— যা কারো কল্পনাতেও কখনো আসেনি। এই অবস্থান ছিল দাওয়াত ও তাবলীগের আযিমুশশান মেহনতের জন্যে একটি তাজদিদি (সংস্কারমূলক) পদক্ষেপ। আলোচিত 'অবস্থান'টি নিঃসন্দেহে উম্মাহর সকল শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ও সর্বসম্মত ঘোষণাপত্র।

দ্বীনের হিফাযত ও উলামায়ে দেওবন্দ

এ বাস্তবতা অস্বীকারের উপায় নেই যে, বিগত দেড় শতাব্দীরও অধিক সময় ধরে মুসলিম উম্মাহর রাহনুমায়ি ও নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করে, তাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ পথের পথিক বানানোর জন্যে মহান আল্লাহ

উলামায়ে দেওবন্দকে চয়ন করেছেন। যারা নির্দ্বিধায়, অবলীলায় যেকোনো নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অকপটে সত্য প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র দ্বীনের কেল্লার জন্যে তাদেরকেই ইস্পাতকঠিন প্রাচীর বানিয়ে উম্মাহর জন্যে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। উলামায়ে দেওবন্দকেই দ্বীনের নামে চালিয়ে দেওয়া ভুল ইজতিহাদ ও ভিত্তিহীন কথা-বার্তা চিহ্নিত করে উম্মাহর সামনে নিখাদ সত্য স্পষ্ট করার মাধ্যম বানিয়েছেন। দেওবন্দের মুরুব্বিদের এই সর্বসম্মত অবস্থান ঘোষণার ফলে পৃথিবীর বুকে যত দেওবন্দপড়ুয়া রয়েছেন, তাদের অন্তরে আকাবিরে দেওবন্দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই 'সর্বসম্মত অবস্থান' ঘোষণার মাধ্যমে দ্বীনের হিফাযত ও সত্যপ্রকাশের ক্ষেত্রে মাতৃবিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের ঐতিহাসিক অবদানের আরেকটি সোনালি দৃষ্টান্ত সবার সামনে স্পষ্ট হয়েছে। জ্ঞানচর্চার সবগুলো আসরে দেওবন্দের সম্মান ও মর্যাদা দ্বিগুণ হয়েছে। দারুল উলূম দেওবন্দ যে এ যুগে দ্বীনের প্রাণকেন্দ্র, যেকোনো সমস্যায় সমাধানের বাতিঘর ও মুসলিম উম্মাহর আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল— সে বিষয়টি আরেকবার বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট হয়েছে। এটি এমন এক চিত্র— যা দিব্য বাস্তবতার মতোই অনস্বীকার্য সত্য। নিঃসন্দেহে এটি মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ফলেই সম্ভব হয়েছে। আমাদের আকাবির রহিমাহুমুল্লাহুর ইখলাস ও তাঁদের পদচিহ্ন ধরে এগুনোর প্রতিফলেই দারুল উলূম দেওবন্দের ওপর আল্লাহর এই সবিশেষ দয়া ত্বরান্বিত হয়েছে।

দেওবন্দের অবস্থানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চয়নিকা

১.

جماعت تبلیغ ایک خالص دینی جماعت ہے، جو عملاً و مسلکاً جمہور امت اور اکابر رحمہم اللہ کے طریق سے ہٹ کر محفوظ نہیں رہ پائے گی، انبیاء کی شان میں بے ادبی، فکری انحرافات، تفسیر بالرائے، احادیث وآثار کی من مانی تشریحات سے علمائے حق کبھی متفق نہیں ہو سکتے، اور اس پر سکوت اختیار نہیں کیا جاسکتا: اس لئے کہ اسی

قسم کے نظریات پوری جماعت کو راہ حق سے منحرف کر دیتے ہیں، جیساکہ پہلے بھی بعض اصلاحی اور دینی جماعتوں کے ساتھ یہ حادثہ آچکا ہے.

'তাবলীগ জামাত একটি বিশেষ দ্বীনি জামাত। যা কাজের ময়দানে ও আদর্শের ক্ষেত্রে যদি উম্মাহর জমহুর ও আকাবির রহ. এর মতাদর্শ থেকে সরে যায় তাহলে কখনই নিরাপদ থাকবে না। নবী-রাসূলদের শানে বেয়াদবি, আদর্শিক স্খলন, মনগড়া তাফসির, হাদিস ও দ্বীনি বর্ণনার ইচ্ছেমাফিক অপব্যাখ্যা করা হলে হকপন্থী উলামায়ে কেরাম কখনই এর সঙ্গে একমত হবেন না। এর ওপর তারা নিরবতাও অবলম্বন করতে পারেন না। কেননা এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে পুরো জামাতকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। যেমনটি অতীতে অনেকগুলো সংস্কারমূলক দ্বীনি সংগঠনের বেলায় ঘটতে দেখা গেছে।'

২.

دار العلوم دیوبند اکابر کی قائم کردہ جماعت تبلیغ کے مبارک کام کو غلط نظریات اور افکار کی آزمائش سے بچانے اور اکابر کے مسلک ومشرب پر قائم رکھنے، نیز جماعت کی افادیت اور علمائے حق کے درمیان اُس کے اعتماد کو باقی رکھنے کے لئے اپنا متفقہ موقف اہل مدارس، اہل علم اور امت کے سنجیدہ حضرات کی خدمت کی، ہر طرح حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مسلکاً و عملاً راہ حق پر قائم رہنے کی توفیق بخشے، آمین.

'আকাবির রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামাতের মুবারক মেহনতকে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার সংমিশ্রণ থেকে বাঁচাতে এবং আকাবির রহ. এর আদর্শ ও চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে; পাশাপাশি মুবারক জামাতটির সার্বিক উপকারিতা ও হকপন্থী আলেমদের মনে এর প্রতি আস্থা বহাল রাখার উদ্দেশ্যে দারুল উলুম এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এই সর্বসম্মত অবস্থান সকল মাদরাসার কর্তৃপক্ষের কাছে, উলামায়ে কেরাম ও উম্মাহর দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গের খেদমতে প্রেরণ করা এ সময়ের অন্যতম আবশ্যিক দ্বীনি দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা এই মুবারক জামাতকে সর্বোতভাবে নিরাপদ রাখুন। আমাদের সবাইকে আদর্শ ও আমলের ময়দানে সত্যপথের ওপর অবিচল থাকার তাওফিক দিন। আমিন।'

৩.

جماعت کے حلقے میں اثر ورسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ ذمہ داران کے مسلک ومشرب پر قائم رکھنے کی سعی کریں.

'আমরা তাবলীগ জামাতের প্রভাবশালী, ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতার অধিকারী ও বিচক্ষণ দায়িত্বশীলদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আকাবির রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই জামাতকে উম্মাহর মূল স্রোত ও পূর্ববর্তী আকাবির যিম্মাদারদের মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করুন।'

উপরের তিনটি চয়নিকা পড়ুন। প্রতিটি বাক্যে ফুঁটে উঠেছে আকাবিরে দেওবন্দের চৈন্তিক ও আদর্শিক ভারসাম্য, দূরদর্শিতা, বাস্তবতা ও বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা, দ্বীনি দায়িত্ববোধ, অতীতের ঘটনাবলি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা ও মুসলিম উম্মাহর পক্ষে নিঃস্বার্থ কল্যাণকামিতার উদ্দীপনা এবং তাদের আকিদা ও আমল হিফাযতের ভাবনা।

তাবলীগি ঘরানার ক'জন আলেমের নেতিবাচক মনোভাব

দুঃখের বিষয় হলো, দারুল উলূম দেওবন্দের এই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান দৃশ্যপটে চলে আসার পরপরই ঘটে যায় কিছু দুঃখভারাক্রান্ত ঘটনা। দারুল উলূম দেওবন্দের দস্তার মাথায় পরা সত্ত্বেও তাবলীগঘনিষ্ট কজন আলেমের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এমন সব কথাবার্তা, যা খুবই বেদনাদায়ক এবং দ্বীনি ও নৈতিকতা— উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে অসঙ্গত ও অসমীচীন। তাদের সেই দুঃখজনক কাজগুলো এখনও ঘটছে। এ বিষয়ে অধিক বিশ্লেষণে যেতে চাচ্ছি না। এ সম্পর্কিত সবগুলো ঘটনাও উল্লেখ করতে চাচ্ছি না। শুধু এতটুকু নিবেদন করাই যথেষ্ট মনে করছি যে,

দস্তারের অসম্মানকারী এই আলেমরা (যাদেরকে দারুল উলূম দেওবন্দের আসাতিযায়ে কেরাম চিনতে পেরেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমিও তাদের সম্পর্কে অবহিত।) দারুল উলূম দেওবন্দের বিরুদ্ধে একটি রণমঞ্চ তৈরি করতে সচেষ্ট রয়েছে। তারা দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃক ঘোষিত অবস্থান নস্যাৎ করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। আমরা এ তথ্যও পেয়েছি যে, এদেরই একদল দেওবন্দের ভেতরে অবস্থান করে তাবলীগসংশ্লিষ্ট ছাত্রদের দিয়ে নেতিবাচক ও অশ্রদ্ধামূলক বই-পুস্তক লিখিয়ে জনগণের মাঝে বিতরণ করে চলেছে। তারা সেসব রচনায় ভুল তথ্য ও মিথ্যা বক্তব্যের আশ্রয় নিচ্ছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমি এ সংবাদও পেয়েছি যে, এই আত্মপরিচয়ভোলা আলেমরা নিজেদের ঘরোয়া আসরগুলোতে দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থানের বিরুদ্ধে জবাব দিচ্ছে, দলিল উপস্থাপন করছে এবং দেওবন্দের এই পদক্ষেপকে তাবলীগবিরোধী কর্মসূচি হিসেবে উপস্থাপন করছে। এমনকি দেওবন্দের শ্রেণিকক্ষে দারুল উলূম দেওবন্দের বিভিন্ন শিক্ষককের মুখ থেকে শোনা আংশিক সংস্কারমূলক মন্তব্যগুলোকে তাবলীগবিরোধিতার সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করছে। এমনকি কিছু কিছু আবেগী সাথী তো বহস-মুনাযারার চ্যালেঞ্জ পর্যন্ত ছুড়ে দিচ্ছে।

এই লোকগুলো এতোটাই ভণ্ড যে, এরা যখন দারুল উলূম দেওবন্দের ঘোষিত অবস্থানের সঙ্গে সহমত পোষণ করে, এমন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয় তখন নিজেকে দারুল উলূম দেওবন্দের একনিষ্ঠ কল্যাণকারী হিসেবে প্রকাশ করে। তাদের এই দ্বিমুখী আচরণ বারবার আমাকেও পীড়া দিয়েছে।

আমি কয়েকজন উসতাযের কাছে শুনেছি, এ দলটিরই একজন সদস্য দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান ঘোষণাকে স্থগিত করার জন্যে প্রতিনিধিদল নিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দে এসেছিল। এদের আরেকজন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সালমান মাযাহেরি সাহেবের চিঠি নিয়ে হাজির হয়েছিল। দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃক অবস্থান ঘোষণার পর এদেরই আরেকটি দল একদিকে 'রুজু' এর নামে জবাবি পত্র তৈরি করে দারুল উলূম দেওবন্দে প্রেরণ করে এবং সাদ সাহেবের জবাবি কর্মকাণ্ডগুলোকে

'রুজুনামা' নাম দিয়ে কয়েকজন দেওবন্দপড়ুয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়ে জনগণের মাঝে ব্যাপক শোরগোল তৈরি করে। অন্যদিকে তারা দেওবন্দ ঘোষিত অবস্থানের বিরুদ্ধে দলিল-দস্তাবেজ তৈরি করে হোয়াট্স-অ্যাপে ভাইরাল করে।

তাদের আরেকটি দুঃখজনক ঘৃণ্য পদক্ষেপ হলো, তারা কয়েকজন তরুণ ছাত্রকে দারুল উলূম দেওবন্দের ভেতরের পরিবেশ নষ্ট করার কাজে লেলিয়ে দেয়। তাদেরকে তাদের শিক্ষকদের বিরুদ্ধেই প্রতিপক্ষ বানিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের ভেতরের পরিবেশ কর্দমাক্ত করে নিজেদেরকে বিপদমুক্ত করার অপচেষ্টা শুরু করে দিয়েছিল। তাদের এ ধরনের অনেকগুলো বেদনাবিধুর ঘটনা আমার চোখের সামনেই ঘটতে দেখেছি। বিগত শিক্ষাবর্ষে আমি নিজেই দারুল উলূম দেওবন্দে উপস্থিত ছিলাম এবং এ জাতীয় ঘটনাগুলো আমার চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি আমি আমার নিজ কানে তাদের মন্তব্যগুলোও শুনেছি।

আমি এ তথ্য-ও হাতে পেয়েছি যে, তথাকথিত সেই আলেমরাই বানোয়াট নাম ধারণ করে অজস্র চিঠি দারুল উলূম দেওবন্দে পাঠায় এবং সেগুলোর অনুলিপি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। তাদের অপচেষ্টাগুলো দেখলে বুঝে আসে যে, তারা মাওলানা সাদ সাহেবের ভুল কথাগুলোকে সঠিক মনে করে। তারা কী কারণে এমনটা মনে করে, তার যৌক্তিক কারণ আল্লাহই বলতে পারবেন। এ সকল তথাকথিত আলেমের এ ধরনের অপচেষ্টার পরিণতিতে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটি সামনে এসেছে, তাহলো, জনগণের মন-মানসিকতা এখন মূল বিষয়বস্তু থেকে সরে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে মেতে উঠেছে। কারণ হলো, বাইরের অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকে বেশি বেশি প্রচার করা হলে জনগণের মনোযোগ আসল প্রসঙ্গ থেকে সরানো যায়।

মোটকথা, আমি কয়েক মাস ধরে সেই অপরিপক্ক ভাবনার তাবলীগি আলেমদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ড দেখে আসছি ও তাদের লেখাগুলো পড়ে আসছি। তাদের সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত বিরোধ নেই। তাদের অনেকেই আমার ঘনিষ্ট সহপাঠী। কিন্তু কোনো মিথ্যা কথার ওপর আমি তাদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এসব ছাত্ররাই সংকট ঘণীভূত করছে এবং পরিস্থিতির সম্ভাব্য উত্তরণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তারা তাদের জ্ঞানস্বল্পতার কারণে

ভিত্তিহীন অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে মাওলানা সাদ সাহেব ও তাবলীগের মেহনতের মারাত্মক ক্ষতি করছে।

আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তাদের নেতিবাচক কাজগুলোর কারণে কয়েকজন অল্পবয়সী আলেমও প্রভাবিত হচ্ছে। এজন্যে স্রেফ সত্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই আমি আমার কথাগুলো হকপন্থী উলামায়ে কেরামের সামনে উপস্থাপন করছি। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই কয়েক মাস পূর্বে আমি দারুল উলূম দেওবন্দে ঘুরে এসেছি এবং সরাসরি আসাতিযায়ে কেরাম ও কয়েকজন দেওবন্দপড়ুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিস্থিতির পূর্ণ নিরীক্ষণ করেছি। দেওবন্দে উপস্থিত কয়েকজন তাবলীগি আলেমদের কাছে আমি আমার হৃদয়ের ব্যথা-বেদনা তখনই উপস্থাপন করেছিলাম এবং তাদেরকে তাদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে তখনই সতর্ক করেছিলাম।

দুআ

মহান আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি আমাকে সত্য কথা অকপটে উপস্থাপন করার তাওফিক দিন। এক্ষেত্রে কোনো বিচ্যুতি বা ত্রুটি ঘটে গেলে আমায় ক্ষমা করুন। আমি এ বইটির মাধ্যমে আদৌ নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিসত্ত্বাকে টার্গেট বানাইনি বা কাউকে আহত করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি প্রকৃত ঘটনা পূর্ণ আমানতদারির সঙ্গে উপস্থাপন করেছি। সত্যপ্রকাশের উদ্দেশ্যে ইতিবাচক রচনা সংকলন করা আমাদের আকাবির ও আসলাফের চিরন্তন ঐতিহ্য। তারপরও আমার এ বইটি পড়ে কেউ যদি আহত হন তাহলে আমি তার কাছ থেকে অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার কোনো কথার ওপর কারো কোনো আপত্তি থাকলে আমাকে নির্দ্বিধায় জানাতে পারেন।

আমি দুআ করি,

اللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، اللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، اللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، آمِيْن يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

দারুল উলূম দেওবন্দের ঘোষিত অবস্থানের পূর্বপ্রেক্ষাপট

যখন মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের বিভিন্ন বয়ানের অডিও খুব বেশি ভাইরাল হতে শুরু করে এবং লাখ-লাখ মানুষের সামনে মাওলানা তার ভুল কথাগুলোকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বানিয়ে, মুজতাহিদসুলভ ঢঙ্গে, আক্রমণাত্মক শব্দে বয়ান শুরু করে দেন এবং তার সেই ভুল বক্তব্যগুলো দ্রুতগতিতে সাধারণ মুসলমানের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, জনসাধারণ মসজিদের মিম্বার থেকে সেগুলো চেঁচিয়ে বলা শুরু করে দেয়; কোনো আলেমে দ্বীন সেই কথাগুলোর সঙ্গে একমত না হলে তাকে তাবলীগবিরোধী তকমা পরিয়ে দেয়, এমনকি এ সব কারণে মসজিদ থেকে ইমামদের বের করে দেওয়ার ঘটনাও আমরা শুনতে পেয়েছি। ইমাম নিয়োগের সময় 'সাল' লাগানোর শর্তারোপের ঘটনাও আমাদের কানে এসেছে। জনগণ ও আলেমদের মাঝখানে বিপদজনক ফাঁটল তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন তাবলীগি মারকাযে 'হায়াতুস সাহাবাহ' এর তালীমের জন্যে 'সাল' লাগানোর শর্তারোপের মাধ্যমে আলেমদেরকে 'তাবলীগি' 'গায়রে তাবলীগি' নামের দুটি পৃথক ঘরানায় বণ্টন করে দেওয়া হচ্ছে। দাওয়াত ও তাবলীগের যেই মেহনত শুরু হয়েছিল উম্মাহর সকল সদস্যকে এক প্লাটফর্মে নিয়ে আসার শুভউদ্যোগ হিসেবে, এখন সেই মেহনতেরই বিভিন্ন মারকায থেকে বিতর্ক জাগানিয়া কথা-বার্তা ছড়ানো হচ্ছে। উম্মাহকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে দেয়, এমন নতুন নতুন উসুলি কথা বিভিন্ন মহল্লায় প্রয়োগ হতে চলেছে। জনগণের মনে উলামায়ে কেরামের শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা হ্রাস করার মত কাণ্ডও পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিষয়গুলো এমন যে, এগুলোর ভয়াবহতা একজন সাধারণ দৃষ্টির মানুষের চোখেও ধরা পড়বে।

পরিস্থিতির এমন বিপর্যয়ের কারণে উলামায়ে কেরামের মনে উদ্বেগের মাত্রা দিনদিন বেড়েই চলছিল। উলামায়ে কেরাম কখনো ব্যক্তিগতভাবে,

কখনো একত্র হয়ে তাদের মনের উদ্বেগগুলো তুলে ধরার উদ্যোগ নেন। দারুল উলূম দেওবন্দের দায়িত্বশীলগণ ও সম্মানিত উসতাযবৃন্দও নিজেদের মহান পূর্বসূরির ঐতিহ্য অনুসারে নিজেদের উদ্বেগগুলো ইতিবাচকভাবে মেলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বিষয়টি আমি নিজেও দারুল উলূম দেওবন্দের বেশ কয়েকজন সিনিয়র উসতাযের মুখে শুনেছি এবং তাদের কিছু কিছু লেখায় পড়েছি।

দারুল উলূম দেওবন্দের সতর্ক মনোভাব

যেহেতু প্রথমত সমস্যাগুলোর সঙ্গে জনগণের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দ্বিতীয়ত এ সমস্যাগুলোর সম্পর্ক এমন একটি দ্বীনি কাজের সঙ্গে, যার কর্মের পরিধি দুনিয়ার সবগুলো রাষ্ট্রে বিস্তৃত, এজন্যে দারুল উলূম দেওবন্দ শুরু থেকেই এক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্ক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। আমি যদ্দূর জানি, প্রায় আট বছর ধরে দারুল উলূম দেওবন্দের পক্ষ থেকে ইতিবাচক পদ্ধতিতে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জনগণের সামনে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য কখনই উচ্চারণ করা হয়নি।

আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, কয়েক বছর পূর্বে আমি যখন দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষার্থী ছিলাম, তখন কানপুরের উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে একটি বিশদ বিবরণ সম্বলিত ফতোয়ার আবেদন দারুল উলূম দেওবন্দে পাঠানো হয়। সেই আবেদনের শুরুতেই মাওলানা সাদ সাহেবের ভুল কথাগুলো নকল করার পর এ কথাও লেখা হয়েছিল যে, 'এখন এই জামাতটি একটি ফেরকার আকার নিতে যাচ্ছে।' তখনও দারুল উলূম দেওবন্দ উপরিউক্ত সতর্কতার প্রতি দৃষ্টি রেখে জনগণের সামনে ইতিবাচক ও সতর্ক উত্তর প্রদান করে।

বাংলাওয়ালি মসজিদের প্রতিনিধির কাছে দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় আলিমদের অনুরোধ

আমি তখন দারুল উলূম দেওবন্দের 'ইফতা অনুষদ'-এর শিক্ষার্থী। আমার পরিষ্কার মনে পড়ে, তখন ফতোয়ার উত্তর প্রেরণ করার পর দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, 'সরাসরি জনগণের সামনে

কোনো নেতিবাচক কথা বলা ঠিক হবে না। এজন্যে এ বছর যখনই নিযামুদ্দিনের বাংলাওয়ালি মসজিদের প্রতিনিধিদল আসবে, আমরা সবাই মিলে তাদের সামনে আমাদের কথাগুলো মেলে ধরব। মাওলানা সাদ সাহেবের পক্ষ থেকে যেই দুঃখজনক চিন্তাধারার কথা আমাদের সামনে এসেছে, আমরা সে ব্যাপারে আলোচনা করব। প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে কথাগুলো তার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।'

সেমতে যখন প্রতিনিধিদলটি আগমন করে তখন যথারীতি যোহর নামাযের পর তাদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দারুল উলূম দেওবন্দের মুরুব্বি ও উসতাযগণ প্রতিনিধিদলের সামনে তাঁদের দুঃখগাঁথা উপস্থাপন করেন। এর পাশাপাশি কানপুর থেকে আগত প্রশ্নের উত্তর ও মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি নিযামুদ্দিন বরাবর প্রেরণ করেন। তাঁরা প্রতিনিধিদলের কাছে মাওলানা সাদ সাহেবের দারুল উলূম দেওবন্দে না আসার ব্যাপারে অনুযোগ করেন এবং মাওলানাকে দারুল উলূম দেওবন্দে আসার বিশেষ দাওয়াত প্রদান করেন।

প্রতিনিধিদলের দায়িত্বশীলদের অসংযত প্রতিক্রিয়া

ওই সময় যে প্রতিনিধিদলটি এসেছিল, তাদের সম্পর্কে আমি এ তথ্য পেয়েছি যে, তারা দারুল উলূম দেওবন্দের কর্তৃপক্ষের এই কষ্টবোধকে তাবলীগবিরোধিতা আখ্যা দেয়। এমনকি আমার খুব কাছের কিছু সহপাঠীর সামনে তারা প্রকাশ্যেই অভদ্রোচিত মন্তব্যও করে। একজনের এই মন্তব্যও অনেকের কাছে শুনেছি যে, 'আজকের মজলিস ছিল মুনাযারার মজলিস। যারা মুনাযারা করতে এসেছেন, তাদের অনেকেই ফারাগাতের ক্ষেত্রে আমার জুনিয়র।'

এভাবেই সেই ফতোয়া ও সংশ্লিষ্ট ছোট্ট লেখা মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের খেদমতে পাঠানো হয়। কিছু দিন পর মাওলানা সাদ সাহেবের স্বাক্ষর সমেত একটি জবাবি চিঠি হাতে আসে।

আমি কয়েকজন উসতাযের কাছে শুনেছি যে, ওই জবাবি চিঠিতে মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো কথা না বলে শুধু ফতোয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছিল। দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ যে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ

করেছেন, সে সম্পর্কে কোনো কথাই লেখা হয়নি; বরং চিঠির শেষ দিকে বাংলাওয়ালি মসজিদের বিভিন্ন অবদানের ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়। কেমনযেন সেই চিঠিতে দারুল উলূম দেওবন্দের এই ইতিবাচক পদক্ষেপের কোনো তোয়াক্কাই করা হয়নি। সেগুলোর প্রতি কোনো মনোযোগ না দেওয়ার মাধ্যমে মূলত এই ব্যবহারিক বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, 'দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের এই উদ্বেগ সত্য তথ্যনির্ভর নয়; বরং এগুলোর মাধ্যমে দাওয়াতের মেহনতের বিরোধিতা করা হচ্ছে। কাজেই সেগুলোর ওপর মনোযোগ দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই। আর এ ধরনের পদক্ষেপের জবাব দেওয়াও আমাদের তাবলীগের উসূল পরিপন্থী।' আমি এই ঘটনাগুলো আমার চোখের সামনেই ঘটতে দেখেছি।

দারুল উলূম দেওবন্দের সেই পদক্ষেপের পর মাওলানা সাদ সাহেবের মানসিকতা আরো কঠোর হয়ে যায়। আমি যখন 'সাল' লাগানোর উদ্দেশ্যে নিযামুদ্দিনে পৌঁছি, তখন সেখানে সরাসরি মাওলানার মুখ থেকে এমন কিছু বয়ান শুনেছি, যা সরাসরি জমহুরের অবস্থানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, মাওলানার এক বয়ানে আমার কাছের এক সঙ্গী উপস্থিত ছিলেন। সেই সাথী আমাকে এ তথ্য দেন যে, 'মাওলানা সাদ সাহেব জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মাসআলার ওপর আলোচনা করে বলেছেন, যেসব লোক এটাকে কিতালের সঙ্গে খাস করে, আল্লাহর কসম, তারা জাহিল। তারা একটি উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে এ সংক্রান্ত ফযিলতকে বিশেষায়িত করার মাধ্যমে উম্মাহকে বঞ্চিত করছেন।'

বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার সুযোগ এখানে যেহেতু নেই, কাজেই আমি সেদিকে যাচ্ছি না। আমি শুধু এতটুকুই নিবেদন করব যে, আমার জানামতে দাওয়াত ও তাবলীগের ইতোপূর্বেকার কোনো মুরুব্বি কোনো বিতর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়কে এভাবে দৃষ্টিভঙ্গির রূপ দিয়ে সাধারণ জনগণের সামনে মেলে ধরতেন না। তারা কখনই বিতর্কিত বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের ব্যক্তিসত্তার ব্যবচ্ছেদ করতেন না। তারা কখনই কসম খেয়ে একটি অভিমতকে অকাট্য বানিয়ে পেশ করেননি। এ ধরনের কথা ও কাজ নিঃসন্দেহে বাংলাওয়ালি মসজিদের মেজায ও সেখানকার মুরুব্বিদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

আমার বুঝে আসে না যে, 'দাওয়াতের এই বিশেষ পদ্ধতিকে এভাবে দলিল দিয়ে প্রমাণিত করার কী প্রয়োজন আজকের এ সময়ে দেখা দিয়েছে?! বলুন, তাবলীগের ইতোপূর্বেকার কোনো মুরুব্বিকে কি এভাবে সাধারণ বয়ানে এ জাতীয় কথা বলতে শোনা গেছে? এ ধরনের দলিলবাজিনির্ভর বয়ানের ফলে তাবলীগের মূল স্পিরিট কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, তা শুধু ওই ব্যক্তিই বুঝবেন, যিনি তাবলীগের পূর্বের মুরুব্বিদের বয়ান পড়েছেন বা শুনেছেন। এ ধরনের বয়ানের কারণে উম্মতের কখনই কোনো আমলি ফায়দা হয় না। এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, যখন ঈমান ও ইয়াকিন, নামায, আল্লাহর ধ্যান, নৈতিকতা, কবর ও হাশর, জান্নাত ও জাহান্নাম এবং নিজের আমলি যিন্দেগি গঠন করাটাই বয়ানের আসল বিষয়বস্তু হয় তখন সেই বয়ান শ্রোতামণ্ডলীর অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। এর ফলে তাবলীগি মেহনতের সাথীদের অন্তরে আমলের গুরুত্ব জাগ্রত হয়। কারণ, এই বিষয়গুলো এমন যে, এগুলো নিয়ে উম্মাহর মাঝে কোনো তর্ক নেই। কাজেই এই বিষয়গুলো দিয়েই উম্মতকে এক প্লাটফর্মে একত্র করা সম্ভব; কিন্তু হায় আফসোস! এখন হচ্ছেটা কী!

যাই হোক! কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘাঙ্গিকতার ভয়ে আমি সংশ্লিষ্ট অনেক ঘটনা এড়িয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি।

সাদ সাহেব সম্পর্কে আবেদনকৃত ফতোয়ার জবাবে দারুল উলূমের ফতোয়া বিভাগের সতর্ক কর্মপন্থা

এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। ইফতা বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে বিষয়টি আমার চোখের সামনেই ঘটতে দেখেছি। আমি দেখেছি, দারুল উলূম দেওবন্দের ইফতা বিভাগে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের নাম সহকারে ফতোয়ার যেই আবেদনগুলো আসতো, দারুল উলূম দেওবন্দের পক্ষ থেকে প্রায়সময় ফতোয়ার আবেদনকারীকে সরাসরি মাওলানার শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হতো। সতর্ক পদক্ষেপ হিসেবে মাঝে-মাঝে কিছু ফতোয়ার উত্তরই দেওয়া হতো না। অনেকসময় এ জাতীয় ফতোয়া ও হাতে লেখা চিঠিগুলো মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।

সেই চিঠিগুলোর কোনো উত্তর আজ পর্যন্ত আসেনি। এমনকি মাঝে-মাঝে এমন সব কাণ্ডও ঘটেছে, যা এখানে লেখার উপযুক্ত নয়।

সারকথা হলো, দারুল উলূম দেওবন্দের পক্ষ থেকে লম্বা সময় ধরে সংস্কারের ইতিবাচক চেষ্টা চালানো হয়। মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবকে দারুল উলূম দেওবন্দে আসার নিমন্ত্রণও জানানো হয়। ওদিকে দারুল উলূম দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় উসতায, এমনকি শূরার কয়েকজন সদস্য একাধিকবার নিযামুদ্দিনে যাতায়াত করেছেন। আমার জানামতে হযরত মাওলানা আরশাদ মাদানি সাহেব একাধিকবার স্বপ্রণোদিত হয়ে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হয়েছেন। সময়ে-অসময়ে অন্য উসতাযগণও আসা-যাওয়া করেছেন; কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, সাক্ষাতের এই ধারাবাহিক উদ্যোগ শুধু একদিক থেকেই চলছিল।

সীমালংঘন

এরপর যখন বিষয়টি সীমার বাইরে চলে যেতে শুরু করে, নিযামুদ্দিনের প্লাটফর্ম থেকে কুরআন-সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা তীব্রাকারে ছড়াতে থাকে; অথচ অতীতে কখনই তাবলীগের মুরুব্বিগণ এই প্লাটফর্মকে লাগামহীন ইজতিহাদের কাজে ব্যবহার করেননি, তারা কখনই জনতার সামনে অবাঞ্চিত কথাবার্তা বলতেন না, নিজেদের সকল আলোচনা ছয় সিফাতের সীমারেখার ভেতর সীমিত রাখতেন। মাওলানা সাদ সাহেবের এই বয়ানগুলো খুব দ্রুত জনতার মাঝে ছড়াতে শুরু করে। মানুষ তার মুখ থেকে কথাগুলো শুনে নিজেদের বয়ানেও উদ্ধৃতি দিতে থাকে। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে দেশের নির্ভরযোগ্য মুরুব্বি আলেমগণ অনুভব করেন যে, জামাতে তাবলীগ থেকে ফেরকাবাজির গন্ধ ভেসে আসছে। তারা বিলক্ষণ বুঝতে সক্ষম হন যে, এই সুবিশাল জামাতটিকে মহান আকাবিরের সরল পথ থেকে সরানো হচ্ছে। তারা আশঙ্কা করেন, এভাবে চলতে থাকলে জামাতটিকে কেউ সারা দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এখনই যদি লাগাম টেনে না ধরা হয় তাহলে উম্মাহর একটি বৃহৎ অংশ অসত্য কথার শিকার হয়ে যেতে পারে।

নিঃসন্দেহে এ মুহূর্তটি ছিল আহলে হক উলামায়ে কেরামের জন্যে কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত। এখন সামনে দুটি পথ। বিভ্রান্ত পরিস্থিতির শিকার দাওয়াতের এই মেহনতের প্রতি পূর্বের মতো সমর্থন জানিয়ে যাবে, না-কি বিরোধিতা জানাবে।

তাবলীগের কয়েকজন মুরুব্বি কেন সাদ সাহেবের সঙ্গ ত্যাগ করে পৃথক অবস্থান নিলেন?

দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্বেগ যখন ক্রমশ বাড়ছিল, সে সময়কার ঘটনা। তাবলীগের কয়েকজন মুরুব্বি বাংলাওয়ালি মসজিদ থেকে চলে যান এবং তারা তাবলীগের চলমান মেহনত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করে সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থান জানিয়ে দেন। তারা তাদের সেই পৃথক অবস্থান গ্রহণের অন্যতম কারণ হিসেবে মাওলানা সাদ সাহেবের গোমরাহিভরা ইজতিহাদ ও কুরআন-সুন্নাহর ভুল বিশ্লেষণকে দায়ী করেন। এই কথাগুলো তারা দীর্ঘ দিন নিজ কানে শুনেছেন। লম্বা সময় ধরে তারা সংশোধনের ইতিবাচক প্রয়াস ব্যয় করেছেন। তাবলীগের সেই মুরুব্বিদের পৃথক অবস্থান দেখতে পেয়ে আহলে হক উলামায়ে কেরাম বুঝতে সক্ষম হন যে, তাদের এতদিনের উদ্বেগ ভিত্তিহীন নয়। এ সময়ে দেশ-বিদেশ থেকে হকপন্থী উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসা সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারদের পক্ষ থেকে এ দাবী উঠে যে, মাওলানা সাদ সাহেবের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে এখন দারুল উলূম দেওবন্দকে অবশই নিজ অবস্থান পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে। কেননা দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ ও যিম্মাদারগণ এতোদিন বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং সংশোধনের জন্যে তাদের নেওয়া সংশোধনমূলক প্রয়াসগুলো সফলতার মুখ দেখেনি। দারুল উলূম দেওবন্দ নিজ অবস্থান পরিষ্কারভাবে অবহিত করলে মুসলিম উম্মাহকে সেই ভুল ও বিভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে এবং তাবলীগের বিগত মুরুব্বিদের আমলগুলোর মত বর্তমানেও তাবলীগসংশ্লিষ্ট সাধারণ জনতাকে তাত্ত্বিক বিষয়গুলোতে গুমরাহি থেকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হবে।

এভাবে বছরের পর বছর সংশোধনমূলক পদক্ষেপ ও প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে দারুল উলূম দেওবন্দ নিজ অবস্থান অবহিত করা

এবং মাওলানা সাদ সাহেবের গুমরাহ বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দারুল উলূম দেওবন্দ সেই 'অবস্থান'-এ পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, তাবলীগ জামাতের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সঙ্গে এই ফতোয়ার কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই।

দারুল উলূম কেন নিজ অবস্থান আগেই ঘোষণা করেনি?

আমরা এ গ্রন্থের শুরুতে তাবলীগ ঘরানার কিছু আলেমের দুঃখজনক আচরণের কথা বলেছিলাম, ঘটনার এ পর্যায়ে এসেও তারা আবারো দুঃখজনক কার্যক্রম শুরু করে দেয়। তারা মানুষকে এ কথা বোঝায় যে,

> اگر فتوی دینا تھا، تو پہلے کیوں نہیں دیا، یہ غلط باتیں تو دس سال سے کہی جارہی ہیں،
> اس لیے فتوی کا مقصد غلط باتوں کی اصلاح نہیں ہے؛ بلکہ ایک فریق کی حمایت ہے۔
>
> *'ফতোয়া যখন দিতেই হলো, তাহলে আগে কেন দেওয়া হয়নি! এই ভুল কথাগুলো তো বিগত দশ বছর ধরে বলা হচ্ছে। বুঝা গেলো, ভুল ধরিয়ে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে ফতোয়া দেওয়া হয়নি; বরং একটি দলকে সমর্থন জোগাতেই এই ফতোয়া জারি করা হয়েছে।'*

তাদের এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। তারা বাস্তবতা লুকাতেই এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। কারণ, এটাই বাস্তব যে, সংশোধনের ইতিবাচক প্রয়াস অনেক দিন ধরেই চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাবলীগের সঙ্গে সাধারণ জনগণের সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক জটিলতার কারণে প্রকাশ্যে না জানিয়ে ঘরোয়া মজলিসে আলোচনা করা হচ্ছিল। একের পর এক পয়গাম পাঠানো হচ্ছিল। চিঠি লিখে জানানো হয়েছে; কিন্তু এর ফলাফল দাঁড়িয়েছে যে, মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়রুল হাসান রহ.- এর ইনতিকালের পর মাওলান সাদ সাহেবের মানসিকতা পূর্বের চেয়ে আরো কঠোর ও উগ্র হয়ে উঠেছে। তিনি এতোটাই রুক্ষ হয়ে গেছেন যে, কেউ তার কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলে তার সম্পর্কে প্রকাশ্যে বয়ানে অসমীচীন নিন্দা শুরু করে দিতেন। 'জাহেল' 'গাধা'-এর মত অশ্রাব্য তকমা পরিয়ে দিতেন। কথা বলতেন ইজতিহাদের ভাষায়। 'আমার মত' 'আমার মত' 'আমার মত'-এর ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে নিযামুদ্দিন স্বরব হয়ে উঠতো। তিনি এখন কুরআন-হাদিস ও হায়াতুস সাহাবা থেকে ভুল

পরিণতি উদ্ভাবন করে মেহনতের পূর্বের পদ্ধতি ও বিন্যাসকে 'বাতিল' 'সুন্নাহবিরুদ্ধ' সাব্যস্ত করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। কুরআন-সুন্নাহর 'নস' থেকে দলিল বের করে নিজের স্বপক্ষে চালিয়ে দিচ্ছেন। তিনি নিজের বোধ ও উপলব্ধির ব্যাপারে এতোটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন যে, তার অভিমতের সঙ্গে দ্বিমত অবস্থানকারী আলেমদেরকে তিনি 'উলামায়ে সু' বলতেও দ্বিধা করছেন না। যেসব আলেম তার কথার সঙ্গে সহমত হয় না, তাদের বিরুদ্ধে তিনি তাবলীগের সাধারণ মানুষকে লেলিয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষের ভূমিকায় নামাচ্ছেন। এমনকি তিনি তাদের আদেশ করছেন যে, 'আপনারা আলেমদের বোঝাবেন। তাদেরকে বলবেন, 'আপনারা জাহিল'। আপনাদের অন্তর ও মানসিকতা ইয়াহুদিদের প্রভাবিত। মাওলানা সাদ সাহেবের অধিকাংশ বয়ানে এ ধরনের বাক্য ধ্বনিত হতো—

"جو ایسا کہتا ہے، وہ ایسا ہے، جو ایسا کرتا ہے، وہ ایسا ہے، میرے نزدیک یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ راجح ہے، یہ مرجوح ہے، یہ دہریت ہے، وہ شرک ہے، یہ جہالت ہے، وہ دھوکہ ہے، یہ باطل ہے، وہ احمق ہے، یہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، یہ یہودیت ہے، وہ شیطانیت ہے"۔

'এমন কথা যে বলে, সে এমন। ওমন কাজ যে করে সে ওমন। আমার মতে, এটাই সহিহ, ওটা ভুল। এটা প্রণিধানযোগ্য, ওটা পরিত্যাজ্য। এটি ধর্মহীনতা, ওটা শিরক, এটি অজ্ঞতা, ওটা ধোকা। এটি বাতিল, সে আহমক। এটি নাজায়েয, ওটি হারাম। এটি ইয়াহুদিজম, ওটি শয়তানিয়াত'।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃক ঘোষিত অবস্থানের মাঝে মাওলানা সাদ সাহেবের যেই ভুল কথাগুলোর চয়িতাংশ তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর সবকটিই মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ.-এর ইনতিকাল পরবর্তী সময়কার বক্তব্য। দারুল উলূম দেওবন্দের জবাবি চিঠির মাঝেও সে কথা পরিষ্কার জানানো হয়েছে।

কাজেই ফতোয়া কেন পূর্বে জারি করা হয়নি, এমন ধোঁয়াশা তুলে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার কোনো সুযোগ নেই।

দারুল উলূম কর্তৃক ফতোয়া ঘোষণার পূর্বে বাংলাওয়ালি মসজিদের প্রতিনিধিদলের আগমন

আনুষ্ঠানিকভাবে ফতোয়া জারি করার পূর্বে নিযামুদ্দিনের একটি প্রতিনিধিদল দারুল উলূম দেওবন্দে আসে। এ সময় মাযাহিরুল উলূমের একজন উসতায মাযাহিরুল উলূমের লেটারপ্যাডের ওপর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সালমান মাযাহেরি সাহেবের একটি চিঠি দারুল উলুম দেওবন্দে পৌঁছে দেয়। বাংলাওয়ালি মসজিদ থেকে আগত প্রতিনিধিদল দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষকে এ আশ্বাস দিয়েছিল যে, মাওলানা সাদ সাহেব রুজু করতে প্রস্তুত।

দ্বীনের হিফাযত ও উম্মাহর সংশোধনই দারুল উলূম দেওবন্দের একমাত্র উদ্দেশ্য

দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের একটাই উদ্দেশ্য। তা হলো, ভুল সংশোধন করা এবং উম্মাহকে ভুল পথ থেকে সুরক্ষিত রাখা। এখন যদি মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব নিজেই এ জাতীয় কথা থেকে প্রকাশ্যে রুজু করেন এবং দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থানে যেই দাবীগুলো সর্বসম্মতিক্রমে পেশ করা হয়েছিল, মাওলানা সাদ সাহেব কার্যত তা মেনে নেন, তাহলে সংশোধনের জন্যে এরচেয়ে উত্তম আর কোনো সুরত হতে পারে না।

প্রতিনিধিদলটির কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ জনতার সামনে ফতোয়া প্রকাশের পরিবর্তে একটি নতুন আশা ও নতুন স্বপ্ন চোখে নিয়ে ফতোয়াটি মাওলানা সাদ সাহেবের খেদমতে পাঠিয়ে দেয়।

প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মাওলানা মাদানির কথোপকথন ও কয়েকজন তাবলীগি আলেমের দুঃখজনক প্রতিক্রিয়া

বিষয়টি নিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিযামুদ্দিন থেকে আগত প্রতিনিধিদলের মাঝে যেই কথা হয়েছিল, সেখানেও ওই চিহ্নিত তাবলীগি আলেমরা অসততা ও শঠতার আশ্রয় নেয়। তারা এই অপবাদ

ছড়িয়ে দেয় যে, হযরত মাওলানা আরশাদ মাদানি সাহেব না-কি বলেছেন—

"اصل مسئلہ فتوی کا نہیں ہے؛ بلکں اصل بات یہ ہے کہ مولانا شوری قبول کریں اور ہم شوری قبول کرانے کے لئے فتوی جاری کر رہے ہیں، اگر وہ شوری تسلیم کرلیں، تو ہم فتوی روک دیں گے" إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۔

'মূল জটিলতা ফতোয়া নিয়ে নয়; বরং আসল কথা হলো, মাওলানা সাদ সাহেব যেন শূরা মেনে নেন। তাকে শূরার প্রস্তাবে সম্মত করতেই আমরা ফতোয়া জারি করেছি। তিনি যদি শূরার প্রস্তাবে সম্মত হন তাহলে আমরা ফতোয়া প্রত্যাহার করে নেব।' ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

মাওলানা আরশাদ মাদানি সাহেব মূলত কী বলেছিলেন, এ বিষয়ে আমি যখন অনুসন্ধান করি তখন দেখতে পাই, তিনি মূলত বলেছিলেন–

"اگر مولانا محمد سعد صاحب شوری کو قبول نہیں کریں گے، تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے اور وہ کم علم ہیں، اُن کے اساتذہ اور دادا پردادا کے زمانے کے اکابر آج موجود ہیں، جب تک وہ اپنے بڑوں کی پابندی قبول نہیں کریں گے، جو اُن کو بیانات میں پابند کریں، اُس وقت تک اُن کی فکر اور اُن کے غلط بیانات پر روک نہیں لگا جا سکتی، آج اگر ہم فتوی جاری نہ کریں، کل پھر وہی غلط بات کہیں گے، پھر ہم سے تقاضہ ہوگا اور ہم مجبور ہونگے فتوی جاری کرنے پر"۔

'যদি মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব শূরা মেনে না নেন তাহলে সমস্যার সমাধান হবে না। এর আসল কারণ হলো, তিনি ভালো শিক্ষা-দীক্ষা পাননি। তার ইলম কম। তার অনেক উসতায ও তার দাদা-পরদাদাদের সময়কার অনেক মুরুব্বি এখনো জীবিত আছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর এমন বড়দের বিধি-নিষেধ না শুনবেন, যারা তাকে বয়ানের মাঝে সীমা-পরিসীমা জানিয়ে দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভুল চিন্তা

ও ভুল বয়ানের ধারাবাহিকতা বন্ধ হবে না। আমরা যদি আজ ফতোয়া স্থগিত রাখি তাহলে কালকেই তিনি আবার সেই ভুল কথাগুলো বলা শুরু করবেন। তখন বিভিন্ন মহল থেকে আমাদের কাছে দাবী ওঠবে এবং আমরা ফতোয়া জানাতে বাধ্য হব।'

এটাই ছিল মাওলানা মাদানি সাহেবের প্রকৃত বক্তব্য। তিনি কী উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেছেন, সেটা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। মাওলানা মাদানি সাহেব শূরার কথা এজন্যে তুলেছেন যে, মাওলানা সাদ সাহেবের গুমরাহ কথাগুলোর ওপর লাগাম লাগাতে হলে মাওলানা মাদানি সাহেবের দৃষ্টিতে এরচেয়ে উত্তম কোনো সমাধান নেই। তার এ কথাগুলোর নেপথ্যে কখনই এ উদ্দেশ্য ছিল না যে, 'আমরা একটি বিশেষ দলের প্রতি সমর্থন যোগাতে এই ফতোয়া জারি করেছি। কাজেই তিনি যদি শূরা মেনে নেন তাহলে আমরা ফতোয়া জারি করব না।' এ কথা সম্পূর্ণ ভুল, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। যদি শূরার প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পরও মাওলানা সাদ সাহেবের মুখ থেকে এ ধরনের গলত কথা ও বয়ান শোনা যায় আর তিনি সংশোধন না করেন তাহলে তখনও দারুল উলূম দেওবন্দ উম্মাহর সংশোধনের স্বার্থে নিঃসন্দেহে তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করবেন।

আমার আফসোস হচ্ছে, মেহনতসংশ্লিষ্ট এই তথাকথিত আলেমরাই হযরত মাদানি সাহেবের বক্তব্যকে বিকৃত আকারে উপস্থাপন করে এবং ফতোয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করার হীন উদ্দেশ্যে হযরত মাদানি সাহেবের বক্তব্যের অর্থ বিগড়ে দেয়। যদি তাবলীগের দু' পক্ষের মধ্য হতে একটি পক্ষকে সমর্থন যোগানোর উদ্দেশ্যেই দারুল উলূম দেওবন্দ ফতোয়া জারি করে থাকে তাহলে নিযামুদ্দিন থেকে প্রতিনিধিদলের আগমনের পূর্বে কেন দারুল উলূম দেওবন্দ সেই ফতোয়া প্রকাশ করেনি? কেন দেওবন্দ মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের খেদমতে ফতোয়া প্রেরণ করে? যদি মাওলানা শূরার প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পরও এ ধরনের বেহক কথা চালিয়ে যান আর তার কাছ থেকে শুনে তাবলীগের সাধারণ সদস্যরা নকল শুরু করে দেয়, তখনো কি দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ মৌনতা অবলম্বন করে তাবলীগের মেহনতের প্রতি সমর্থন জানিয়ে যাবে?

দারুল উলূম দেওবন্দের নিজ অবস্থান জানানোর পর মাওলানা সাদ সাহেবের প্রথম চিঠি

কথা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। ওই সময় দারুল উলূম দেওবন্দ নিজ অবস্থান সাধারণ মুসলমানের মাঝে প্রকাশ না করে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের খেদমতে পাঠিয়ে দেয়। দারুল উলূমের এই পদক্ষেপ সবার কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয় যে, মাওলানা সাদ সাহেবের বিভ্রান্ত কথাগুলোর সংশোধন ও উম্মাহর মাঝে তার যেই ভুল কথাগুলো ছড়িয়ে গেছে, সেগুলোর অপনোদনের উদ্দেশ্যেই দারুল উলূম দেওবন্দ এ অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। মাআযাল্লাহ, বিবাদমান দু' পক্ষের কোনো একটিকে সমর্থন যোগাতে, বা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের বিরোধিতার উদ্দেশ্য দারুল উলূম কখনই এই অবস্থান নেয়নি।

প্রথম চিঠিতে দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় আকাবিরের বিরুদ্ধে অসততা, কুধারণা ও তাবলীগবিরোধিতার অপবাদ

কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থানের জবাবে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের তরফ থেকে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী প্রথম যে চিঠি হস্তগত হয়, তা ছিল খুবই দুঃখজনক। দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ তার সেই চিঠির ওপর আশ্বস্ত হতে পারলেন না; বরং তাদের উদ্বেগ দুঃখজনকভাবে বেড়ে গেলো। কারণ হলো, সেই চিঠিতে দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবির হাফিযাহুমুল্লাহর বিরুদ্ধে নৈতিক অসততার অভিযোগ ছোড়া হয়েছিল। সেখানে লেখা ছিল, এ ফতোয়াটি মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব ও তাবলীগ জামাতের বিরোধিতার আবেগ থেকেই লেখা হয়েছে। মাওলানার যেসব বয়ানের ওপর উলামায়ে কেরামের আপত্তি রয়েছে, সেই বয়ানগুলোকে বড়জোর বাকস্খলন, মনোভাব প্রকাশের দুর্বলতা বা অসতর্কতা বলা যেতে পারে। সেই চিঠির শেষ প্যারায় নিজের বয়ানের পক্ষে উদ্ধৃতি ও দলিল-প্রমাণ পেশ করার কথাও লেখা ছিল।

প্রথম চিঠির শেষ প্যারাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি—

"قدیم بیانات میں کسی چوک یا زبان کی بے احتیاطی یا بیان کے وقت تمام حکمتوں اور مصلحتوں کے احاطہ نہ ہونے کی وجہ سے اظہار خیال میں جو کوتاہی ہوئی، اس سے آپ جیسے عالی، علمی، دینی مرکز کے اہم ذمہ دار حضرات کو احقر اور اس کے ساتھیوں کے افکار و خیالات، موقف ومسلک میں کسی قسم کی جو بدگمانی ہوئی ہے، احقر اس کو نہایت افسوس ناک اور دعوت و تبلیغ والے مبارک عمل اور اُس کے مرکز کے ساتھ عدم تعاون سمجھتا ہے"۔

'পুরনো বয়ানগুলোতে কোনো ত্রুটি অথবা বলার অসতর্কতা কিংবা বলার সময় সবধরনের প্রজ্ঞা ও কর্মকৌশলের প্রতি লক্ষ্য না রাখার কারণে নিজ অভিমত প্রকাশের সময় যেই বিচ্যুতি ঘটেছে, সেগুলোকে আমলে নিয়ে আপনাদের মতো একটি আন্তর্জাতিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক, দ্বীনি মারকাযের গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদার হযরতগণের অন্তরে অধম ও তার সাথী-সঙ্গীদের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থান ও মতাদর্শের ব্যাপারে যে ধরনের কুধারণা সৃষ্টি হয়েছে, তা অধমের কাছে দুঃখজনক মনে হলো। আমি মনে করি, আপনাদের এই পদক্ষেপ দাওয়াত ও তাবলীগের মুবারক মেহনত ও এর মারকাযের সঙ্গে অসহযোগিতার বহিঃপ্রকাশ।'

মাওলানা সাদ সাহেবের এ লেখাটির সঙ্গে তার সেই বিতর্কিত বক্তব্যগুলো মিলিয়ে দেখুন, যা দারুল উলূম দেওবন্দের সেই 'অবস্থান'-এ তুলে ধরা হয়েছে। সাদ সাহেব এই বিভ্রান্তিকর কথাগুলোকে 'পুরনো কথা' দাবী করেছেন; অথচ তিনি কথাগুলো বলেছেন, দারুল উলূম কর্তৃক অবস্থান ঘোষণার পূর্ববর্তী দু' বছরের ভেতর। তাঁর সেই বিভ্রান্তিকর কথাগুলো পড়ে দেখুন-

"حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم اور جماعت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مناجات کے لیے خلوت وعزلت میں چلے گئے، جس سے بنی اسرائیل کے پانچ لاکھ ۸۸ ہزار افراد گمراہ ہو گئے، اصل تو موسیٰ علیہ السلام تھے، وہی ذمہ دار تھے، اصل کو رہنا چاہیے، ہارون علیہ السلام تو معاون اور شریک تھے"۔

‘হযরত মুসা আলাইহিস সালাম জাতি ও জামাত ছেড়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সংগোপনে কথা বলার উদ্দেশ্যে নিরব-নিভৃত স্থানে চলে যান। যার ফলে বনি ইসরাঈলের ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার সদস্য গুমরাহ হয়ে যায়। প্রধান ছিলেন মুসা আলাইহিস সালাম। তিনিই মূল যিম্মাদার ছিলেন। প্রধানের অবস্থান করা উচিত ছিল। হারুন আলাইহিস সালাম তো সহকারী ও সম্পৃক্ত ছিলেন।’

" نقل وحرکت توبہ کی تکمیل وتزکیہ کے لئے ہے، توبہ کی تین شرطیں تو لوگ جانتے ہیں، چوتھی شرط نہیں جانتے، بھول گئے، وہ کیا ہے، خروج، اس شرط کو لوگوں نے بھلا دیا، ۹۹/ قتل کرنے والے کی پہلی ملاقات راہب سے ہوئی، راہب نے اُس کو مایوس کر دیا، پھر اُس کی ملاقات ایک عالم سے ہوئی، عالم نے کہا کہ تم فلاں بستی کی طرف خروج کرو، اُس قاتل نے خروج کیا، تو اللہ نے اُس کی توبہ قبول کرلی، اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے لیے خروج شرط ہے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ شرط لوگ بھول گئے، توبہ کی تین شرطیں بیان کرتے ہیں، چوتھی شرط، یعنی: خروج بھول گئے"۔

‘পরিপূর্ণ তাওবা ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনেই নকল-হরকত। মানুষ তাওবার তিন শর্তের কথা জানে, চতুর্থ শর্ত জানে না। ভুলে গেছে। সেই শর্তটি কী? খুরুজ। মানুষ এই শর্তের কথা ভুলে গেছে। ৯৯ জন হত্যাকারী খুনীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল সন্ন্যাসীর সঙ্গে। সন্ন্যাসী তাকে নিরাশ করে। এরপর তার সাক্ষাৎ হয় জনৈক আলেমের সঙ্গে। আলেম তাকে বলেন, তুমি অমুক বসতির উদ্দেশে বের হও। ওই খুনী যখন বের হয় তখন আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। এথেকে বুঝে আসে যে, তাওবার জন্যে খুরুজ শর্ত। এটি ব্যতীত তাওবা কবুল হয় না। মানুষ এই শর্ত ভুলে গেছে। তাওবার তিনটি শর্ত বয়ান কবে বেড়ায়; অথচ চতুর্থ শর্ত খুরুজের কথা ভুলে গেছে।’

"ہدایت ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں، وہ دینی شعبے جہاں دین ہی پڑھا جاتا ہے، اگر اُن کا بھی تعلق مسجد سے نہیں، تو خدا کی قسم اُس میں بھی دین نہیں ہوگا، ہاں دین کی تعلیم ہوگی، دین نہیں ہوگا"

‘মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও হিদায়াত পাওয়া যায় না। দ্বীনের এমন শাখা, যেখানে শুধু দ্বীনই পড়ানো হয়, যদি তার সম্পর্ক মসজিদের সঙ্গে না থাকে তাহলে খোদার কসম! সেখানেও দ্বীন থাকবে না। হয়তো সেখানে দ্বীনের তালিম হবে; কিন্তু দ্বীন হবে না।’

(এ চয়নিকার মাঝে সাদ সাহেব ‘মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক’ বলে মসজিদে গিয়ে নামায পড়া বোঝাননি। কারণ, কথাটি তিনি ‘মসজিদের গুরুত্ব এবং দ্বীনি কথা মসজিদে গিয়েই বলতে হবে’ এ সম্পর্কে তার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বয়ান করার সময় বলেছিলেন। যার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ অডিও আকারে আমাদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এমন দৃষ্টিভঙ্গি বানিয়েছেন যে, দ্বীনের কথা মসজিদের বাইরে বলা সুন্নাতের পরিপন্থী। এবং তা আম্বিয়া ও সাহাবিদের মতাদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।)

"اجرت لے کر دین کی تعلیم دینا دین کو بیچنا ہے، زناکار لوگ تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے"۔

‘বেতন নিয়ে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার অর্থ দ্বীন বিক্রি করা। ব্যভিচারী লোকেরা ওই সকল লোকের আগে জান্নাতে যাবে, যারা কুরআন শিক্ষা দিয়ে বেতন নেয়।’

"میرے نزدیک کیمرے والا موبائیل جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی، تم علماء سے جتنے چاہے فتوے لے لو، کیمرے والے موبائل سے قرآن کا سننا اور پڑھنا قرآن کی توہین کرنا ہے، اس میں گناہ ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کی وجہ سے اللہ تعالی قرآن پر عمل کرنے سے محروم کردیں گے، جو علماء اس سلسلے میں جواز کا فتوی دی دے رہے ہیں، میرے نزدیک وہ علماء سوء ہیں، علماء سوء

ہیں،اُن کے دل ودماغ یہود ونصاری سے متاثر ہیں،وہ بالکل جاہل علماء ہیں، میرے نزدیک جو عالم اس کے جواز کا فتوی دے،خدا قسم اُس کا دل اللہ کے کلام کی عظمت سے خالی ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ایک بڑے عالم نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا کہ اصل میں اِس عالم کا دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے،چاہے اِس کو بخاری یاد ہو، بخاری تو غیر مسلم کو بھی یاد ہو سکتی ہے"۔

'আমার মতে ক্যামেরাবিশিষ্ট মোবাইল পকেটে রেখে নামায হয় না। তোমরা আলেমদের কাছে যত জিজ্ঞেস করো, যতো ফতোয়া নাও, ক্যামেরাবিশিষ্ট মোবাইল দিয়ে কুরআন শোনা ও পড়া কুরআনের অবমাননা। এতে গুনাহ হবে। কোনো সাওয়াব হবে না। এমন কাজ করলে আল্লাহ তাআলা কুরআনের ওপর আমল করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন।

যেসব আলেম এগুলো জায়েয হওয়ার ফতোয়া দেয় আমার মতে তারা উলামায়ে সু। তারা উলামায়ে সু। তাদের মন-মস্তিষ্ক ইহুদি-নাসারা কর্তৃক প্রভাবিত। তারা বিলকুল জাহেল আলেম। আমার মতে, যেসব আলেম তা জায়েয হওয়ার ফতোয়া দেন আল্লাহর কসম, তাদের অন্তর আল্লাহর কালামের শ্রেষ্ঠত্ব থেকে শূন্য।

এ কথা আমি এজন্যে বলছি যে, আমাকে এক বড় আলেম বলেছেন, এতে কী সমস্যা! আমি বললাম, আসলে ওই আলেমের অন্তর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব থেকে শূন্য। চাই তার বুখারি মুখস্থ থাকুক। বুখারি তো অমুসলিমদেরও মুখস্থ থাকে।'

"ہر مسلمان پر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، جو اس واجب کو ترک کرے گا، اُس کو ترک واجب کا گناہ ملے گا"۔

'কুরআন বুঝে পড়া প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ওয়াজিব, ওয়াজিব, ওয়াজিব। যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করবে তার ওয়াজিব ত্যাগ করার গুনাহ হবে।'

মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানের এই চয়িত অংশগুলো উলামায়ে কেরাম পড়ে বলুন, এগুলোকে স্রেফ কথার স্খলন, অসতর্কতা ও অভিমত প্রকাশের ক্ষেত্রে অসতর্কতা দাবী করা কতটুকু সঠিক?

তাবলীগের মারকায থেকে এ ধরনের চিঠি আসার কোনো দৃষ্টান্ত অতীতের ইতিহাসে একটিও নেই। তাবলীগি মেহনতের পূর্ববর্তী দায়িত্বশীলদের একজন থেকেও এ ধরনের অবজ্ঞামূলক কাজ ঘটতে দেখা যায়নি।

কতই না ভালো হতো!

কতই না ভালো হতো, যদি মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব সেই 'অবস্থানপত্র' নিয়ে নিজেই দারুল উলূম দেওবন্দে চলে আসতেন এবং সরাসরি দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন! কিন্তু তিনি তা না করে ওই ফতোয়া নিয়ে সাহারানপুরে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সালমান মাযাহেরি সাহেবের খেদমতে হাজির হন। তিনি এত দূর যেতে পারলেন; অথচ দেওবন্দ আসার মত কষ্ট করতে তিনি রাজি হননি। সম্ভবত এখানেও কি তাবলীগি ঘরানার সেই মুষ্ঠিমেয় আলেমের কোনো বিশেষ কর্মকৌশল ছিল, অথবা তাদের কাছে তিনি অজ্ঞাত কোনো কারণে নিরুপায় ছিলেন? আল্লাহই ভালো জানেন।

সাদ সাহেবের প্রথম চিঠি পেয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের জবাবি চিঠি

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের প্রথম চিঠির উত্তরে দারুল উলূম দেওবন্দের তরফ থেকে যেই চিঠি পাঠানো হয়, সেটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সেই চিঠি পড়লে বর্তমান পরিস্থিতির অনেক নেপথ্য বাস্তবতা পাঠকবর্গের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ জন্যে আমি এখানে সেই চিঠি হুবহু নকল করে দিচ্ছি।

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب مولانا محمد سعد صاحب وفقنا الله وایاکم لما تحبه وترضاه

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

خیریت خواہ بحمد وتعالی بعافیت ہے۔

" تحریر طلب امر یہ ہے کہ آنجناب کا مرسلہ مکتوب پڑھ کر مسرت ہوئی، کیونکہ ہماری سعادت مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ہم سے اللہ رب العزت کے پسندیدہ دین کے احکام میں یا اُن کے منتخب وبر گزیدہ شخصیات علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں بھول چوک سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، تو تنبہ پر بغیر کسی تاخیر کے اس سے رجوع اور اُس کے ناگوار اثرات کے تدارک کی مخلصانہ کوشش کی جائے، اِپ کے مرسلہ گرامی نامہ کے ابتدائی حصہ سے بظاہر یہی تاثر ہوتا ہے، جو کہ بلا شبہہ قابل قدر ہے؛ لیکن خط کے آخری حصہ سے یہ تاثر ختم ہو جاتا ہے۔

کیونکہ خط کے آخر میں آپ نے لکھا ہے کہ :

"امور سطور بالا" کے بالمقابل قدیم بیانات میں احقر کی کسی چوک یا زبان کی بے احتیاطی یا بیان کے وقت تمام حکمتوں یا مصلحتوں کے احاطہ نہ ہونے کی وجہہ سے اظہار خیال میں جو کوتاہی ہوئی، اُس سے آپ جیسے عالمی، علمی، دینی مرکز کے اہم ذمہ دار حضرت کو احقر واس کے ساتھیوں کے افکار وخیالات، موقف ومسلک میں کسی قسم کی جو بد گمانی ہوئی ہے، احقر اس کو نہایت افسوس ناک اور دعوت وتبلیغ والے مبارک عمل اور اس کے مرکز کے ساتھ عدم تعان سمجھتا ہے" ۔ (بلفظہ)

"اس سلسلے میں عرض ہے کہ اولاً تو دار العلوم دیوبند کے موقف کی بنیاد آپ کے صرف پرانے بیانات نہیں ہیں؛ بلکہ ماضی قریب کے بیانات بھی ہیں؛ بلکہ ایک اقتباس کے کچھ اجزاء کو چھوڑ کر باقی تمام اقتباسات قریبی وقت کے ہیں۔

"ثانیاً آپ کے حالیہ بیانات میں مدارس، علماء اور اہل اللہ سے قربت کی ترغیب تو دی گئی ہے؛ لیکن قابل اشکال باتوں سے رجوع یا اُن کی تردید کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

" تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے مراسلہ کا آخری اور اختتامی حصہ صاف بتا رہا ہے کہ آپ کے نزدیک دار العلوم دیوبند کا یہ فتوی (جس کے پیش نظر یہ طویل مکتوب ارسال کیا گیا ہے) بد گمانی اور دعوت وتبلیغ کے کام اور اُس کے مرکز کے ساتھ عدم تعاون کے جذبہ سے مرتب کیا گیا ہے، آنجناب کا یہ وہم اور خیال یکسر نادرست اور غلط ہے، فتاوی بد گمانی کی بنیاد پر نہیں ہے؛ بلکہ بیان شریعت کے لیے جاری کیے جاتے ہیں، پھر آنجناب کو یہ ضرور معلوم ہوگا کہ "سوء ظن اور بد گمانی" علمی اور شرعی اعتبار سے اُس ظن وگمان کو کہا جاتا ہے، جو قرائن وامارات وعلامات کے بغیر قائم کیا جاتا ہے، جس ظن وگمان کی بنیاد قرینہ امارت وعلامت پر ہو، اسے سوء ظنی اور بد گمانی سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا ہے، علاوہ ازایں دار العلوم دیوبند کا یہ فتوی اور موقف تو آپ کی صریح اور غیر محتمل عبارتوں پر مبنی ہے، تو اسے بد گمانی پر محمول کرنا بجائے خود یک گونہ بد ظنی ہے۔

" بایں ہمہ چونکہ آپ ملک کے ایک نہایت معروف علمی دو بنی خاندان کے ایک فرد ہیں، پھر دعوت وتبلیغ کی آپ سے پشتینی وابستگی ہے، اس کے پیش نظر اِس فتوی میں آنجناب کے ساتھ حسن ظن کے پہلو کو راجح رکھا ہے؛ مگر وائے افسوس کہ آپ اسے بھی بد گمانی پر محمول کر رہے ہیں، رہا دار العلوم دیوبند کا جماعت تبلیغ کے ساتھ بے لوث خیر خواہی کا تعلق اور اپنی تعلیمی وتدریسی مشاغل کی رعایت کے ساتھ تعاون، تو یہ عالم آشکارا ہے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

"مزید یہ ہے کہ خط کے آخر میں نوٹ کے عنوان سے آپ نے لکھا ہے کہ احقر کے بیانات پر جو اعتراضات ہیں، اُن کے متعلق احقر کی کم علمی کے باوجود جو معلومات اور اُن کے علمی مراجع وغیرہ آئندہ ارسال کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی آراء اور افکار ونظریات کو صحیح سمجھتے ہیں اور اُن کے دلائل فراہم کرنا چاہتے ہیں۔

آنجناب کے نام اس مراسلہ کے بعد مراسلت کے سلسلہ کو درازی سے بچانے کی غرض سے یہ خیال ہورہا ہے کہ اب دار العلوم دیوبند کا متفقہ موقف اہل مدارس، اہل علم اور امت کے سنجیدہ حضرات کی خدمت میں ارسال کر دیا جائے، تاکہ جماعت کا یہ مبارک کام غلط نظریات وافکار کی آمیزش سے بچ سکے اور اس کی افادیت اور علمائے حق کے درمیان اس کا اعتماد قائم رہے

۔ابوالقاسم نعمانی۔

۱۴۳۸\۳\۱۵ھ"

(رسالہ سعادت نامہ، ص: ۱۵)

"বিসমিল্লাহির রহমানি রহিম।

জনাব মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব [মহান আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাদেরকে সন্তোষজনক কাজ-কর্ম সম্পাদনের তাওফিক দিন।]

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি, মহান আল্লাহর কৃপায় ভালো আছেন।

পরসমাচার হলো, আপনার প্রেরীত চিঠি পড়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি। কারণ, আমাদের মধ্য হতে কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রিয় দ্বীনের কোনো বিধানের ক্ষেত্রে, বা তাঁর কোনো নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মধ্য হতে কারো শানে কোনো অমর্যাদাকর ত্রুটি করে ফেলে আর কেউ আমাদেরকে সতর্ক করে দেয় তখন যদি আমরা কালবিলম্ব না করে সেই ত্রুটি থেকে সরে আসি এবং সেই ত্রুটির অনাকাঙ্খিত পরিণতি থেকে প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে আমরা যদি ইখলাসদীপ্ত চেষ্টা করি তাহলে সেটাই হবে আমাদের পরম সৌভাগ্যের পরিচয়। আপনার প্রেরীত চিঠির প্রথম অংশ থেকে বাহ্যিকভাবে এমনটাই আমরা অনুভব করেছি। যা নিঃসন্দেহে অভিবাদনযোগ্য। কিন্তু চিঠির শেষ অংশ পড়ে আমাদের সেই অনুভূতি হারিয়ে গেছে।

কেননা চিঠির শেষ প্যারায় এসে আপনি লিখেছেন,

"উপরিউক্ত প্যারাগুলো"-এর বিপরীতে পুরনো বয়ানগুলোতে অধমের কোনো ত্রুটি অথবা বলার অসতর্কতা কিংবা বলার সময় সবধরনের প্রজ্ঞা ও কর্মকৌশলের প্রতি লক্ষ্য না রাখার কারণে নিজ অভিমত প্রকাশের সময় যেই বিচ্যুতি ঘটেছে, সেগুলোকে আমলে নিয়ে আপনাদের মতো একটি আন্তর্জাতিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক, দ্বীনি মারকাযের গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদার হযরতগণের অন্তরে অধম ও তার সাথী-সঙ্গীদের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থান ও মতাদর্শের ব্যাপারে যে ধরনের কুধারণা সৃষ্টি হয়েছে, তা অধমের কাছে দুঃখজনক মনে হয়েছে। আমি মনে করি, আপনাদের এই পদক্ষেপ দাওয়াত ও তাবলীগের মুবারক মেহনত ও এর মারকাযের সঙ্গে অসহযোগিতার বহিঃপ্রকাশ।" [হুবহু এ শব্দেই]

এ সম্পর্কে আমাদের নিবেদন হলো, প্রথমতঃ দারুল উলূম দেওবন্দ স্রেফ আপনার পুরনো বয়ানগুলোর ওপর ভিত্তি করে উক্ত 'অবস্থান' গ্রহণ করেনি; বরং আপনার নিকট অতীতের বয়ানগুলোও আমাদের সামনে রয়েছে। এমনকি একটি চয়নিকার কিছু অংশ ব্যতিরেকে বাকি সবগুলো চয়িত কথা আপনার নিকট অতীতেরই বয়ান।

দ্বিতীয়তঃ আপনি যদিও আপনার ইদানিংকার বয়ানগুলোতে মাদরাসা, উলামা ও আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে নৈকট্য গড়ে তোলার দাওয়াত দিয়েছেন; কিন্তু আপনি আপনার ইতোপূর্বেকার আপত্তিকর কথাগুলো থেকে রুজু বা সেগুলোর অপনোদনের কোনোটাই করেননি।

তৃতীয় বিষয় হলো, আপনার চিঠির সর্বশেষ অংশ ও উপসংহার পরিষ্কার বোঝাচ্ছে যে, আপনি মনে করেন, দারুল উলূম দেওবন্দের এই ফতোয়া (যার পরিপ্রেক্ষিতে এই দীর্ঘ চিঠি পাঠানো হয়েছে) কুধারণা এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত ও এর মারকাযের সঙ্গে অসহযোগিতার মনোভাব থেকে সংকলন করা হয়েছে। আপনার এই ধারণা সম্পূর্ণ অসত্য ও ভুল। কোনো কুধারণার ওপর ভর করে ফতোয়াটি

রচিত হয়নি; বরং শরীয়তের বিধান জানাতেই জারি করা হয়েছে।

আপনার অবশ্যই জানার কথা যে, শরীয়তের পরিভাষায় 'সুয়ে যন/ কু-ধারণা' বলা হয় সেই ধারণাকে, যা কোনো ধরনের আলামত ব্যতিরেকে গড়ে ওঠে। এর বিপরীতে যেই ধারণার পেছনে কোনো আলামত, বা শক্ত চিহ্ন বিরাজ করে, সেই ধারণাকে 'কু-ধারণা' অভিহিত করা ঠিক নয়। যেহেতু দারুল উলূম দেওবন্দের এই ফতোয়া ও অবস্থান আপনার সুস্পষ্ট বক্তব্য ও দ্ব্যর্থহীন বয়ানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, কাজেই সেটিকে 'কু-ধারণা' অভিহিত করাটা নিজেই এক ধরনের কু-ধারণা।

এতদসত্ত্বেও আপনি যেহেতু দেশের একটি গণপরিচিত ইলমি ও দ্বীনি পরিবারের সদস্য, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সঙ্গে আপনি বংশপরম্পরায় সম্পৃক্ত, সেই প্রেক্ষিতে এই ফতোয়ার মাঝে আপনার ব্যাপারে সুধারণার দিকটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে; কিন্তু হায় আফসোস! আপনি সেটাকেও কু-ধারণা অভিহিত করছেন! বাকি রইলো, তাবলীগ জামাতের সঙ্গে দারুল উলূম দেওবন্দের নিঃস্বার্থ কল্যাণকামিতার সম্পর্ক এবং নিজেদের পাঠদান ও পাঠগ্রহণকেন্দ্রিক শতব্যস্ততা সামাল দিয়েও মেহনতের সার্বিক সহায়তার বিষয়টি, তো এটি সারা বিশ্বের কাছে এতোটাই সুস্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে নতুন করে কোনো কিছু বলার প্রয়োজন আমরা বোধ করছি না।

আরেকটি বিষয় হলো, আপনি চিঠির শেষে নোট আকারে লিখেছেন যে, "অধমের বিভিন্ন বয়ানের ওপর যেসব আপত্তি উঠেছে, সেগুলোর ব্যাপারে অধম অল্প-স্বল্প পড়াশুনা সত্ত্বেও যেসব উদ্ধৃতি ও রেফারেন্সবুক ইত্যাদি রয়েছে, সেগুলো আগামীতে পাঠানোর চেষ্টা করা হবে।" আপনার এ কথা থেকে বুঝে আসে যে, আপনি আপনার এই দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমতগুলোকে সঠিক মনে করেন এবং সেগুলোর স্বপক্ষে দলিল সরবরাহ করতে চাচ্ছেন।

আপনার সকাশে এই চিঠি প্রেরণ করার পর চিঠির আদান-প্রদানের দীর্ঘসূত্রিতা এড়ানোর উদ্দেশ্যে আমরা মনে করি, এখন দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সকল দ্বীনি প্রতিষ্ঠান, আহলে ইলম ও উম্মতের দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গের খেদমতে পাঠানো দরকার। যেন তাবলীগ জামাতের এই মুবারক মেহনতকে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার সংমিশ্রণ থেকে বাঁচানো যায় এবং এই মেহনতের উপকারিতা ও উলামায়ে কেরামের মনে এই মেহনতের প্রতি আস্থা ধরে রাখা সম্ভব হয়।

–আবুল কাসেম নু'মানি
৫-৩-১৪৩৮ হি.

[রিসালায়ে সা'আদাতনামাহ, পৃষ্ঠা : ১৫]

মোটকথা, দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ নিরুপায় হয়ে ও সংশোধনের সম্ভাবনা থেকে নিরাশ হয়ে মাওলানার প্রথম চিঠির জবাব লিখে পাঠান এবং দেশ-বিদেশের উলামায়ে কেরামের খেদমতে নিজস্ব অবস্থান এভাবে সুস্পষ্টভাবে মেলে ধরেন যে,

"دار العلوم دیوبند اکابر کی قائم کردہ جماعت تبلیغ کے مبارک کام کو غلط نظریات اور افکار کی آمیزش سے بچانے اور اکابر کے مسلک ومشرب پر قائم رکھنے، نیز جماع کی افادیت اور علمائے حق کے درمیان اُس کے اعتماد کو باقی رکھنے کے لئے اپنا متفقہ موقف اہل مدارس، اہل علم اور امت کے سنجیدہ حضرات کی خدمت میں ارسال کرنا ایک دینی فریضہ سمجھتا ہے، اللہ تعالی اس مبارک جماعت کی ہر طرح حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مسلکا وعملا راہ حق پر قائم رہنے کی توفیق بخشے" آمین۔

আকাবির রহ.-এর প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামাতের মুবারক মেহনতকে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার সংমিশ্রণ থেকে বাঁচাতে এবং আকাবির রহ. এর আদর্শ ও চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে; পাশাপাশি মুবারক জামাতটির সার্বিক উপকারিতা ও হকপন্থী আলেমদের মনে এর প্রতি

আস্থা বহাল রাখার উদ্দেশ্যে দারুল উলুম এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এই সর্বসম্মত অবস্থান সমস্ত মাদরাসার কর্তৃপক্ষের কাছে, উলামায়ে কেরাম ও উম্মাহর দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গের খেদমতে প্রেরণ করা এ সময়ের অন্যতম আবশ্যিক দ্বীনি দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা এই মুবারক জামাতকে সর্বোতভাবে নিরাপদ রাখুন। আমাদের সবাইকে আদর্শ ও আমলের ময়দানে সত্যপথের ওপর অবিচল থাকার তাওফিক দিন। আমিন।

ফতোয়া জারি পর মাওলানা সাদ সাহেবের একটি দুঃখজনক কাজ

ফতোয়া জারি হওয়ার পর মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় দুঃখজনক কাণ্ড প্রকাশ পায়। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ বরাবর যেই চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন, সেটি মারকায নিযামুদ্দিনের পক্ষ থেকে ছাপিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। তিনি মূলতঃ উম্মাতকে এ বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন যে, 'আমার লেখা সঠিক; তারপরও দারুল উলূম দেওবন্দ সেটা গ্রহণ করেনি এবং ফতোয়া ছুড়ে দিয়েছে'।

সাদ সাহেবের দ্বিতীয় চিঠি ও দারুল উলূম দেওবন্দের স্নেহসিক্ত প্রতিক্রিয়া

দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃক 'সর্বসম্মত অবস্থান' ঘোষণার পর মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের কয়েকজন আত্মীয়র তরফ থেকে এ চেষ্টা করা হয় যে, দারুল উলূম দেওবন্দ বরাবর আরেকটি রুজুনামা পাঠানো হোক। তারই ধারাবাহিকতায় প্রথম রুজুনামা থেকে আপত্তিকর কথাগুলো কাট-ছাট করে দ্বিতীয় রুজুনামা নিয়ে হযরত মাওলানা নুরুল হাসান রাশেদ কান্ধলভি কয়েকজন সাথী-সঙ্গী সমেত দারুল উলূম দেওবন্দে হাজির হন।

দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ এই দ্বিতীয় চিঠি পূর্ণ সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং দারুল উলূম দেওবন্দের দায়িত্বশীলগণ সেদিনই একটি মজলিস আয়োজন করে। সেখানে ওই দ্বিতীয় চিঠির ওপর স্বস্তি প্রকাশ করে 'রশিদ' হিসেবে একটি লেখা তৎক্ষণাৎ মাওলানা নুরুল হাসান

সাহেবের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই সময় দারুল উলূমের তরফ থেকে এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত লেখা প্রকাশের অঙ্গীকারও জানানো হয়।

পুরো ঘটনায় সবচেয়ে দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক বিষয়

আমি যদ্দূর জেনেছি, দারুল উলূম কর্তৃপক্ষ পরবর্তীকালে অঙ্গীকার পূরণ করে একটি বিশদ বিবরণ সম্বলিত লেখা তৈরি করে এবং সেই লেখার ওপর দারুল উলূম দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় আসাতিযায়ে কেরাম ও দারুল ইফতার সদস্যদের দস্তখত, ইহতিমাম ও দারুল ইফতার সিলমোহর যুক্ত করে পত্রবাহকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পত্রবাহক চিঠিটি নিয়ে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। কিন্তু... ওই লেখাটি নিযামুদ্দিনে পৌঁছার ঠিক পূর্বমুহূতে দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ এ সংবাদ পান যে, আজকেও নিযামুদ্দিনে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব তার বয়ানে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনাটি পূর্ণ বিবরণ সহকারে পূর্বের মতো রুক্ষ ভাষায় আলোচনা করেছেন; অথচ দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়ায় সবচেয়ে বড় আপত্তি এই ঘটনা সম্পর্কেই জানানো হয়েছিল। কেননা সেই ঘটনায় একজন মহান প্রত্যয়ী রাসূলের সম্মানহানী হচ্ছিল। মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের তরফ থেকে দু-দুটি রুজুনামা দারুল উলূম দেওবন্দে পাঠানোর পরও বিভ্রান্তিকর ঘটনা বর্ণনা করার কারণে শুধু দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষই নন; দেশ-বিদেশের অজস্র সম্মানিত আলেমও প্রচণ্ড বেদনাহত হন। তাদের মনোকষ্ট আমি এখানে শব্দের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে পারব না। পূর্বের মতো আবারও হতাশার চাদরে ঢাকা পড়ে যায় সবগুলো প্রয়াস। ওই দিন মাওলানা সাদ সাহেব তার বয়ানে কী বলেছিলেন, তা সঙ্গত কারণে এখানে পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরছি–

দ্বিতীয় উত্তর প্রেরণের পর মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ান

"دعوت کا چھوٹ جانا یہ امت کی گمراہی کا یقینی سبب ہے، خوب غور سے سننا
میں کیا کہہ رہا، دعوت کا چھوٹ جانا یہ امت کی گمراہی کا یقینی سبب ہے، دعوت کا
چھوٹ جانا یہ امت کی گمراہی کا یقینی سبب ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کہ دعوت الی

اللہ کا چھوٹ جانا یہ گمراہی کا سبب ہے؛ بلکہ یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ موسی علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی رضا اور اُس کو خوش کرنے کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر تنہا عبادت میں مشغول ہو گئے اور قوم پیچھے رہ گئی، قوم پیچھے رہ گئی، اللہ تعالی نے پوچھا: "ما اعجلک عو قومک یا موسی"، اے موسی، تمہیں جلدی میں کس نے ڈال دیا، موسی علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے جلدی آگئے بڑھ گیا، دھیان سے سننا بات، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسی! ہم نے تمھارے پیچھے قوم کو فتنے اور آزمائش میں ڈال دیا، علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہوئی کہ موسی علیہ السلام بجائے قوم کو ساتھ لے کر آنے کے قوم کو چھوڑ کر آگئے، چالیس رات موسی علیہ السلام نے عبادت میں گذاری، اللہ کی شان کہ چھ لاکھ بنی اسرائیل جو سب کے سب ہدایت پر تھے، **چالیس دن موسی علیہ لسلام نے دعوت الی اللہ کا کام نہیں کیا، میں یہ بات ضجو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں، صرف چالیس رات موسی علیہ السلام نے دعوت الی اللہ کا عمل نہیں کیا، چالیس رات موسی علیہ السلام عبادت میں مشغول رہے**، اس چالیس رات کے عرصے میں پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت پر جمع ہو گئے، اُن سب نے یہ کہا کہ ہم سب بچھڑے کی عبادت کرتے رہیں گے، جب تک موسی علیہ السلام واپس نہیں آئیں، صرف بارہ ہزار بنی اسرائیل ہدایت پر رہے، باقی بچھڑے کی عبادت پر جمع ہو گئے"۔اھ۔

দাওয়াত ছেড়ে দেওয়াই উম্মাহর গুমরাহির নিশ্চিত কারণ। আমার কথাগুলো পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শোনো। দাওয়াত ছেড়ে দেওয়াই উম্মাহর গুমরাহির নিশ্চিত কারণ। দাওয়াত ছেড়ে দেওয়াই উম্মাহর গুমরাহির নিশ্চিত কারণ। উলামায়ে

কেরাম লিখেছেন, দাওয়াত ছেড়ে দেওয়াই উম্মাহর গুমরাহির নিশ্চিত কারণ। এমনকি মুফাসসিরিন এ কথা পর্যন্ত লিখেছেন যে, মুসা আলাইহিস সালাম স্বজাতিকে ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যে নিভৃতে ইবাদতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। পুরো জাতিকে পেছনে ফেলে চলে যান। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى *-হে মুসা, কী কারণে তুমি এতো তাড়াহুড়া করলে? উত্তরে মুসা আলাইহিস সালাম নিবেদন করেন, তারা পেছনে রয়ে গেছে। আমি আপনাকে রাজি করার জন্যে এগিয়ে এসেছি। (মনোযোগ সহকারে কথাটি শুনবেন) আল্লাহ বলেন, হে মুসা, আমি তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার জাতিকে ফেতনা ও পরীক্ষায় ফেলেছি।*

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এর কারণ হলো, মুসা আলাইহিস সালাম জাতিকে সঙ্গে না এনে জাতিকে ছেড়ে একাকী চলে এসেছিলেন। ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। আল্লাহর কুদরত দেখুন, ৬ লক্ষ বনি ইসরাঈল —যারা সবাই হিদায়াতের ওপর ছিল— তাদের মধ্য হতে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈল মাত্র চল্লিশ রাতের ছোট্ট সময়ের ভেতর গুমরাহ হয়ে যায়। শুধু ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াহ ইলাল্লাহর কাজ করেননি। (আমি এ কথা বুঝে-শুনে বলছি যে,) শুধু ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াতের আমল করেননি, ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। এই ৪০ রাতের ভেতর ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈলের সবাই সদলবলে বাছুরের ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যায়।...'

একজন মহান প্রত্যয়ী নবীর ওপর 'দাওয়াত ত্যাগ করার অপবাদ' ছুড়ে দেওয়ার শারঈ বিধান কী, তা নিশ্চয়ই উলামায়ে কেরাম ও মুফতিগণের অজানা নয়; এ কারণেই সম্ভবত জবাবি চিঠিতে এ বাক্যটি লেখা হয়েছিল–

"بایں ہمہ چونکہ آپ ملک کے ایک نہایت معروف علمی ودینی خاندان کے ایک فرد ہیں، پھر دعوت و تبلیغ کی آپ سے پشتینی وابستگی ہے، اس کے پیش نظر اس فتوی میں آنجناب کے ساتھ حسن ظن کے پہلو کو راجح رکھا گیا ہے"۔

এতদসত্ত্বেও আপনি যেহেতু দেশের একটি গণপরিচিত ইলমি ও দ্বীনি পরিবারের সদস্য, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সঙ্গে আপনি বংশপরম্পরায় সম্পৃক্ত, সেই প্রেক্ষিতে এই ফতোয়ার মাঝে আপনার ব্যাপারে সুধারণার দিকটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

রুজুনামা নিয়ে ধোঁয়াশা

দ্বিতীয় রুজুনামা প্রেরণের পরপরই মাওলানার মুখে আবারও একই ধরনের বিভ্রান্তিকর কথাবার্তার পুনউচ্চারণের ফলে তার নামে প্রেরীত পূর্বের 'রুজুনামা'-এর সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। যেখান থেকে এ ফলাফল বেরিয়ে আসে যে, তিনি হয়তো দারুল উলূম দেওবন্দের 'সর্বসম্মত অবস্থান' পড়েননি, অথবা পূর্বের ধারাবাহিকতায় তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের এই লিখিত বিবৃতিকে আমলে নেননি। যদি তিনি পড়ে থাকেন, আর এরপর দ্বিতীয়বারের মতো রুজুনামা পাঠানোর পরও পূর্বের মত বিভ্রান্তিকর কথা পুনরায় বয়ানের মাঝে উচ্চারণ করেন তাহলে এর অর্থ হলো, 'মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যের ওপর অটল-অবিচল রয়েছেন এবং রুজুনামা নামে যেই লেখাগুলো লেখা হচ্ছে, এটি মূলত তাবলীগি ঘরানার কয়েকজন আলেমের নিজস্ব উদ্যোগ।' এটি আমাদের দলিলনির্ভর অনুমান মাত্র। প্রকৃত বাস্তবতা আল্লামুল গুয়ুব আল্লাহ তাআলাই জানেন।

আরেকটি দুঃখজনক বিষয়

আমার এমন ধারণার পেছনে কারণ রয়েছে। মাওলানা সাদ সাহেবের একজন নিকটাত্মীয়র মুখ থেকে এ ধরনের একটি মন্তব্য আমার কানে এসেছে। যেখানে তিনি বলেছেন,

دراصل فتوی کے اثرات کو ختم کرنے کی ایک ہی شکل ہے کہ جس سطح پر فتوی

جاری ہوا ہے، اسی سطح پر رجوع نامہ کی اصطلاح عوام میں عام کردی جائے اور دار العلوم دیوبند کی طرف سے اطمینان کی تحریر شائع کرائی جائے۔ باقی مولانا کی باتیں بالکل صحیح ہیں، جس کا جواب ہم لوگ دیں گے۔ (إنا للهِ وإنا إليه راجعون)

'ফতোয়ার প্রভাব মুছে ফেলার একটাই পদ্ধতি। সেটি হলো, যেই পদ্ধতিতে ফতোয়া জারি হয়েছে, একই পদ্ধতিতে 'রুজুনামা'-এর পরিভাষা জনগণের মাঝে ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই রুজুনামার ওপর দারুল উলূম দেওবন্দ স্বস্তি প্রকাশ করেছে, এ কথাও লিখিত আকারে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। বাকি রইল মাওলানা সাদ সাহেবের বক্তব্যগুলো, সেগুলো শতভাগ শুদ্ধ। তার তরফ থেকে আমরাই সব আপত্তির জবাব দেব। [ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন]।

এমন পরিস্থিতি দেখে দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ তাদের বিশদ বিবরণ সম্বলিত লেখাটি মাঝপথ থেকেই ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

এখন আপনারাই বলুন, 'সাদ সাহেবের দ্বিতীয় চিঠির উত্তরে দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃক প্রথমে সংক্ষিপ্ত লেখা প্রেরণ করা এবং এরপর বিশদ বিবরণ যুক্ত করে আরেকটি লেখা তৈরি করে, পূর্বের রুজুনামার ওপর স্বস্তি প্রকাশ করে, নিযামুদ্দিনের উদ্দেশে প্রেরণ করার এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া দেখার পরও এই অভিযোগ তোলা কি সঠিক হবে যে, দারুল উলূম দেওবন্দ তাবলীগের বিবাদমান দুটি পক্ষের মধ্য হতে একটি পক্ষকে শক্তি যোগাতেই এই 'সর্বসম্মত অবস্থান' জারি করেছিল?

তাবলীগি ঘরানার কিছু আলেমের আরেকটি দুঃখজনক কাণ্ড

সাদ সাহেবের দ্বিতীয় রুজুনামা প্রসঙ্গে তাবলীগি ঘরানার একজন আলেমের বয়ানের ক্লিপ হোয়াটস-অ্যাপে শুনতে পেয়েছি। মহারাষ্ট্রের এক এলাকায় বয়ান করার সময় তিনি বলেছেন,

موصوف عوام کو سمجھا رہے ہیں کہ دوسرے رجوع نامے کے بعد اطمینان کی تحریر دارالعلوم کی طرف سے بھیج دی گئی تھی؛ لیکن درمیان کے لوگوں نے اُس کو رکوادیا، پھر درمیان کے لوگوں کو موصوف اپنے تبصرے سے نواز رہے ہیں۔

'হযরত জনগণকে এ কথা বোঝাচ্ছেন যে, দ্বিতীয় রুজুনামা প্রেরণের পর দারুল উলূম দেওবন্দের পক্ষ থেকে স্বস্তি প্রকাশ করে একটি লেখা পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু মাঝখান থেকে কিছু লোক সেই লেখা স্থগিত করে রেখে দিয়েছে। এজন্যে হযরত সেই মাঝখানের লোকদেরকে সম্বোধন করে মন্তব্য করছেন।'

তাদের শ্রদ্ধার এই দূরাবস্থা দেখে আমার তাজ্জব লাগছে। কীভাবে তারা দারুল উলূম দেওবন্দের লেখা প্রত্যাহার করার ওপর প্রশ্ন তুলছে! এবং উম্মাহর সামনে সেই কাজটিকে প্রশ্নবিদ্ধ বানিয়ে পেশ করছে! কীভাবে তারা সরলমনা জনগণকে বয়ান করে এ কথা বোঝাচ্ছে যে, দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ আসলে একান্তই দুর্বল, স্বল্পবোধসম্পন্ন, অপরিণত, অদূরদর্শী, প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবসম্পন্ন ও নিষ্ঠাশূন্য। নয়তো কি আর তারা মাঝখানের লোকদের খপ্পরে পড়তো!

অথচ মাওলানা সাদ সাহেব দু'-দু'বার রুজুনামা পাঠানোর পরও আগের মতোই বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন, সে সম্পর্কে তাদের ঠোঁটে একটি কথাও উঠছে না! তাদের নির্বুদ্ধিতার এমন চিত্র থেকে আমি স্তব্ধ। একের পর এক বিভ্রান্তিকর বয়ান পেশকারীকে সমর্থন যোগিয়ে যাওয়া কি অন্ধ শ্রদ্ধা নয়! তৃতীয় পক্ষের এমন আচরণ কখনই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না।

সাদ সাহেবের তৃতীয় দুঃখজনক চিঠি ও দারুল উলূম দেওবন্দের উত্তর

সাদ সাহেবের মুখে পুনরায় বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের উচ্চারণ দেখার পরও দারুল উলূম দেওবন্দ দীর্ঘ সময় মৌনতা অবলম্বন করে। কিন্তু বাংলাদেশের ইজতিমায় যোগদানের পূর্বে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের তরফ থেকে তৃতীয় আরেকটি চিঠি দারুল উলূম দেওবন্দের হাতে আসে। সেই চিঠি পড়ে আমার মনে হলো, এই চিঠি পূর্বের চিঠির চেয়েও অধিক দুঃখজনক ও বেদনায়দায়ক। চিঠির কিছু বিবরণ নিম্নে তুলে ধরছি–

১.

তিনি মুহতামিম সাহেবকে সম্বোধন করে রুজুনামা শুরু করেছেন এভাবে–

" آنجناب نے بندے کے چند مختلف بیانات کو قابل اعتراض قرار دیتے ہوئے جو تحریر مرتب فرمائی تھی، جسے عوام میں فتوی کا نام بھی دیا گیا"

'আপনি এ বান্দার কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন বয়ানকে আপত্তিকর অভিহিত করে যেই চিঠি সংকলন করেছিলেন, সেটিকে জনগণের মাঝে 'ফতোয়া' নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

অথচ ওই 'সর্বসম্মত অবস্থান' এর ওপর দারুল উলূম দেওবন্দের সমস্ত মুফতির দস্তখত রয়েছে। দারুল ইফতার সিলমহরও সাঁটা ছিল। সেই লেখাটিকে 'জনগণের মাঝে ফতোয়া নামে চালিয়ে দেওয়া' বাক্য বলে দারুল উলূম দেওবন্দকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে।

২.

চিঠির শুরুর কয়েক লাইন পর এ বাক্য রয়েছে–

"آپ کی تحریر میں کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو درحقیقت سلف کے مفسرین کے ایسے کلام سے ماخوذ تھیں جو شاید معترض حضرات کی نظر سے نہیں گذرا....

'আপনার লেখার মাঝে এমন কিছু কথাও রয়েছে, যেগুলো মূলত পূর্বসূরী মুফাসসিরদের এমন কিতাব থেকে চয়িত, যেই কিতাবগুলো সম্ভবত আপত্তি উপস্থাপনকারী হযরতগণের ইতোপূর্বে দেখার সুযোগ হয়নি।'

৩.

এর কয়েক লাইন পরেই লিখেছেন,

میں اپنے بیانات سے رجوع کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ تفسیر بالرائے تھی؛ بلکہ اس لیے کہ وہ مرجوح تھی۔۔۔۔ (بلفظہ)

'আমি আমার এ ধরনের বয়ান থেকে রুজু করছি। তবে এ জন্যে রুজু করছি না যে, সেগুলো মনগড়া তাফসির ছিল; বরং এজন্যে রুজু করছি যে, সেগুলো 'মারজুহ' অপ্রণিধানযোগ্য ছিল।' [হুবহু এ বাক্যেই তিনি লিখেছেন]

এই দু' বাক্যে তিনি প্রথমত তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষকে আপত্তিকারী সাব্যস্ত করেছেন। এরপর তাঁদের জ্ঞানস্বল্পতাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। এ বাক্যে তিনি দারুল ইফতার মুফতিগণ ও দারুল উলূম দেওবন্দের আসাতিযায়ে কেরামের এতোটাই কটাক্ষ করেছেন যে, তাবলীগের ইতিহাসে এর মতো আরেকটি ঘটনার নজির নেই। পরবর্তী বাক্যে তিনি রুজু করার সময়ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন এবং নিজের জ্ঞানের বহর উপস্থাপন করেছেন। অথচ তিনি অবস্থান করছেন তাবলীগের প্রাণকেন্দ্রের সেই জায়গাটিতে, যেখান থেকে দারুল উলূম দেওবন্দের কোনো লেখার জবাব দেওয়াকেও এতোদিন উসুলপরিপন্থী মনে করা হতো এবং বিনাবাক্যব্যয়ে মাথা পেতে মেনে নেওয়া হতো। বলুন, এমন কটাক্ষভরা লেখাকে কি রুজু বলে? রুজুর এই পদ্ধতিও কি সাহাবায়ে কেরাম রাদি.-এর সীরাত থেকে আহরিত? আমাদের আকাবির হযরাত কি এই তরিকায় রুজু করতেন?

বাস্তবতা হলো, তিনি যে কথাটিকে মহান সালাফের কিতাব থেকে আহরিত দাবি করেছেন, এবং যার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে, এগুলো আপত্তিকারীদের ইতোপূর্বে দেখার সুযোগ হয়নি, সেই কথাটি আদৌ

অতীতের কোনো মুফাসসির বলেননি। বলুন, কোনো মুফাসসির কি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কুরআন কারিমের ওই আয়াতের তাফসিরে এই অপবাদ আরোপ করেছেন যে,

'শুধু ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াহ ইলাল্লাহর কাজ করেননি। শুধু ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াতের আমল করেননি, ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম ইবাদতে মগ্ন ছিলেন।'

কোনো মুফাসসির কি হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ওপর দাওয়াত ছেড়ে দেওয়ার অপবাদ আরোপ করেছেন? কেউ কি এ পর্যায়ে এসে দাওয়াত ও ইবাদতকে দু' পাল্লায় রেখে পরস্পরে তুলনা করেছেন? হ্যাঁ, জাতিকে ছেড়ে দ্রুত চলে আসার কারণে এ কথাটি আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেছিলেন, এমন কথা কিছু কিছু তাফসিরগ্রন্থে এসেছে; কিন্তু সেটি নেহায়েত মারজুহ বা অপ্রণিধানযোগ্য। মুসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে দাওয়াতের মেহনত ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ এবং দাওয়াত ও ইবাদতের মাঝে পারস্পরিক তুলনার কথাটি যদি একজন মুফাসসিরের লেখার মাঝেও পান তাহলে অবশ্যই আমাকে অবহিত করবেন।

তাফসির বির রায় বা কুরআনের নিজস্ব মনগড়া ব্যাখ্যা শুরু হয় এভাবেই যে, প্রথমে একটি কল্পিত বক্তব্য দাঁড় করাবে। এরপর কুরআন কারিমের আয়াত ধরে-বেঁধে এনে তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে সেখান থেকে ফলাফল বের করে আনার কসরত করবে।

৪.

তৃতীয় রুজুনামাকে দ্বিতীয় রুজুনামার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এ কথা বলে যে, দ্বিতীয় রুজুনামাটি সংক্ষিপ্ত ছিল। এখন তৃতীয় রুজুনামার মাঝে বিষয়টিকে বিশদ ব্যাখ্যাকারে খোলাসা করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সবাইকে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, দেখুন, আমরা সংক্ষিপ্ত ও বিশদ ব্যাখ্যাসম্বলিত— দু' ধরনের রুজুনামা-ই পাঠিয়ে নিজ যিম্মাদারি আদায় করেছি। তাজ্জবের বিষয় হলো, দ্বিতীয় রুজুনামা পাঠানোর পর দারুল উলূম দেওবন্দের তরফ থেকে যেই

সংক্ষিপ্ত ও বিশদ ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ দুটি লেখা পাঠানো হয়েছে এবং নিযামুদ্দিন মারকাযে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনার পুনবয়ান সম্পর্কে হৃদয়ের যেই ব্যথা-বেদনা তুলে ধরা হয়েছে, সেই বিষয়গুলো তৃতীয় রুজুনামার মাঝে বেমালুম চেপে যাওয়া হয়েছে। এমন দুঃখজনক কাণ্ডের ওপর ন্যূনতম অনুভূতিও প্রকাশ করা হয়নি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

৫.

মোবাইলের সাহায্যে কুরআন পড়া ও শোনা বেয়াদবি। এই বিধান তিনি নিজস্ব অভিমত হিসেবে পেশ করেছেন এবং দাবি করেছেন, তার এই অভিমতের স্বপক্ষে আরো কিছু আলেমের অভিমতও রয়েছে; অথচ কারা সেই আলেম, সে কথা তিনি স্পষ্ট করেননি। নামাযের বিষয়টিকেও তিনি এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। এর ওপর ভিত্তি করে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দকে একটি মূল্যবান (?) পরামর্শ দিয়ে ধন্য করেছেন। তা হলো,

> *"কোনো বিষয়ে যদি সমকালীন আলেমদের অভিমত ভিন্ন-ভিন্ন হয় তাহলে সে বিষয়টিকে যেমন জনগণের সামনে কঠোরতার সঙ্গে বয়ান করা সঠিক নয়, তদ্রূপ কেউ যদি এক্ষেত্রে কোনো সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করে তাহলে তার সেই অবস্থানকে আমলে নিয়ে তাকে গুমরাহ বা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ থেকে বহিস্কার করাও সঠিক হতে পারে না।"*

এ বাক্যে তিনি নিজের অভিমতকে সতর্ক পদক্ষেপ দাবি করেছেন আর অন্যসকল আলেমের অভিমতকে কল্পনাপ্রসূত পদক্ষেপ অভিহিত করে সেখান থেকে ভুল কল্পচিত্র বের করে দারুল উলূম দেওবন্দের মুরুব্বিদেরকে উল্টো পরামর্শ দিয়ে চলেছেন। আমি যতটুকু ইতিহাস জানি, তাবলীগের অতীতের তিন মুরুব্বির যুগে এ ধরনের কোনো আচরণ কেউ দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে করেনি।

বলুন, দারুল উলূম দেওবন্দ কি হযরত মাওলানা সাদ সাহেবকে অকাট্য গুমরাহ ও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ থেকে খারিজ অভিহিত করেছে?

দারুল উলূম দেওবন্দের 'সর্বসম্মত অবস্থান' এর সতর্ক বাক্যগুলোর ওপর আমরা আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিই। যেখানে এসেছে,

> "ہم ان معروضات کی روشنی میں امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بناء پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن وحدیث کی تشریحات میں جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے راستے سے ہٹتے جارہے ہیں؛ جو بلاشبہ گمراہی کا راستہ ہے۔
>
> *'এ কারণে আমরা উপরের কথাগুলোর আলোকে মুসলিম উম্মাহ বিশেষত সাধারণ তাবলীগি ভাইদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা নিজেদের দ্বীনি দায়িত্ব মনে করছি যে, মৌলভি মুহাম্মদ সাদ সাহেব তার জ্ঞানস্বল্পতার কারণে নিজ মতাদর্শ ও চিন্তাধারার মাঝে, কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যাকালে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআর পথ থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছেন। যা নিঃসন্দেহে গুমরাহির পথ।'*

উপরোক্ত বাক্য থেকে কি এ কথা স্পষ্ট হয় না যে, দারুল উলূম দেওবন্দ তার ওপর দ্ব্যর্থহীন গুমরাহের তকমা আরোপ করেনি। বরং এর স্থলে সেখানে এ অভিব্যক্তি গ্রহণ করেছে–

> جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے راستے سے ہٹتے جارہے ہیں
>
> *'আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআর পথ থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছেন।'*

দারুল উলূম দেওবন্দ মাওলানা সাদ সাহেবকে 'গুমরাহ' লেখেনি; বরং জমহুরের রাস্তার বিপরীতে অন্য রাস্তা গ্রহণ করাকে গুমরাহির রাস্তা অভিহিত করেছে। বলুন, দারুল উলূম দেওবন্দের এই অবস্থান কি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান নয়? তারপরও কেন সেটিকে বিদ্রূপাত্মক বাক্যে মুকাবিলা করা হচ্ছে!

আমরা এতোক্ষণ মাওলানা সাদ সাহেবের তৃতীয় জবাবি চিঠি সম্পর্কে যেই নিরীক্ষণগুলো পেশ করলাম, তার পুরোটাই সত্য ও বাস্তবাশ্রিত। সম্ভবত এ কারণেই তৃতীয় চিঠির জবাবে দারুল উলূম দেওবন্দ এ কথাগুলো লিখেছিল,

'এখন মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের পক্ষ থেকে ১০ রবিউস সানি ১৪৩৮ তারিখে রুজু (মতপ্রত্যাহার) শিরোনামে একটি নতুন লেখা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। লেখার সবগুলো কথা ও বিবরণের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি না।'

যার অর্থ হলো, তৃতীয় রুজুনামার ওপর দারুল উলূম দেওবন্দ কখনই আশ্বস্ত হতে পারেনি। কেন আশ্বস্ত হতে পারেনি, সেই কারণগুলো আরেকবার বলতে গেলে কাহিনী শুধু প্রলম্বিত হতে থাকবে; অথচ সেখান থেকে কোনো ফলাফল বা পরিণতি বেরুবে না। কাজেই যেহেতু পূর্বের লেখাগুলোর মাধ্যমে প্রকৃত বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং দারুল উলূম দেওবন্দ নিজের দ্বীনি দায়িত্ব আদায় করে ফেলেছে, এজন্যে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের তরফ থেকে তথাকথিত রুজুনামা চলে আসার পর দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ মাওলানার তৃতীয় জবাবি চিঠি ও দারুল উলূমের উত্তর প্রকাশ করে দেয়। ওই সময় তারা প্রতিনিধিদলকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, 'আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া শেষ হয়ে গেছে। এখন উম্মাহর হকপন্থী উলামায়ে কেরাম ও বিবেকবান ব্যক্তিবর্গ নিজেরাই দু' দলের লেখাগুলো পড়ে প্রকৃত বাস্তবতা জেনে নিক।'

মাওলানা সালমান মাযাহেরির নামে প্রচারিত একটি চিঠির সংক্ষিপ্ত শারঈ নিরীক্ষণ

বিগত কয়েক মাস ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক ধরনের লেখাই ভেসে বেড়াচ্ছে। আমি এগুলোকে শিশুসুলভ, আবেগনির্ভর ও ব্যক্তিগত টানাপড়েনপ্রসূত কথা চালাচালি মনে করে সেগুলোর কোনো নিরীক্ষণ করতে যাইনি। কারণ, আমার দৃষ্টিতে এ কাজ সময়ের অপচয় বৈ কী। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন আমার সামনে এমন একটি লেখা আসে, যার মাঝে মাওলানা মুহাম্মদ সালমান মাযাহেরি সাহেবের নামের বরাত দিয়ে দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থানের বিরুদ্ধে কিছু জবাবি কথা লেখা রয়েছে। সেই লেখার কিছু কিছু বাক্য পড়ে আমার মনে হয়েছে, জবাবি এ লেখাটি মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর ও জামিয়া আরাবিয়া হাতুড়াবান্ধার দু'জন উসতায কয়েকজন তাবলীগি আলেমের সহায়তায় তৈরি করেছে। জবাবের শুরুতে সেদিকে ইঙ্গিতও করা হয়েছে। এ লেখার বাইরে এমন আরো কিছু লেখাও সামনে এসেছে যেখানে দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ করে কিছু অপবাদ ও অভিযোগ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হলো, এখন সঠিক বাস্তবতা উম্মাহর সামনে মেলে ধরা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি এ সময়ে ওই জবাবি লেখার বিশদ নিরীক্ষণ করতে চাচ্ছি না। সংক্ষেপে শুধু এতটুকু নিবেদন করছি যে, ওই জবাবি পত্রের মাঝে ইলমি খিয়ানত [জ্ঞানগত অসততা]-এর প্রকাশ ঘটেছে। প্রবল ধারণা হচ্ছে, সেখানে এমনটি ঘটেছে। আমি নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি। ইনশাআল্লাহ, সময় পেলে অন্য কোনো বইয়ে বিশদ বিবরণ তুলে ধরব।

১.

ওই জবাবের মাঝে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে মুফাসসিরিনে কেরামের সহিহ অভিমতকে 'মারজুহ' (অপ্রণিধানযোগ্য)

অভিহিত করা হয়েছে। এটা ইলমি খিয়ানত। লেখার ভাষ্য পড়ে বুঝে আসছে যে, লেখক ইচ্ছাকৃতভাবেই সঠিক বক্তব্য এড়িয়ে গেছেন। তাবলীগি ঘরানার কিছু আলেমের কাছ থেকে আমি তাদের এ কানাঘুষাও শুনতে পেয়েছি যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানের সমস্যাগুলো এপাশ-ওপাশ করিয়ে কোনোমতে বের করে নিতে পারব; মাওলানার পক্ষে আরবি কিতাবের ভাষ্য উপস্থাপন করতে পারব; কিন্তু মাওলানা সাদ সাহেবের বাকি বয়ানগুলোর ব্যাপারে কী করব?

এ বিষয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের উসতায মাওলানা হাবিবুর রহমান আ'যমি সাহেবের স্বতন্ত্র পুস্তিকা রয়েছে।[১] আপনারা তা পড়ে নিন। এ কারণে এ বিষয়ে নতুন করে কোনো কথা লেখার প্রয়োজন অনুভব করছি না।

২.

সেই জবাবি পত্রে বেলায়াত ও নবুওয়াতের কার্যপদ্ধতির মাঝে ফারাক করে তাফসিরে মাযহারির ইবারত পেশ করা হয়েছে। এখানেও অনেক বড় ইলমি খিয়ানত হয়েছে। এ কাজটি সাধারণত গুমরাহ ফেরকার লোকেরা করে থাকে। প্রথমে জবাবি লেখার ইবারত পড়ুন। সেখানে আছে—

قالوا مقتضى الولاية الاستغراق والتوجه إلى الله سبحانه ومقتضى النبوة التوجه إلى الخلق والتحقيق ما حقق المجدد للالف الثاني رحمة الله عليه أن النبوة هي الأفضل من الولاية بل التوجه الى الخلق لمّا كان بإذن الله وعلى حسب امره ومرضاته فهو أيضا في المعنى توجه إلى الله سبحانه .

[১]. যা বাংলায় 'মাওলানা সাদ সাহেবের একটি বিতর্কিত তাফসির [তাবলীগ : ৪] নামে প্রকাশিত হয়েছে। –অনুবাদক

এখন তাফসিরে মাযহারির এ লেখাটিও পড়ুন, যা সুকৌশলে এড়ানো হয়েছে নিজের পক্ষে দলিলবাজি বহাল রাখার উদ্দেশ্যে—

ومن هاهنا قال بعض الصوفية الولاية أفضل من النبوة وفسر بعضهم هذا القول بان ولاية النبي أفضل من نبوّته قالوا مقتضي الولاية الاستغراق والتوجه إلى الله سبحانه..... الخ.

তাফসিরে মাযহারির লেখাটির অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার, স্বচ্ছ ও ধূলোমুক্ত। সেখানে এ কথা বলা হয়েছে যে, নবীর মাঝে দুটি গুণ থাকে। একটি হলো, নবীওয়ালা সিফাত। অপরটি হলো, বিলায়াতওয়ালা সিফাত। এ দু' সিফাতের মধ্য হতে নবীর ভেতরের নবীওয়ালা সিফাতটি বিলায়াতওয়ালা সিফাত থেকে উত্তম। কাজেই এ লেখাটির প্রতিপাদ্য হলো, এক নবীর মাঝে বিদ্যমান দু'টি গুণের মধ্য হতে কোনটি উত্তম, সেটা জানিয়ে দেওয়া। কিন্তু জবাবি লেখাটির লেখক মাওলানা সাদ সাহেবের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে জবাব দিতে গিয়ে তাফসিরে মাযহারির উপর্যুক্ত লেখাটির সেই প্রাথমিক অংশ কেটে ফেলে দিয়েছেন, যেখানে লেখার প্রকৃত প্রতিপাদ্য জানানো হয়েছিল। যার ফলে জবাবি লেখকের দলিলবাজি পূর্ণতা পায়নি। লেখক দুঃখজনকভাবে বর্তমান যুগে দাওয়াতের বিশেষ পদ্ধতিকে নববি পদ্ধতিতে উঠিয়ে এনেছেন এবং এই বিশেষ পদ্ধতির বাইরে দাওয়াতের বাকি যত পদ্ধতি আছে, সেগুলোকে বিলায়াতের কার্যপদ্ধতি ঠাওরেছেন। এরপর সেটিকে তাফসিরে মাযহারির আলোচিত লেখার প্রতিপাদ্য সাব্যস্ত করেছেন। এখানেই থেমে যাননি, এরপর তিনি হযরত থানভি রহ. ও হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ.-এর বিভিন্ন মন্তব্য থেকে দলিলবাজি করে আবেগতাড়িত হয়ে এ কথাও লিখেছেন যে, 'আজ নববি তরিকাকে উত্তম অভিহিত করা; এমনকি উম্মতকে ঝেড়ে-মুছে সেদিকে নিয়ে আসা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি।'

জবাবি লেখার লেখকের সবগুলো কথার সারমর্ম দাঁড়াচ্ছে, দাওয়াত ও তাবলীগের বর্তমান পদ্ধতি হলো নববি পদ্ধতি। আর আউলিয়ায়ে

কেরামের তরিকা নবুওয়াতের পদ্ধতি নয়। এটি হলো বিলায়াতের পদ্ধতি। আর নববি পদ্ধতি বেলায়াতি পদ্ধতি থেকে উত্তম।

তার বিশ্লেষণ অনুসারে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি ও হযরত থানভি রহ. —যাদের কথাকে তিনি নিজেই দলিল হিসেবে পেশ করেছেন— তাঁরাও নববি পদ্ধতি অবলম্বন না করার দোষে দুষ্ট।

বলুন, কোনো বুযুর্গ সম্পর্কে এ ধরনের কল্পনা কি আসতে পারে যে, তাঁরা নববি পদ্ধতি অবলম্বন করেননি? তাঁরা দাওয়াতের নবীসুলভ পদ্ধতি ছেড়ে দিয়েছেন?

তার এ ধরনের জবাব আমাদের সকল আকাবির ও মাশায়েখের সুবিশাল ও সুবিস্তৃত মূল্যবান অবদানের ওপর দাগ ফেলে। তাদের সবার দাওয়াতি আন্দোলন 'বিলায়াতি পদ্ধতি'-এর ঘরাণাভুক্ত হয়ে 'অনুত্তম' সাব্যস্ত হচ্ছে।

৩.

এর বাইরে সেই জবাবি লেখার অনেকগুলো স্থানে ভুল বক্তব্যও উঠে এসেছে। কিছু কিছু স্থানে তাত্ত্বিক নিরীক্ষণ না করে উকিলসুলভ বাকচাতুর্য্যের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু স্থানে প্রকৃত জবাব এড়িয়ে গোঁজামিলের পথ অবলম্বন করা হয়েছে।

৪.

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে কিছু কিছু তাবলীগি আলেম যেসব হাদিস বলে বেড়ায়, সেগুলোকে পুঁজি করে ওই জবাবি বইটির লেখক যেভাবে বাগাড়ম্বর করেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে আমি কোনো বিশদ নিরীক্ষণে যাচ্ছি না। আমি সেই তথাকথিত হাদিসবিশেষজ্ঞকে শুধু এতটুকুই বলব যে, আল্লাহর ওয়াস্তে সেই হাদিসগুলো সম্পর্কে আরেকটু পড়াশুনা করুন। এক্ষেত্রে উসুলে হাদিস ও উসুলে তাফসিরের শাস্ত্রগুলোতে যে কথাগুলো রয়েছে, সেগুলো নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে পড়ুন। আমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকছে যে, তারা কেন এ সম্পর্কে হযরত থানভি রহ.-এর 'তাফসিরে বয়ানুল কুরআন' পড়ে দেখেনি!? তারা কি হযরত থানভি রহ.-এর তাফসিরগ্রন্থকে 'তাফসিরে মাসুর পরিপন্থী' মনে করে?! হযরত থানভি

রহ.-এর এই তাফরিসগ্রন্থ কি তাদের বক্তব্যানুসারে মহান পূর্বসূরিদের সর্বসম্মত, কুরআন কারিমের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে প্রমাণিত তাফসিরে মাসুর ত্যাগ করে রচিত ইসলামের নয়া তাফসির?! হায় আফসোস!

৫.

'মাওলানা সাদ সাহেব প্রত্যেক মুসলিমের ওপর কুরআন বুঝে পড়া ওয়াজিব' সাব্যস্ত করে যে কথাটি বলেছিলেন, সে সম্পর্কে ওই জবাবি পত্রে লেখা আছে—

> مولانا نے وجوب کے قول سے رجوع کر لیا ہے؛ البتہ مولانا کی شدت اُن تبلیغی احباب پر نکیر ہے جو غلط فہمی سے اپنی اپنی مساجد میں تفسیر کی مخالفت کر بیٹھے اور حلقات تفسیر یہ کو اس کام کے منافی خیال کیا۔
>
> *'মাওলানা 'ওয়াজিব' এর পূর্ববক্তব্য প্রত্যাহার করেছেন; অবশ্য মাওলানা সেই কথাটি বলেছেন সেসকল তাবলীগি সাথী-সঙ্গীর অবস্থানের প্রতিবাদ করে, যারা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের মহল্লার মসজিদে তাফসিরের বিরোধিতা করে থাকেন এবং তাফসিরি মজলিস আয়োজন করাকে তাবলীগের মেহনতের পরিপন্থী মনে করে থাকেন।'*

তাবলীগের সাথী-সঙ্গীগণ, যারা নিজ কানে মাওলানার মুখ থেকে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বয়ান শুনেছেন, তারা খুব ভালো ভাবেই জানেন যে, কথাগুলো মাওলানা কী উদ্দেশ্যে বলেছিলেন? তিনি কি প্রত্যেক মুসলমানকে কুরআন কারিমের তরজমা দেখে আল্লাহর কালামের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দিয়ে বলেছিলেন, না উলামায়ে কেরামের তাফসিরের মজলিস থেকে উপকার গ্রহণের প্রতি সবার মনোযোগ কামনা করেছেন? আমি দেশ-বিদেশের সকল মুফাসসিরের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, বিগত সাত-আট বছরে তাবলীগি মজলিসগুলোতে তাফসিরের আসর আয়োজনের প্রবণতা বেড়েছে, না কমেছে, না উল্টো তাফসিরের আসর বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে? (এ ব্যাপারে আমাকে অবশ্যই অবহিত করবেন। হতে পারে, আমি নিজেই বুঝতে ভুল করেছি।)

এমন সাধারণ মুসলমান— যারা কুরআন কারিমের শব্দগুলোও ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারে না, তাদেরকে কি বাংলাওয়ালি মসজিদ থেকে প্রচণ্ড জোর ও তাগাদা দিয়ে এ নির্দেশ করা হয়নি যে,

فلاں ترجمہ قرآن قدیم ہے اور یہ ترجمہ قرآن جدید ہے، میرے نزدیک یہ ترجمہ بہت عمدہ ہے، لہذا تم سب کے سب اسے دیکھا کرو اور اللہ کے کلام میں غور کیا کرو۔

'অমুক কুরআন তরজমা পুরনো। আর অমুক কুরআন তরজমা নতুন। আমার মতে, এই তরজমা অনেক ভালো। কাজেই তোমরা সবাই তা দেখবে এবং আল্লাহর কালামের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করবে।'

এ সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবিরগণ যেই সতর্ক ভাবনা ধারণ করে থাকেন, কেন তিনি তা ভোলানোর চেষ্টা করলেন? কেন দেওবন্দের মুরুব্বিদের চিন্তা-ভাবনা ও তাঁদের ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতা উপেক্ষা করা হলো?

মোটকথা, সামষ্টিকভাবে সেই জবাবি লেখাটি কোনো সম্ভ্রান্ত জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের তাত্ত্বিক, সমীহ জাগানিয়া, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠপূর্ণ লেখা মনে হয়নি। উত্তর প্রদানের ধরনও বিদ্বেষমাখা। যা তাবলীগের মহান মুরুব্বিদের লিখনশৈলীর সঙ্গে কোনোভাবেই খাপ খায় না। পুরো জবাব পড়ে যেকোনো জ্ঞানী ব্যক্তি এ কথা বুঝতে পারবেন যে, সেই জবাবি লেখাটি ভুল ও অপ্রণিধানযোগ্য কথামালার সামঞ্জস্যহীন আরবি উদ্ধৃতির এলোমেলো সংকলন দাঁড় করানোর অর্থহীন প্রয়াসমাত্র।

জবাবি লেখাটি পড়ে আমি ভাবছি, যেই জামাতের আকাবির রহিমাহুমুল্লাহ উম্মাহকে সবসময় এ শিক্ষা দিতেন যে, অন্যরা ভুল করলে সেটা নিজের ভুল মনে করবে। সেই তাবলীগ জামাতের বর্তমান যিম্মাদাররা এবং তাদের সঙ্গে দারুল উলূম দেওবন্দের দস্তার মাথায় দেওয়া কিছু তাবলীগি আলেমের আজ এমন মানসিকতা হয়ে গেছে যে, তারা নিজেদের প্রকাশ্য ভুলগুলোও স্বীকার করতে রাজি হচ্ছে না। এমনকি মুকাবিলা করে তেড়ে-ফুড়ে আসছে, জবাবি লেখা লেখাচ্ছে এবং

অভদ্রোচিত বাকশৈলীতে কথার ফুলঝুড়ি ছোটাচ্ছে। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. ও হযরত মাওলানা আবদুশ শাকুর লাখনৌবি রহ.-এর ঘটনা দাওয়াতি মহলে বিখ্যাত। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. ভুল না করেও হযরত মাওলানার সামনে হাতজোর করে সবসময় এ কথাই বলতেন যে, 'আমার ভুল হয়ে গেছে। আমার ভুল হয়ে গেছে।'

একটি প্রশ্ন

বলুন, কেউ কি মাওলানা সাদ সাহেবের মুখ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো মাসআলাতে এমন কথা শুনেছে?

'অমুক বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে আমার ভুল হয়ে গেছে। অথবা আমি অমুক কথাটি ভুল বলেছিলাম। এখন সঠিক কথা হলো এটি। কাজেই আমার পুরনো কথাটি কখনই নকল করা যাবে না। আমি আমার পুরনো কথা থেকে রুজু করছি'।

জবাবি লেখাগুলো পাঠানোর পর মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানগুলোর প্রকৃত চিত্র

উলামায়ে কেরামের কাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক মনে হয়েছে যে, দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে এতো দীর্ঘ সময় ধরে চিঠি চালাচালি সত্ত্বেও, এবং তাবলীগি ঘরানার কিছু আলেমের মাধ্যমে জনগণের মাঝে বেশ জোরে-শোরে রুজুর কথা প্রচারিত করার পরও মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানের গতিমুখ একটুও বদলায়নি; বরং আগের মতো এখনো তিনি পুরনো ইজতিহাদি শৈলীতে, 'আমার রায়-আমার মতে-আমার বিবেচনায়' জাতীয় বাক্য ব্যবহার করে, কসম খেয়ে, ভুল দলিলবাজি, কুরআন কারিমের বিভিন্ন আয়াতের পরিত্যাজ্য ব্যাখ্যা, সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন ঘটনা থেকে ভুল ফলাফল উদ্ভাবন করে তাবলীগের মেহনতের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। নিজের বিশেষ পদ্ধতিকেই 'প্রকৃত সুন্নাহ' ঠাওরাচ্ছেন। জামাতে বের হওয়াকে কুরআন কারিমের সবিশেষ পরিভাষা 'নফর'-এর প্রতিপাদ্য অভিহিত করে প্রচলিত সুরতে জামাতে বের হওয়াকে 'দ্বীনের মাকসুদ লি-আইনিহি' বা 'মূল উদ্দেশ্য' দাবি করে যাচ্ছেন। যারা জামাতে যাচ্ছে না তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ তরককারী সাব্যস্ত করে চলেছেন। এমন অজস্র ঘটনা ধারাবাহিকভাবে আমাদের সামনেই ঘটে চলেছে। জবাবি চিঠিগুলো পাঠানোর পর আমি সরাসরি মাওলানা সাদ সাহেবের মুখ থেকে আরো দু'-তিনটি বয়ান শুনেছি। সেই বয়ানগুলোতেও উপরের দুঃখজনক কথাগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যা শুনে হৃদয়ের ব্যথাগুলো নিরন্তর বেড়েই চলেছে।

সারকথা

মোটকথা, দারুল উলূম দেওবন্দ বছরের পর বছর সংশোধনের ইতিবাচক প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার পর সবশেষে বাধ্য হয়ে কেবলই দ্বীনের হিফাযত ও উম্মাহর ইসলাহের স্বার্থে নিজের অবস্থান ও ফতোয়া জারি করেছে। দারুল উলূমের এই পদক্ষেপ কখনই সাময়িক পরিস্থিতির

কারণে প্রভাবিত হয়ে চটজলদি গৃহীত কোনো পদক্ষেপ নয়। এই 'সর্বসম্মত অবস্থান' ঘোষণার পর এর উত্তরে এবং সেই জবাবের প্রতিউত্তরে যেই লেখাগুলো দারুল উলূম দেওবন্দের হাতে এসেছে, সেগুলোর দুঃখজনক ভাষা প্রকাশযোগ্য নয়। সেই লেখাগুলোতে বাংলাওয়ালি মসজিদের পূর্বের ঐতিহ্য বিনষ্ট করে দারুল উলূম দেওবন্দের মুরুব্বিদের বিরুদ্ধে অপধারণা, অন্যায় অপবাদ ও সন্দেহ উগড়ে দেওয়া হয়েছে। ওই লেখাগুলোর পরও বিভিন্ন বয়ানের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা এবং তাবলীগের তরতিবে পূর্ববর্তী মুরুব্বিদের অবস্থান থেকে সরে এসে ভুল দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ অব্যাহতভাবে ঘটে চলেছে। দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বসম্মত অবস্থানকে টার্গেট করে তাবলীগি ঘরানার কিছু আলেমের পক্ষ থেকে যেই নেতিবাচক লেখাগুলো সব জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেখানেও বিকৃতি, ভুল অর্থ উদ্ভাবন, ইলমি খিয়ানত ও অনৈতিক অধঃপতনের প্রকাশ ঘটেছে।

সর্বশেষ কথাটি মনোযোগ সহকারে শুনুন

বইয়ের শেষ পর্যায়ে এসে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলে ধরছি। আশা করি, হকপন্থী উলামায়ে কেরাম, বিশেষত দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শিক সন্তানগণ বিষয়টি গভীর মনোযোগ সহকারে ভেবে দেখবেন। তাবলীগের অভ্যন্তরীন কোন্দলের ক্ষেত্রে যদিও দারুল উলূম দেওবন্দ শুরু থেকে নিরপেক্ষ ভূমিকা রেখে আসছে; কিন্তু এটি মহান মুরুব্বিদের অভিভাবকত্বের বিষয়।

যেই প্রতিষ্ঠান থেকে জ্ঞান অর্জন করে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. তাবলীগের মেহনত শুরু করেছেন, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি যেই প্রতিষ্ঠানের মুরুব্বিদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন, তাদের খেদমতে চিঠি পাঠাতেন, ইজতিমাগুলোতে তাদের শরিক করতেন, এই মেহনতের পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের সনির্বন্ধ অনুরোধ করতেন, সমগ্র পৃথিবীতে যখনই তাবলীগের বিরুদ্ধে 'বাতিল ফেরকা বা গুমরাহ ফেরকা' এর তকমা উঠেছে, তখনই আকাবিরে দেওবন্দ এর অপনোদন করেছেন, যেকোনো ভাবে জনগণের মনে এই জামাতের প্রতি

আস্থা ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। অথচ আজ সেই তাবলীগ জামাতের কয়েকজন দায়িত্বশীলের মনে এতোটাই আত্মম্ভরিতা বাসা বেঁধেছে যে, তাবলীগের অন্তর্কোন্দলের কারণে পুরো দুনিয়াতে এখন আগুন জ্বলছে, মসজিদের মাঝখানে দেয়াল ওঠা শুরু হয়ে গেছে, শুধু মহল্লায় মহল্লায় নয়; বরং ঘরে ঘরে, বাপ-ছেলের মাঝে, ভাই-ভাইয়ের মাঝে ঝগড়া বাঁধছে। এমনকি, কিছু এলাকায় এ নিয়ে তালাকের ঘটনাও ঘটেছে। এমন বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে কি এমন কয়েকজন আস্থাভাজন বড় ও জাতীয় ব্যক্তিত্ব আমাদের চোখে পড়ছে না, যাদেরকে আমরা একত্র হওয়ার দাওয়াত দিয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার অনুরোধ করব! এবং গোটা মুসলিম উম্মাহর মাঝে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনব!

গোটা পৃথিবী জানে যে, বিদ্যমান যাবতীয় মতানৈক্য একজনের পক্ষেই দূর করা সম্ভব। আর তিনি হলেন, হযরত মাওলানা সাদ সাহেব।

পৃথিবীর সবাই এ কথাও জানে যে, তার পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে সামান্যতম চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি এমন দুঃখজনক সংবাদও আমাদের কানে এসেছে যে, আকাবিরে দেওবন্দের পক্ষ থেকে অথবা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যখনই কোনো নির্ভরযোগ্য ও সম্মানিত ব্যক্তি সংকট নিরসনের জন্যে এগিয়ে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে এ কথা বলে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে যে, 'এটি আমাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়। যা আমরা নিজেরাই সমাধান করব। এখানে অন্য কারো সালিশ হওয়ার প্রয়োজন নেই।' এমনকি যারা সালিশি ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছিল, তাদের সঙ্গে অভদ্র ও অভব্য আচরণ করে সংকটকে আরো ঘণীভূত করা হয়েছে। কয়েকজন আরব মেহমানের সঙ্গে যেই দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে, সেটি কারো অজানা নয়।

বলুন,

এমন কঠিন পরিবেশে কাউকে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে সালিশ বানানো কি নাজায়েয ও হারাম?

এটি কি তাবলীগের মুরুব্বিদের উসুলের পরিপন্থী?

এ ধরনের আচরণের কারণে কি বাংলাওয়ালি মসজিদের মারকাযি ভূমিকা ধরে রাখা যাবে?

বুযুর্গানে দ্বীন, সিংহভাগ হকপন্থী উলামায়ে কেরাম ও উম্মাহর দূরদর্শী বিজ্ঞ শ্রেণি থেকে এভাবে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে; উপরন্তু তাদের প্রতিপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে উম্মাহর শুদ্ধির এতো বিশাল মেহনত চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে?

তার বর্তমান মানসিকতার কারণে এই মেহনত কি এখন উম্মাহর মাঝে দ্বীনদারির চেতনা সৃষ্টি করছে, না ফেতনা ফ্যাসাদ, গিবত ও অপবাদ আরোপের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে?

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. এর ইনতিকালের মুহূর্তে কি দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামা, আকাবির ও মাশায়েখ বাংলাওয়ালি মসজিদে একত্র হননি এবং তারা একটি বিশাল ফেতনার হাত থেকে এই মেহনতকে রক্ষা করেননি?

যদি দারুল উলূম দেওবন্দ গ্রহণযোগ্য মনে না হয় তাহলে আমাদের চোখে হিন্দুস্তানের অসংখ্য বুযুর্গানে দ্বীন ও উলামায়ে কেরামের মধ্য হতে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব কি নেই, যাদের সঙ্গে আলোচিত সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ সেরে নেওয়া যাবে এবং ঐক্যের কোনো পথ খুঁজে বের করা যাবে?

এখানেও কি তাবলীগি ঘরানার সেই কয়েকজন আলেম প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে না?

খুব কষ্ট লাগে, যখন আমি এ কথা শুনি যে, দারুল উলূম দেওবন্দের মুরুব্বিগণ ঘোষণা করে বলেন, 'আমরা নিরপেক্ষ'। আমার চোখে তখন অশ্রু নেমে আসে। আমি আহত হৃদয়ে ভাবি, হায় আল্লাহ! এই বিশ্বগ্রাসী ফেতনার মাঝেও উম্মাহর অনুকরণীয় আদর্শ, আকাবিরে দেওবন্দের স্থলাভিষিক্ত, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর চিন্তাধারার মুখপাত্র ও তাবলীগের মেহনতের এতোদিনের পরম বন্ধু ও সমর্থক উলামায়ে কেরাম —যারা নিঃসন্দেহে এ যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তান— কী কারণে আজ তাদেরকে উপেক্ষা করা হচ্ছে!? এটি তাবলীগের কোন্ উসুলের প্রতিফলন!? এটি সীরাতের কোন্ শিক্ষা!?

কেউ যদি এই নজির দেয় যে, অতীতে উম্মাহর বড় বড় সন্তানের পরস্পরেও মতভেদ ছিল বা অতীতে বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান মতভেদ নিয়েও কার্যক্রম চালিয়ে গেছে, তাহলে আমি বলব, সেগুলোর সঙ্গে তাবলীগকে তুলনা করা অর্থহীন ও অবান্তর। কেননা অন্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের পারস্পরিক মতভেদ সত্ত্বেও নিজ মিশন নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে; কিন্তু তাবলীগের এই বিশাল মেহনতের সম্পর্ক উম্মাহর প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে, প্রতিটি ঘরের সঙ্গে। কাজেই দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই মেহনতের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে কখনই আদায় হবে না। কারণ হলো, এমনটি ঘটলে সবার জীবনের মূল্যবান সময়গুলো অন্যকে নিজের সমর্থক বানাতে আর প্রতিপক্ষের অবস্থান ভুল সাব্যস্ত করার কাজে কেটে যাবে। তখন নিজের সংশোধনের নিয়ত প্রত্যেকের মন থেকেই হারিয়ে যাবে। অন্যের সংশোধনের চিন্তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে। ইজতিমা আয়োজন করা ও আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে। মহল্লার তাকাযা পূরণ করার বুনিয়াদগুলো বদলে যাবে। ধর্মহীনতা, দ্বীন সম্পর্কে উদাসীনতা ও মুসলমানদের দূরাবস্থা দূর করার কথা না ভেবে মহল্লার সঙ্গে মহল্লার মিলন ও ভাঙনের চিন্তাই মূখ্য হয়ে উঠবে। তখন মুসলমানদেরকে দ্বীনের দিকে না ডেকে ব্যক্তি ও ভবনের দিকে দাওয়াতের প্রচলন শুরু হয়ে যাবে।

আমি অধম মাওলানা সাদ সাহেব, তার ভক্ত-অনুরক্ত, বিশেষত তাবলীগি ঘরানার আলেমদের কাছে ব্যথিত হৃদয়ে অনুরোধ করছি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আরেকবার আপনারা আপনাদের অবস্থান বিবেচনা করুন। মেহনতের তরতিব নিয়ে পরস্পরে যেই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা উদারতার পরিচয় দিই। কেননা এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, যেই বুনিয়াদি বিষয়গুলো নিয়ে তাবলীগের পুরনো সাথী ও বয়স্ক মুরুব্বিরা ইখতিলাফ করে আসছেন, সেই বিষয়গুলোর মধ্য হতে একটি বুনিয়াদের ওপর যখন দারুল উলূম দেওবন্দ মনোযোগ নিবদ্ধ করে তখন মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব কিছুটা হলেও রুজু করতে রাজি হয়ে যান। অথচ সেই বিষয়টির ওপর পুরনো সাথী-সঙ্গীরা দীর্ঘ দিন ধরে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন; কিন্তু তাদের

সেই ইখলাসপ্রসূত চেষ্টাকে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও বৈরীতা অভিহিত করা হচ্ছিল দীর্ঘ দিন ধরে। এখান থেকে প্রমাণিত হয়, সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা এখনো আছে। অন্তরগুলোর মাঝে জোড়া লাগানোর সম্ভাবনা এখনো আছে।

যেসকল আকাবির বাংলাওয়ালি মসজিদ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন, তাদের খেদমতে অধমের সনির্বন্ধ অনুরোধ— দ্বীনের হিফাযতের স্বার্থে উম্মাহর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যে ধরনের উদ্যোগ ও প্রয়াস গ্রহণ করা সম্ভব, তা অবশ্যই আপনারা গ্রহণ করুন। শাখাগত মতভেদগুলোর ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব উদারতা অবলম্বন করুন।

বর্তমান সময়ের শীর্ষস্থানীয় আকাবির, উলামা ও বুযুর্গানে দ্বীনের খেদমতে অধমের নিবেদন হলো, আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে এগিয়ে আসুন। উম্মাহর বর্তমান অবস্থার ওপর দয়া করুন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ওপর চিন্তা-ভাবনা করার কোনো সামষ্টিক সুরত বের করুন।

মহান আল্লাহর দরবারে আমি অক্ষম সবসময় এ দুআ করি যে, হে আল্লাহ, আপনি দাওয়াত ও তাবলীগের এই মুবারক মেহনতের হিফাযত করুন এবং আমাদের সর্বপ্রকার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন। আমিন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাওলানা সাদ সাহেবের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে দেশ-বিদেশের দারুল ইফতা, অজস্র নির্ভরযোগ্য আলেম ও ধর্মীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ অবস্থান ব্যক্ত করেছে এবং দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থানের সঙ্গে সহমতক প্রকাশ করে লিখিত বক্তব্য দিয়েছে। আমাদের হাতে যেই লেখাগুলো এসেছে, সেগুলোর স্ক্যানকপি এখানে যুক্ত করা হল-

Ph. : (01336) 222429
Fax : (01336) 222768
Web : www.darululoom-deoband.com
Email: info@darululoom-deoband.com

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دارالعُلوم دیوبَند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ.......................... التاریخ..........................

ضروری وضاحت

جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے بعض غلط نظریات وافکار اور قابلِ اشکال بیانات کے سلسلے میں ملک وبیرون ملک سے آمدہ خطوط وسوالات کے پیش نظر ''دارالعلوم/دیوبند'' کے اکابر اساتذہ کرام اور جملہ مفتیان کرام کے دستخط کے ساتھ ایک متفقہ موقف قائم کیا گیا تھا؛ لیکن اِس تحریر کے اجراء سے قبل یہ اطلاع ملی کہ مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے ایک وفد گفتگو کے لیے ''دارالعلوم'' آنا چاہتا ہے، چنانچہ وفد آیا اور اُس نے مولانا محمد سعد صاحب کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ رجوع کے لیے تیار ہیں، چنانچہ متفقہ موقف کی کاپی وفد کے ہمراہ مولانا محمد سعد صاحب کی خدمت میں ارسال کردی گئی، پھر اُن کی طرف سے اس کا جواب بھی موصول ہوا؛ لیکن مجموعی طور پر ''دارالعلوم/دیوبند'' اُن کی تحریر سے مطمئن نہیں ہوا، جس کی سردست کچھ تفصیل مولانا محمد سعد صاحب کے پاس خط کے ذریعہ ارسال کردی گئی ہے۔

دارالعلوم/دیوبند اکابر کی قائم کردہ جماعت تبلیغ کے مبارک کام کو غلط نظریات اور افکار کی آمیزش سے بچانے اور اکابر کے مسلک ومشرب پر قائم رکھنے، نیز جماعت کی افادیت اور علمائے حق کے درمیان اُس کے اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے اپنا متفقہ موقف اہل مدارس، اہل علم اور امت کے سنجیدہ حضرات کی خدمت میں ارسال کرنا ایک دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی اِس مبارک جماعت کی ہر طرح حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مسلکاً وعملاً راہِ حق پر قائم رہنے کی توفیق بخشے، آمین۔

نوٹ: اس تحریر کو علماء وخواص کے لیے تیار گیا تھا، لیکن بعض ذرائع سے سوشل میڈیا پر اس کی اشاعت ہوچکی ہے اور اب اس کی معتبریت کے سلسلہ میں لوگ متردد ہیں؛ اس لیے اسے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر شائع کیا جا رہا ہے۔

مولانا محمد سعد کے بعض غلط نظریات و افکار کے سلسلہ میں دارالعلوم دیوبند کا موقف

মাওলানা সাদ সাহেবের কিছু ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা প্রসঙ্গে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম ফতোয়ার একটি অংশ

জরুরি বিশ্লেষণ

জনাব মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্ধলভি সাহেবের কিছু ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা ও আপত্তিকর বয়ান সম্পর্কে দেশ-বিদেশ থেকে আগত অনেকগুলো চিঠি ও জিজ্ঞাসা সামনে রেখে 'দারুল উলুম দেওবন্দ'-এর শীর্ষস্থানীয় আসাতিযায়ে কেরাম ও সকল মুফতিয়ানে কেরামের স্বাক্ষর সহকারে একটি সর্বসম্মত অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু তা লিখিত আকারে প্রকাশ করার পূর্বে এ সংবাদ আসে যে, মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল আলোচনার উদ্দেশ্যে 'দারুল উলুম' আসতে চাচ্ছে।

প্রতিনিধিদলটি এসে মাওলানা সাদ সাহেবের এ বার্তা পৌঁছে দেয় যে, তিনি রুজু করতে প্রস্তুত। তখন সর্বসম্মত অবস্থানের অনুলিপি প্রতিনিধিদলটির সঙ্গে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের খেদমতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর কিছু দিন পর তার পক্ষ থেকে এর উত্তরও হস্তগত হয়। কিন্তু সামষ্টিকভাবে 'দারুল উলুম দেওবন্দ' তার লেখা বক্তব্যে আশ্বস্ত হতে পারেনি। যার আদ্যোপান্ত বিবরণ খানিকটা বিস্তারিত আকারে মাওলানা

মুহাম্মদ সাদ সাহেবের কাছে ডাক মারফত প্রেরণ করা হয়।

আকাবির রহ.-এর প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামাতের মুবারক মেহনতকে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার সংমিশ্রণ থেকে বাঁচাতে এবং আকাবির রহ. এর আদর্শ ও চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে; পাশাপাশি মুবারক জামাতটির সার্বিক উপকারিতা ও হকপন্থী আলেমদের মনে এর প্রতি আস্থা বহাল রাখার উদ্দেশ্যে দারুল উলুম এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এই সর্বসম্মত অবস্থান সকল মাদরাসার কর্তৃপক্ষের কাছে, উলামায়ে কেরাম ও উম্মাহর দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গের খেদমতে প্রেরণ করা এ সময়ের অন্যতম আবশ্যিক দ্বীনি দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা এই মুবারক জামাতকে সর্বোতভাবে নিরাপদ রাখুন। আমাদের সবাইকে আদর্শ ও আমলের ময়দানে সত্যপথের ওপর অবিচল থাকার তাওফিক দিন। আমিন।

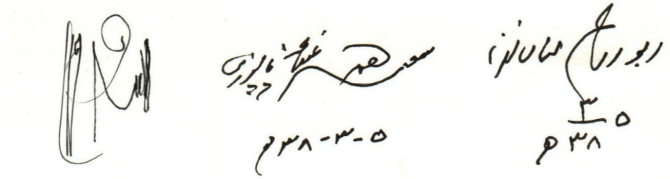

নোট : লেখাটি উলামায়ে কেরামের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল; কিন্তু বিভিন্ন মাধ্যমে সোশাল মিডিয়ায় লেখাটি ছড়িয়ে পড়ে। এখন লেখাটির গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে মানুষ দ্বিধান্বিত। এজন্যে তা দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।

মাওলানা সাদ সাহেবের সম্পর্কে দারুল উলূম পূর্বের ফতোয়া কার্যকর রেখে এ বছর (৩১ জানুয়ারি ২০১৮) সর্বশেষ অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে-

Ph. : (01336) 222429
Fax : (01336) 222768

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web : www.darululoom-deoband.com
Email: info@darululoom-deoband.com

دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ 213 — التاریخ 31/01/2018

مولانا محمد سعد صاحب کے رجوع کے سلسلے میں

ضروری وضاحت

باسمہ تعالی

گذشتہ دنوں جناب مولانا محمد سعد صاحب کے حضرت موسی علیہ السلام کے واقعہ سے رجوع کے اعلان کے بعد ملک و بیرون ملک سے لوگ دارالعلوم دیوبند کے موقف سے متعلق مسلسل استفسار کر رہے ہیں۔

اس موقع سے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولانا کے رجوع کو اس ایک واقعے کی حد تک تو قابلِ اطمینان قرار دیا جاسکتا ہے؛ لیکن دارالعلوم کے موقف میں اصلاً مولانا کی جس فکری بے راہ روی پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، اُس سے صرفِ نظر نہیں کیا جاسکتا؛ اس لیے کہ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً مولانا کے ایسے نئے بیانات موصول ہو رہے ہیں، جن میں وہی مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شرعیہ کا غلط انطباق نمایاں ہے، جس کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں؛ بلکہ دیگر علمائے حق کو بھی مولانا کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔

ہمارا یہ ماننا ہے کہ اکابر رحمہم اللہ کی فکر سے معمولی انحراف بھی شدید نقصاندہ ہے، مولانا کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کے طریق پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شرعیہ سے ذاتی اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے،؛ کیونکہ مولانا موصوف کے ان دوراز کار اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدانخواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے درپے ہیں جو اہل السنۃ والجماعۃ اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کو اکابر و اسلاف کے طریق پر ثابت قدم رکھے، آمین۔

جو لوگ دارالعلوم دیوبند سے مسلسل رجوع کر رہے ہیں، اُن سے دوبارہ گذارش کی جاتی ہے کہ جماعتِ تبلیغ کے داخلی اختلاف سے دارالعلوم کا کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے دن سے اِس کا اعلان کیا جاچکا ہے؛ البتہ غلط افکار و خیالات سے متعلق جب بھی دارالعلوم سے رجوع کیا گیا ہے، دارالعلوم نے ہمیشہ امت کی راہنمائی کی کوشش کی ہے، دارالعلوم اِس کو اپنا دینی و شرعی فریضہ سمجھتا ہے۔

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের রুজু সম্পর্কে বিশেষ ঘোষণা

বিসমিহি তাআলা

হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে জনাব মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের রুজু ঘোষণার পর থেকে দেশ-বিদেশ থেকে অনেকেই বিগত ক'দিন ধরে দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান সম্পর্কে নিয়মিত প্রশ্ন করে চলেছেন।

যার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্ট করা দরকার যে, শুধু মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনার ক্ষেত্রে মাওলানা সাদ সাহেবের রুজু সম্পর্কে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি; কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থানে মাওলানার যেই আদর্শিক গুমরাহির ওপর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা এখনো সম্ভব নয়। কারণ, একাধিকবার রুজু করার পরও ক্ষণে-ক্ষণে মাওলানা সাদ সাহেবের মুখ থেকে একের পর এক এমন নিত্য-নতুন শোনা যাচ্ছে, যেখানে সেই আগের মতই একান্তই নিজস্ব ইজতিহাদ, ভুল দলিলবাজি ও দাওয়াতের মেহনত সম্পর্কে তার নিজস্ব চিন্তাধারার ওপর কুরআন-সুন্নাহর ভুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার কারণে শুধু দারুল উলূম দেওবন্দ সংশ্লিষ্ট উলামায়ে কেরামই নন; অন্যান্য হকপন্থী আলেমগণও মাওলানার সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মারাত্মক অসন্তুষ্ট।

আমরা মনে করি, আকাবির রহিমাহুমুল্লাহুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামান্য বিচ্যুতিও তীব্র ক্ষতিকর। মাওলানাকে অবশ্যই নিজ বয়ানের মাঝে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পূর্বসূরীদের পথের পথিক হয়ে শরিয়তের ভাষ্য থেকে নিজস্ব ইজতিহাদের এই ধারাবাহিকতা বন্ধ

করতে হবে। কেননা মাওলানার এই মূলচ্যুত ইজতিহাদপনা দেখে আমাদের মনে হচ্ছে, খোদা না খাস্তা তিনি এমন একটি নতুন সংগঠন তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছেন, যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ; বিশেষত আমাদের আকাবির রহ. এর মতাদর্শ থেকে ভিন্ন হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে আকাবির-আসলাফের পথের ওপর অবিচল রাখুন। আমিন।

যারা দারুল উলূম দেওবন্দের কাছে বারবার শরণাপন্ন হচ্ছেন, তাদেরকে পুনরায় অবহিত করা হচ্ছে যে, তাবলীগ জামাতের অভ্যন্তরীণ মতভেদের সঙ্গে দারুল উলূমের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রথম দিন থেকেই আমরা সেই ঘোষণা জানিয়ে আসছি। এতদসত্ত্বেও যখনই কারো ভুল চিন্তাধারা ও মতাদর্শ সম্পর্কে দারুল উলূমকে জিজ্ঞেস করা হবে, দারুল উলূম সবসময় উম্মাহকে পথ দেখানোর চেষ্টা করবে। এ কাজটিকে দারুল উলূম নিজের শারঈ দায়িত্ব মনে করে।

স্বাক্ষর করেছেন,
১. মাওলানা আবুল কাসেম নুমানি
১৩ জুমাদাল উলা ১৪৩৯ হিজরি
২. মাওলানা আরশাদ মাদানি
৩. মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরি

[একপাশে দারুল উলূম দেওবন্দের
অফিসিয়াল সিলমহর অঙ্কিত রয়েছে।]

মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর ইউপির এর অবস্থান

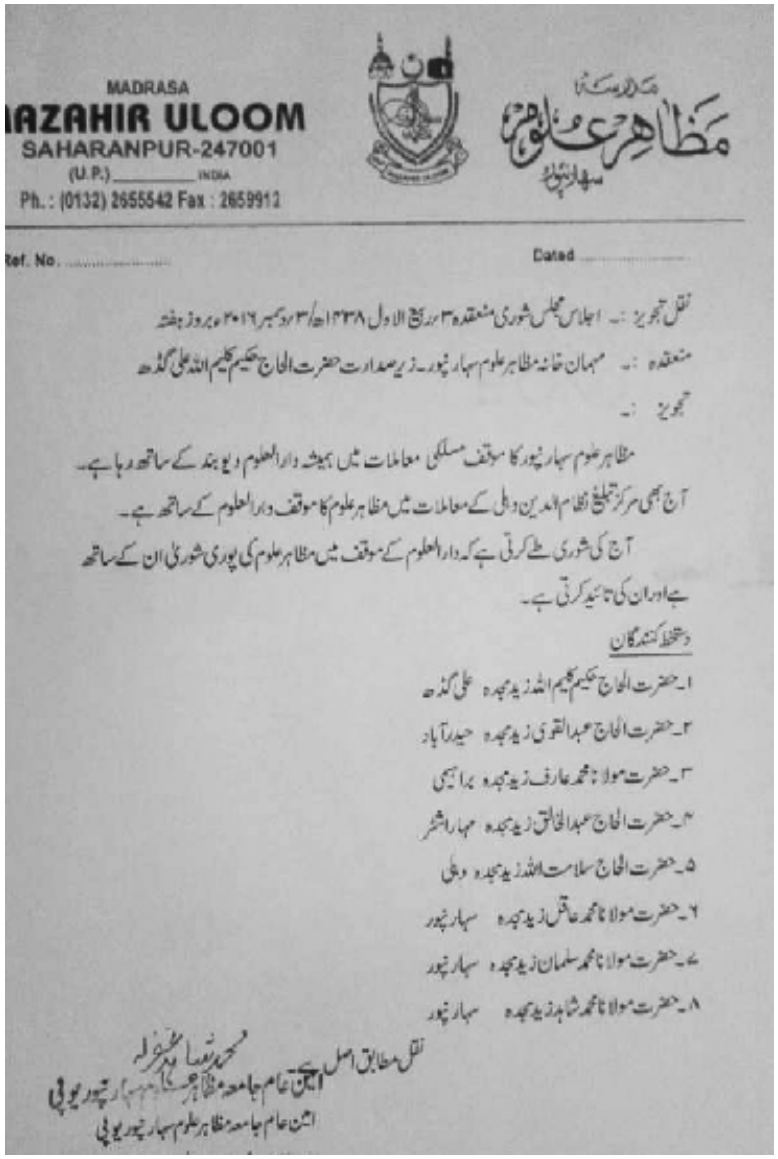

MADRASA
MAZAHIR ULOOM
SAHARANPUR-247001
(U.P.) ________ INDIA
Ph.: (0132) 2655542 Fax: 2659913

Ref. No. .... Dated ....

نقل تجویز :۔ اجلاس مجلس شوری منعقدہ ۳ ربیع الاول ۱۴۳۸ھ / ۳ دسمبر ۲۰۱۶ء بروز ہفتہ

منعقدہ :۔ مہمان خانہ مظاہر علوم سہارنپور۔ زیر صدارت حضرت الحاج حکیم کلیم اللہ علی گڈھ

تجویز :۔

مظاہر علوم سہارنپور کا موقف مسلکی معاملات میں ہمیشہ دار العلوم دیوبند کے ساتھ رہا ہے۔
آج بھی مرکز تبلیغ نظام الدین دہلی کے معاملات میں مظاہر علوم کا موقف دار العلوم کے ساتھ ہے۔
آج کی شوری طے کرتی ہے کہ دار العلوم کے موقف میں مظاہر علوم کی پوری شوری ان کے ساتھ ہے اور ان کی تائید کرتی ہے۔

دستخط کنندگان

۱۔ حضرت الحاج حکیم کلیم اللہ زید مجدہ علی گڈھ
۲۔ حضرت الحاج عبد القوی زید مجدہ حیدرآباد
۳۔ حضرت مولانا محمد عارف زید مجدہ بمبئی
۴۔ حضرت الحاج عبد الخالق زید مجدہ مہاراشٹر
۵۔ حضرت الحاج سلامت اللہ زید مجدہ دہلی
۶۔ حضرت مولانا محمد عاقل زید مجدہ سہارنپور
۷۔ حضرت مولانا محمد سلمان زید مجدہ سہارنپور
۸۔ حضرت مولانا محمد شاہد زید مجدہ سہارنپور

نقل مطابق اصل
محمد شاہد غفرلہ
امین عام جامعہ مظاہر علوم سہارنپور یوپی

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের অবস্থান

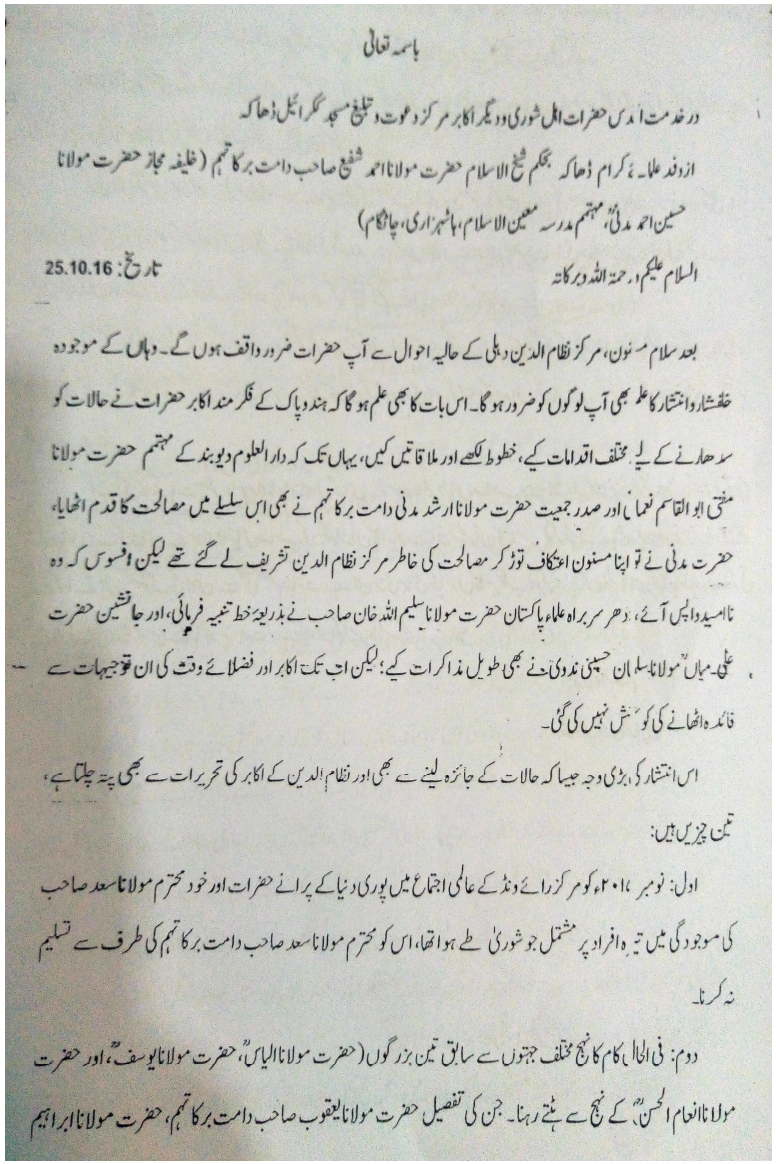

باسمہ تعالی

در خدمت اقدس حضرات اہل شوری و دیگر اکابر مرکز دعوت و تبلیغ مسجد کاکرائیل ڈھاکہ

از وفد علماء کرام ڈھاکہ بحکم شیخ الاسلام حضرت مولانا احمد شفیع صاحب دامت برکاتہم (خلیفہ مجاز حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ، مہتمم مدرسہ معین الاسلام، ہاٹہزاری، چاٹگام)

تاریخ: 25.10.16

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد سلام مسنون، مرکز نظام الدین دہلی کے حالیہ احوال سے آپ حضرات ضرور واقف ہوں گے۔ وہاں کے موجودہ خلفشار وانتشار کا علم بھی آپ لوگوں کو ضرور ہوگا۔ اس بات کا بھی علم ہوگا کہ ہند وپاک کے فکر مند اکابر حضرات نے حالات کو سدھارنے کے لیے مختلف اقدامات کیے، خطوط لکھے اور ملاقاتیں کیں، یہاں تک کہ دار العلوم دیوبند کے مہتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی اور صدر جمعیت حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے بھی اس سلسلے میں مصالحت کا قدم اٹھایا، حضرت مدنی نے تو اپنا مسنون اعتکاف توڑ کر مصالحت کی خاطر مرکز نظام الدین تشریف لے گئے تھے لیکن افسوس کہ وہ ناامید واپس آئے، دھر سربراہ علماء پاکستان حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے بذریعہ خط تنبیہ فرمائی، اور جانشین حضرت علی میاں مولانا سلمان حسینی ندوی نے بھی طویل مذاکرات کیے؛ لیکن اب تک اکابر اور فضلائے وقت کی ان توجیہات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔

اس انتشار کی بڑی وجہ جیسا کہ حالات کے جائزہ لینے سے بھی اور نظام الدین کے اکابر کی تحریرات سے بھی پتہ چلتا ہے، تین چیزیں ہیں:

اول: نومبر ۲۰۱۱ء کو مرکز رائے ونڈ کے عالمی اجتماع میں پوری دنیا کے پرانے حضرات اور خود محترم مولانا سعد صاحب کی موجودگی میں تیرہ افراد پر مشتمل جو شوریٰ طے ہوا تھا، اس کو محترم مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے تسلیم نہ کرنا۔

دوم: فی الحال کام کا نہج مختلف جہتوں سے سابق تین بزرگوں (حضرت مولانا الیاسؒ، حضرت مولانا یوسفؒ، اور حضرت مولانا انعام الحسنؒ) کے نہج سے ہٹتے رہنا۔ جن کی تفصیل حضرت مولانا یعقوب صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا ابراہیم

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের অবস্থানের দ্বিতীয় পাতা

Page-2

دیولا دامت برکاتہم کی مستقل تحریروں میں اور حضرت مولانا احمد لاٹ دامت برکاتہم سمیت کل آٹھ حضرات کی مشترکہ تحریر میں موجود ہے۔

سوم: محترم مولانا سعد صاحب کے بیانوں میں شرعی نقطۂ نظر سے مختلف قابل اعتراض باتوں کا پایا جانا، جو کئی سال سے خود ہم بھی ٹونگی اجتماع میں براہ راست سنتے آرہے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر متعدد سنگین باتوں کا ان سے صادر ہونے کا علم ہمیں باوثوق ذرائع سے حاصل ہوا ہے، جن کی تفصیل اس وقت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

ان تین وجوہ میں سب سے اہم پہلی وجہ ہے، کیوں کہ اگر محترم مولانا سعد صاحب مذکورۃ الصدر شوری کو تسلیم کرلیں گے اور اپنے کو شوریٰ کے تحت سمجھیں گے تو ان شاء اللہ تعالی یہ بابرکت کام اور وہ خود بھی شخصی تحکم اور شاذ آراء واقوال سے محفوظ رہیں گے، کام کی بقاء وسالمیت کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔

اس لیے مندرجہ بالا احوال کے پیش نظر حضراتِ مرکز کاکرائیل کی خدمت میں علمائے کرام کی دردمندانہ گزارشات حسب ذیل ہیں:

۱۔ مرکز کاکرائیل محترم مولانا سعد صاحب کو رائے ونڈ میں طے شدہ مذکورۃ الصدر شوری کو تسلیم کرانے کی حتی الامکان کوشش کرے۔

۲۔ جب تک محترم مولانا سعد صاحب رائے ونڈ میں طے شدہ مذکورۃ الصدر شوری کو تسلیم نہ کرلیں اور اکابر نظام الدین اور صوبوں اور ممالک کے پرانوں کا اعتماد حاصل نہ کر سکیں اس وقت تک اکابر نظام الدین کی طرح مرکز کاکرائیل بھی ان سے رہنمائی نہ لیا کرے اور ان سے تعلق نہ رکھا کرے۔

۳۔ ٹونگی میں منعقد ہونے والے پرانوں کے جوڑ اور عالمی اجتماع وغیرہ میں انھیں دعوت کرنے سے بھی نہایت اہتمام کے ساتھ باز رہے۔

ہمیں امید ہے کہ حضراتِ مرکز کاکرائیل حالات کی نزاکت کو ٹھیک ٹھیک محسوس کرتے ہوئے علمائے کرام کی ان فکرمندانہ گزارشوں کو ضرور عمل میں لائیں گے اور مرکز نظام الدین کے پرانے اور حضرت جی رحمہم اللہ کے صحبت یافتہ حضرات کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت دیں گے، ورنہ بنگلہ دیش کے علمائے کرام دین وایمان کے خاطر ہر قسم کا اقدام لینے پر مجبور ہونگے۔

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের স্বাক্ষর

Page-3

واضح رہے جیسا کہ عرض کیا گیا کہ وفد علمائے ڈھاکہ یہ تحریر مخدوم العلماء والمشائخ حضرت مولانا احمد شفیع صاحب دامت برکاتہم کے حسب حکم پیش کررہے ہیں۔

فقط والسلام علیکم

احتیاطاً اکابر ہند وپاک کی بعض تحریرات کے عکوس خط کے ساتھ دیے جارہے ہیں، امید ہے کہ وہ تحریرات باغور ملاحظہ فرمائیں گے۔

حضرت مولانا اشرف علی صاحب (مالی باغ مدرسہ)

حضرت مولانا محمود الحسن صاحب (جاترا باری مدرسہ)

حضرت مولانا نور حسین قاسمی صاحب (باری دھارا مدرسہ)

حضرت مولانا عبد الجبار صاحب (وفاق المدارس بنگلہ دیش)

حضرت مولانا مفتی وقاص صاحب ()

حضرت مولانا فرید الدین مسعود صاحب (مالی باغ مدرسہ)

حضرت مولانا صفی اللہ صاحب (پیر جنگی مزار مدرسہ)

حضرت مولانا مصطفی آزاد صاحب (عرض آباد مدرسہ)

حضرت مولانا نور الاسلام (مخزن العلوم مدرسہ)

حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب (رحمانیہ، سیلہ)

حضرت مولانا زبیر حسن صاحب (چاٹگامی)

حضرت مولانا مفتی منصور الحق صاحب (رحمانیہ، سیلہ)

حضرت مولانا عبد القدوس صاحب (فرید آباد مدرسہ)

حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب (صدیق بازار مدرسہ)

حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب (مدھو پور مدرسہ)

حضرت مولانا عبد المالک صاحب (مرکز الدعوۃ مدرسہ)

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের স্বাক্ষর

Page-1

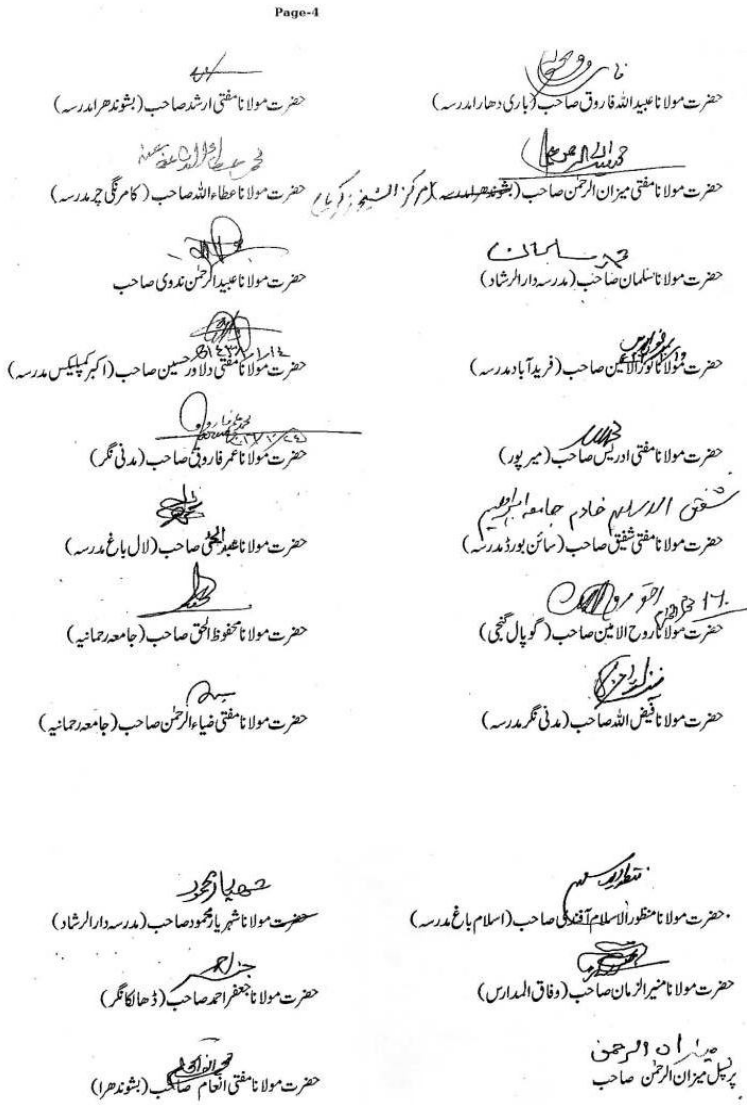

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের স্বাক্ষর

ভারতের ঐতিহাসিক কানপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর উলামায়ে কেরামের সম্মিলিত ঘোষণা

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

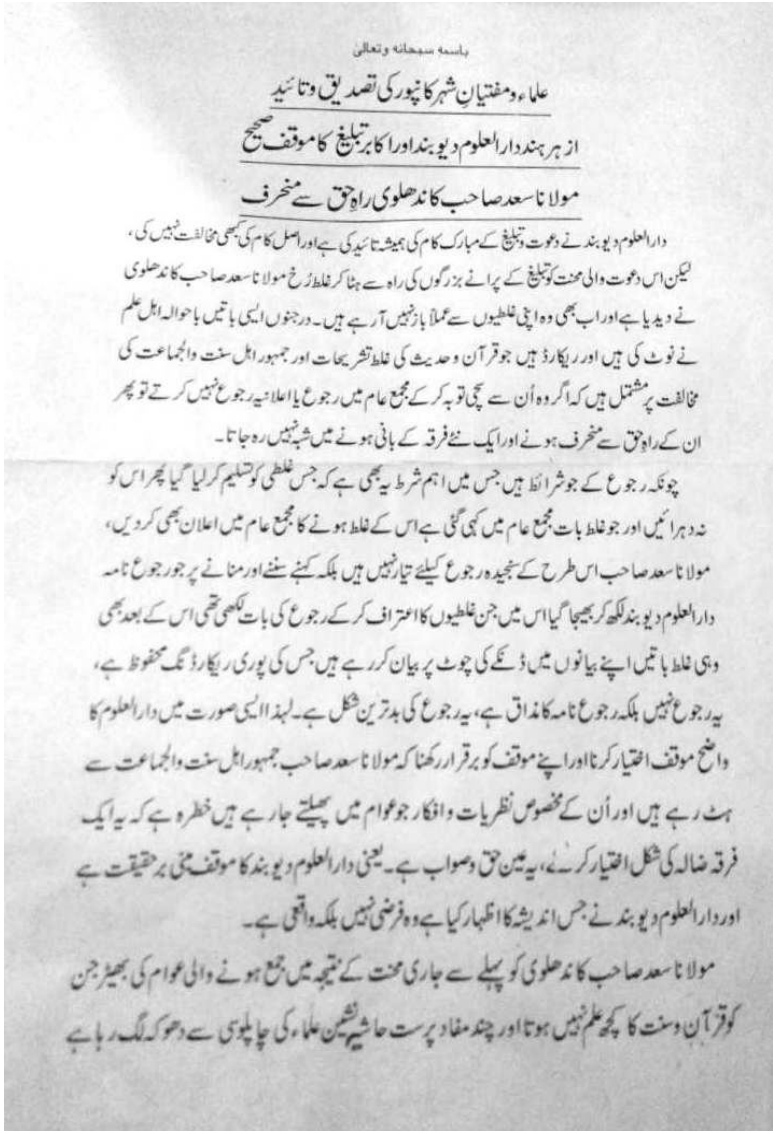

علماء ومفتیانِ شہر کانپور کی تصدیق وتائید

از ہر ہند دارالعلوم دیوبند اور اکابر تبلیغ کا موقف صحیح

مولانا سعد صاحب کاندھلوی راہِ حق سے منحرف

دارالعلوم دیوبند نے دعوت وتبلیغ کے مبارک کام کی ہمیشہ تائید کی ہے اور اصل کام کی کبھی مخالفت نہیں کی، لیکن اس دعوت والی محنت کو تبلیغ کے پرانے بزرگوں کی راہ سے ہٹا کر غلط رُخ مولانا سعد صاحب کاندھلوی نے دیدیا ہے اور اب بھی وہ اپنی غلطیوں سے عملاً باز نہیں آرہے ہیں۔ درجنوں ایسی باتیں باحوالہ اہل علم نے نوٹ کی ہیں اور ریکارڈ ہیں جو قرآن وحدیث کی غلط تشریحات اور جمہور اہل سنت والجماعت کی مخالفت پر مشتمل ہیں کہ اگر وہ اُن سے سچی توبہ کر کے مجمع عام میں رجوع یا اعلانیہ رجوع نہیں کرتے تو پھر ان کے راہِ حق سے منحرف ہونے اور ایک نئے فرقہ کے بانی ہونے میں شبہ نہیں رہ جاتا۔

چونکہ رجوع کے جو شرائط ہیں جس میں اہم شرط یہ بھی ہے کہ جس غلطی کو تسلیم کرلیا گیا پھر اس کو نہ دہرائیں اور جو غلط بات مجمع عام میں کہی گئی ہے اس کے غلط ہونے کا مجمع عام میں اعلان بھی کردیں، مولانا سعد صاحب اس طرح کے سنجیدہ رجوع کیلئے تیار نہیں ہیں بلکہ کہنے سننے اور منانے پر جو رجوع نامہ دارالعلوم دیوبند لکھ کر بھیجا گیا اس میں جن غلطیوں کا اعتراف کر کے رجوع کی بات لکھی تھی اس کے بعد بھی وہی غلط باتیں اپنے بیانوں میں ڈنکے کی چوٹ پر بیان کررہے ہیں جس کی پوری ریکارڈنگ محفوظ ہے، یہ رجوع نہیں بلکہ رجوع نامہ کا مذاق ہے، یہ رجوع کی بدترین شکل ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں دارالعلوم کا واضح موقف اختیار کرنا اور اپنے موقف کو برقرار رکھنا کہ مولانا سعد صاحب جمہور اہل سنت والجماعت سے ہٹ رہے ہیں اور اُن کے مخصوص نظریات وافکار جو عوام میں پھیلتے جارہے ہیں خطرہ ہے کہ یہ ایک فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کرلے، یہ عین حق وصواب ہے۔ یعنی دارالعلوم دیوبند کا موقف مبنی برحقیقت ہے اور دارالعلوم دیوبند نے جس اندیشہ کا اظہار کیا ہے وہ فرضی نہیں بلکہ واقعی ہے۔

مولانا سعد صاحب کاندھلوی کو پہلے سے جاری محنت کے نتیجہ میں جمع ہونے والی عوام کی بھیڑ جن کو قرآن وسنت کا کچھ علم نہیں ہوتا اور چند مفاد پرست حاشیہ نشین علماء کی چاپلوسی سے دھوکہ لگ رہا ہے

কানপুরের উলামায়ে কেরামের স্বাক্ষর

اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه

دستخط مفتیان کرام وذمہ داران مدارس شہر کانپور

কানপুরের আরো ক'জন আলেমের স্বাক্ষর

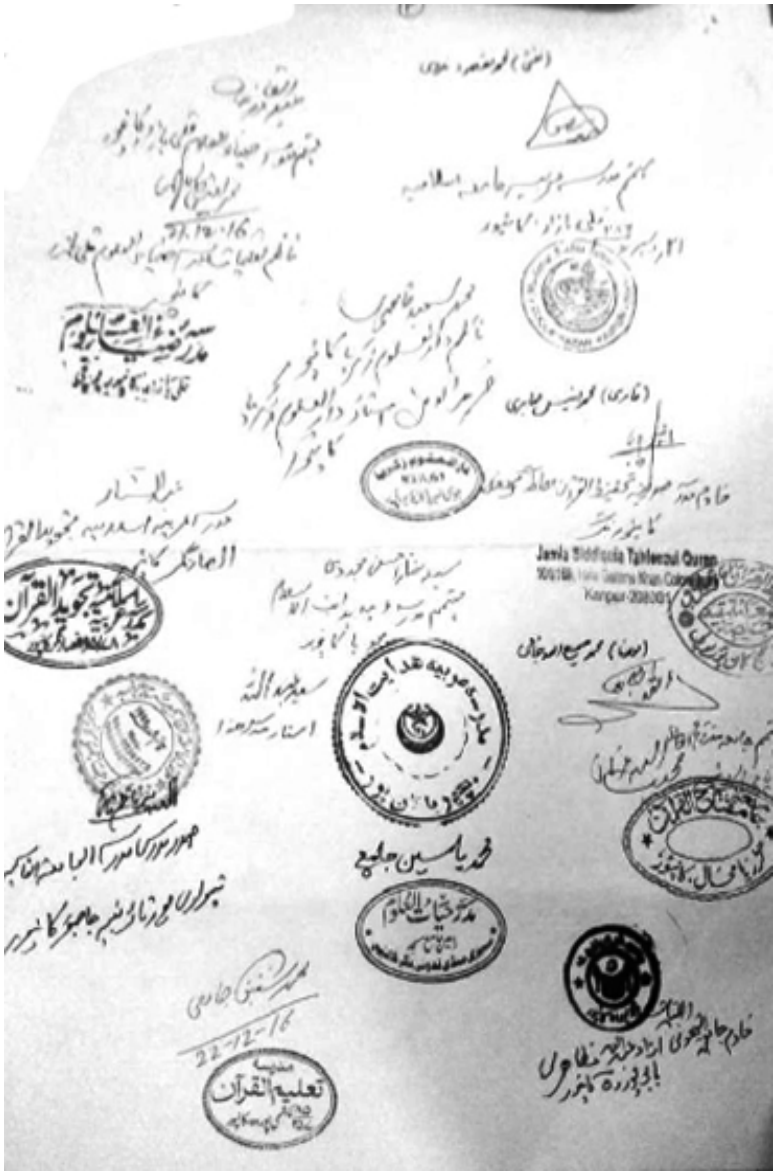

মুম্বাই ও আশপাশের অঞ্চলের উলামায়ে কেরামের স্বাক্ষর

المجمع الفقهی للافتاء والشوؤن الدینیة

رئیس المؤسسہ
مفتی عزیز الرحمن صاحب فتحپوری
9869506473

الجمعیۃ الفکریہ اسلامک اسکول، سیٹھنا ہال کمپاؤنڈ، نسبت روڈ، سیل ٹیکس آفس کے سامنے، مجگاؤں ممبئی۔ ۴۰۰۰۱۰

Al Jamiyatul fikriya, Islamic School, sethna hall compound, nesbit Road, Mazgaon, Mumbai 400010

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

دارالعلوم دیوبند کے موقف کے سلسلے میں مفتیانِ ممبئ ومضافات کی تائیدی تحریر

جماعت تبلیغ مرکز نظام الدین دہلی ہمارے اکابر کی یادگار ہے اور اس کی افادیت بھی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ لیکن کچھ عرصہ سے مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے ذریعہ جو نظریات سامنے آرہے ہیں، ان میں سے بعض گمراہی کی آخری حدوں تک پہونچے ہوئے ہیں، جن سے اسلامی عقائد پر براہ راست زد پڑتی ہے۔ جب کہ علمی طور پر غلط افکار ونظریات تو بہت سے ہیں، جو جمہور کے فیصلوں اور اسلاف کے نظریات وافکار سے کلیۃً منحرف ہیں، لیکن مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی ان پر اس حد تک بضد ہیں کہ مسلسل وہی سب اپنے بیانات میں دہرارہے ہیں۔

ام المدارس دارالعلوم دیوبند جو ہمارا علمی ودینی مرکز اور اسلامی افکار ونظریات کا امین اور پاسبان ہے، اس نے بحث وتحقیق کے بعد جو موقف ظاہر کیا ہے، وہ بحالاتِ موجودہ انتہائی اہم اور علمی ودینی ضرورت نیز ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔

ہم سب دارالعلوم دیوبند کے اس موقف سے پوری طرح متفق ہیں۔ خدا کرے ایسے تمام نظریات کی اصلاح ہوجائے اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء نے جس نہج اور جن اصولوں پر کام شروع کیا تھا، اُن سے جہاں انحراف ہورہا ہے؛ اسے ختم کرکے اکابر کے نہج پر کام کیا جائے تاکہ یہ جماعت جو خیر کی اشاعت اور دین سے وابستگی کا اہم ذریعہ ثابت ہورہی ہے؛ مستقل فرقہ بننے اور کسی بھی قسم کے غلو، افراط وتفریط اور گمراہی کے عمیق گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہے۔

۱) مفتی مظفر عالم صاحب مہتمم مدرسہ عالیہ قاضی پورہ ممبئ
۲) مفتی سعید الرحمن صاحب فاروقی
۳) مفتی آزاد بیگ صاحب معراج العلوم چیتا کیمپ
۴) مفتی محمد جمشید صاحب حقی
۵) مفتی جسیم الدین صاحب مرکز المعارف جوگیشوری
۶) مفتی محمد حذیفہ بن مولانا محمد یونس صاحب پالنپوری
۷) مفتی اظہار احمد صاحب مفتاح العلوم ہندوستانی مسجد بھیونڈی
۸) مفتی حبیب یوسف صاحب قاسمی دارالافتاء والارشاد، گورے گاؤں
۹) مفتی لطیف الرحمن بن ولایت علی صاحب
۱۰) مفتی جنید بن محمد صاحب
۱۱) مفتی محمد حارث صاحب پالنپوری
۱۲) مفتی رضوان اللہ صاحب کرلا
۱۳) مفتی حبیب الرحمن صاحب فتح پوری
۱۴) مفتی عرفان احمد صاحب قاسمی کرلا
۱۵) مفتی محمد عثمان صاحب قاسمی گونڈی
۱۶) مولانا محمد شاہد صاحب قاسمی سیوڑی
۱۷) مفتی محمد طیب صاحب نالاسوپارہ
۱۸) مفتی وسیم احمد صاحب فلاحی
۱۹) مفتی محمد یحییٰ صاحب قاسمی اندھیری
۲۰) مفتی محمد داؤد صاحب نیرول
۲۱) مفتی محمد اسحاق صاحب وڈالا
۲۲) مفتی محمد بلال صاحب باندرہ
۲۳) مفتی محمد سعد صاحب باندرہ
۲۴) مفتی محمد احمد صاحب مدرسہ ریاض العلوم گونڈی
۲۵) مفتی محمد قیس صاحب، جوگیشوری
۲۶) مفتی جنید احمد صاحب جامع مسجد پاٹلی پاڑہ تھانے
۲۷) مفتی بلال احمد انصاری صاحب، نیرل
۲۸) مفتی عبدالعزیز قاسمی صاحب، دھاراوی
۲۹) مفتی محمد ریحان صاحب، دھاراوی
۳۰) قاضی عبدالاحد صاحب فلاحی
۳۱) مفتی عبدالرحیم صاحب فلاحی

مفتی عزیز الرحمن فتحپوری
9869506473

مفتی عرفان احمد
سکریٹری برائے نشر واشاعت
9702114666

মুম্বাইয়ের মুফতিয়ানে কেরামের ফতোয়ার মূলকপি

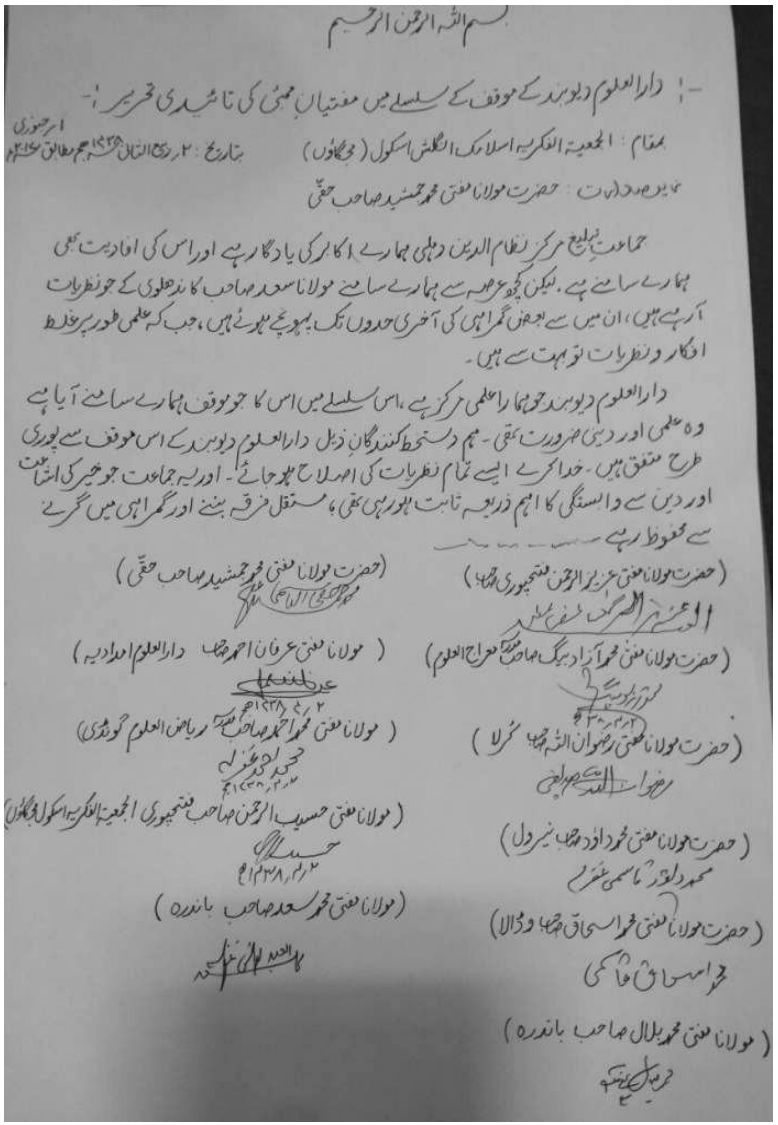

بسم اللہ الرحمن الرحیم

:- دارالعلوم دیوبند کے موقف کے سلسلے میں مفتیانِ ممبئی کی تائیدی تحریر :-

بمقام : الجمعیۃ الفکریہ اسلامک انگلش اسکول (مجگاؤں) بتاریخ : ۲ ربیع الثانی ۱۴۳۸ھ مطابق ۱ر جنوری ۲۰۱۶ء

زیر صدارت : حضرت مولانا مفتی محمد جمشید صاحب حقّی

جماعتِ تبلیغ مرکز نظام الدین دہلی ہمارے اکابر کی یادگار ہے اور اس کی افادیت بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن کچھ عرصہ سے ہمارے سامنے مولانا سعد صاحب کاندھلوی کے جو نظریات آرہے ہیں، ان میں سے بعض گمراہی کی آخری حدوں تک پہونچے ہوئے ہیں، جب کہ علمی طور پر غلط افکار و نظریات تو بہت سے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند جو ہمارا علمی مرکز ہے، اس سلسلے میں اس کا جو موقف ہمارے سامنے آیا ہے وہ علمی اور دینی ضرورت تھی۔ ہم دستخط کنندگانِ ذیل دارالعلوم دیوبند کے اس موقف سے پوری طرح متفق ہیں۔ خدا کرے ایسے تمام نظریات کی اصلاح ہو جائے۔ اور یہ جماعت جو خیر کی اشاعت اور دین سے وابستگی کا اہم ذریعہ ثابت ہو رہی تھی، مستقل فرقہ بننے اور گمراہی میں گرنے سے محفوظ رہے۔

(حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن فتحپوری صاحب) (حضرت مولانا مفتی محمد جمشید صاحب حقّی)

(حضرت مولانا مفتی محمد آزاد بیگ صاحب معراج العلوم) (مولانا مفتی عرفان احمد صاحب دارالعلوم امدادیہ)

۲/۴/۱۴۳۸ھ

(حضرت مولانا مفتی رضوان اللہ صاحب کرلا) (مولانا مفتی محمد احمد صاحب ریاض العلوم گونڈی)

(حضرت مولانا مفتی محمد داؤد صاحب نیرول) (مولانا مفتی حسیب الرحمن صاحب فتحپوری الجمعیۃ الفکریہ اسکول مجگاؤں)

۲/۴/۱۴۳۸ھ

(حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب وڈالا) (مولانا مفتی محمد سعد صاحب باندرہ)

(مولانا مفتی محمد بلال صاحب باندرہ)

কর্নাটক ব্যাঙ্গলোর ও তৎসংলগ্ন এলাকার উলামায়ে কেরামের ফতোয়া

Phone: 080-25479786
Fax : 080-25480786

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قائم شدہ ۱۴۰۲ھ م 1982ء

دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور

ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಶಾಹ್ ವಲಿಉಲ್ಲಾ
ಟ್ಯಾನರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 005.

DARUL ULOOM SHAH VALIULLAH
Tannery Road, Bangalore-560005

Ref:

Date: 20/12/2016

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد!

دارالعلوم شاہ ولی اللہؒ، بنگلور کرناٹک مسلک ومشرب میں شروع دن سے دارالعلوم دیوبند کا ترجمان ہے، لہٰذا آج مؤرخہ ۲۰/۳/۱۴۳۸ھ م 20-12-2016 دارالعلوم شاہ ولی اللہؒ، بنگلور کی مجلسِ شوریٰ یہ طے کرتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے افکار و نظریات پر جس موقف کا اظہار کیا ہے ہم تمام حرف بحرف اسکی تائید کرتے ہیں، عامۃ المسلمین سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنے بیانات وملاقات میں ان باتوں سے اجتناب کریں جس پر دارالعلوم دیوبند کے علماء ومفتیانِ کرام نے نکیر فرمائی ہے، دعوت وتبلیغ کی اس عالی محنت کی ذمہ داری کو ہر طرح کے افراط وتفریط سے پاک رکھ کر حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحبؒ، حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحبؒ نے جو رہنما خطوط بتلائے ہیں اسکے مطابق نبھانے کی فکر فرمائیں۔

ارکانِ شوریٰ

اسمائے گرامی و دستخط

حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی مظاہری دامت برکاتہم
مہتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور

محترم محمد تفہیم اللہ معروف صاحب
صدر دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور

محترم محمد روح الاسلام صاحب
خازن دارالعلوم شاہ ولی اللہؒ، بنگلور

محترم سید نور احمد صاحب
رکن شوریٰ دارالعلوم شاہ ولی اللہؒ بنگلور

حضرت مولانا مفتی شمس الدین بجلی صاحب قاسمی
ناظم تعلیمات دارالعلوم شاہ ولی اللہؒ بنگلور

محترم ذکاء اللہ شریف صاحب
رکن شوریٰ دارالعلوم شاہ ولی اللہؒ بنگلور

اسمائے گرامی و دستخط

مولانا اکبر شریف صاحب ندوی
نائب مہتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور

محترم محمد رضوان بدر صاحب
سکریٹری دارالعلوم شاہ ولی اللہؒ، بنگلور

محترم تنویر احمد شریف صاحب
رکن شوریٰ دارالعلوم شاہ ولی اللہؒ بنگلور

حضرت مولانا حافظ منیر احمد صاحب
صدر مدرس شعبۂ حفظ دارالعلوم شاہ ولی اللہؒ، بنگلور

محترم اشرف پاشاہ صاحب
رکن شوریٰ دارالعلوم شاہ ولی اللہؒ بنگلور

DARUL ULOOM SHA VALIULLAH
BANGALORE - 560 005

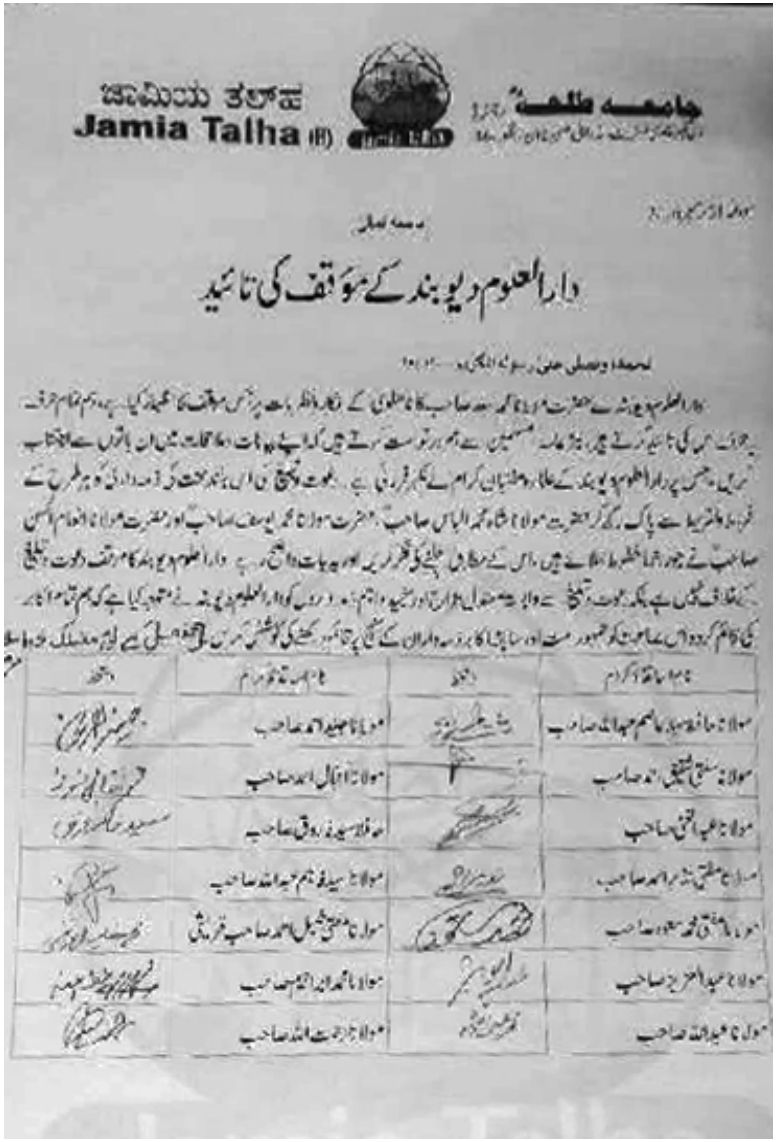

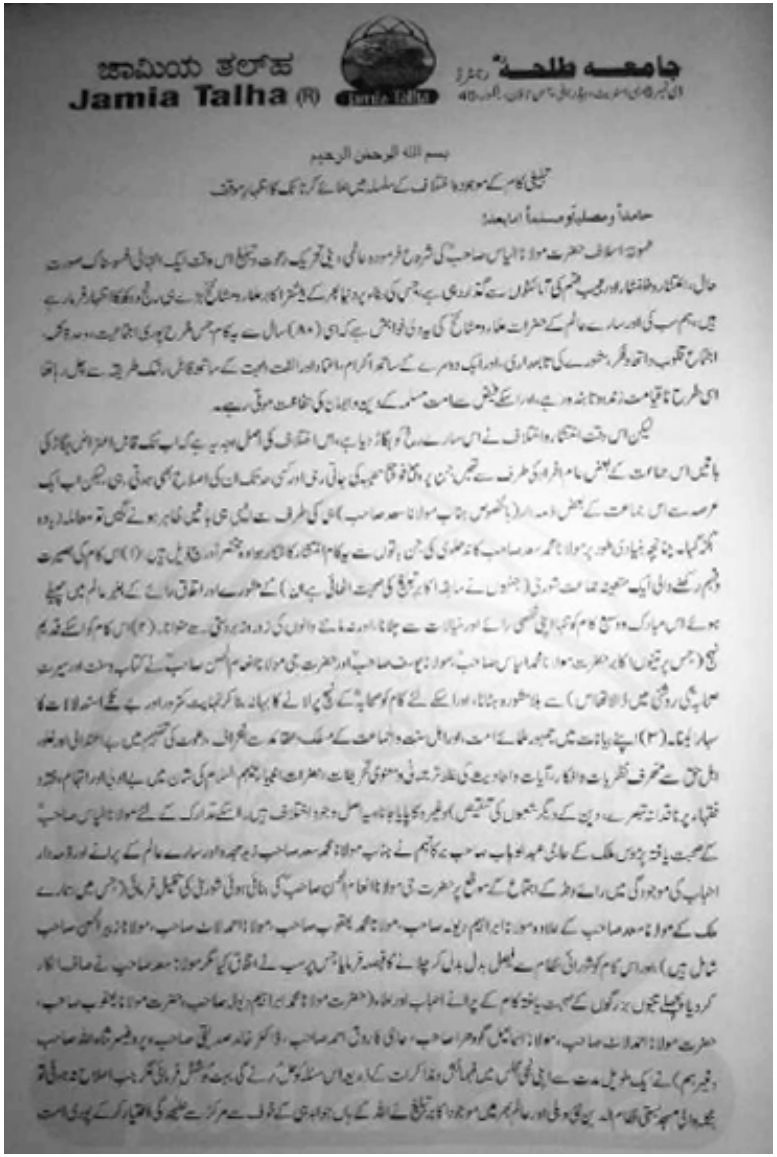

দারুল উলূম দেওবন্দের সমর্থনে তামিলনাড়ু ও তৎসংলগ্ন এলাকার উলামায়ে কেরামের ফতোয়া

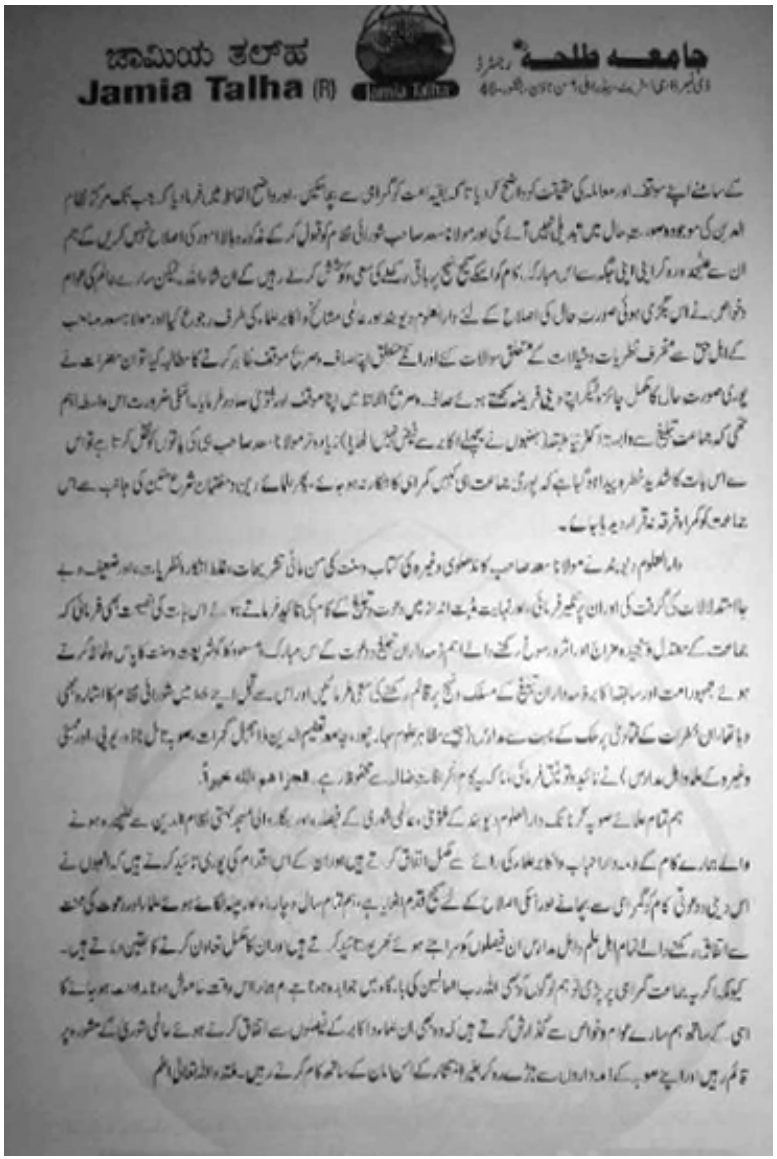

ಜಾಮಿಯ ತಲ್ಹ
Jamia Talha (R)
جامعہ طلحہ رجسٹرڈ

مسجد مدرسہ و درگاہ حضرت سید سلطان شاہ ٹرسٹ
نمبر 41، ہاسپٹل روڈ، شیواجی نگر، بنگلور۔51
MASJID MADRASA DARGAH HAZRATH SYED SULTAN SHAH TRUST
No. 41, Hospital Road, Shivajinagar, Bangalore - 560 051 Phone : 22864777

Ref :

Date : 29-12-2016

دارالعلوم دیوبند کے موقف کی تائید

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد!

دارالعلوم دیوبند نے حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے افکار و نظریات پر جس موقف کا اظہار کیا ہے ہم تمام حرف بحرف اسکی تائید کرتے ہیں، عامۃ المسلمین سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنے بیانات و ملاقات میں ان باتوں سے اجتناب کریں جس پر دارالعلوم دیوبند کے علماء و مفتیان کرام نے نکیر فرمائی ہے، دعوت و تبلیغ کی اس عالی محنت کی ذمہ داری کو ہر طرح کے افراط و تفریط سے پاک رکھ کر حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحبؒ، حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحبؒ نے جو رہنما اصول بتلائے ہیں اسکے مطابق نبھانے کی فکر فرمائیں۔ یہ بات واضح ہونی چاہئے کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ موقف دعوت و تبلیغ کے خلاف نہیں ہے بلکہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داروں کو دارالعلوم دیوبند نے متوجہ کیا ہے کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے کی سعی کریں۔

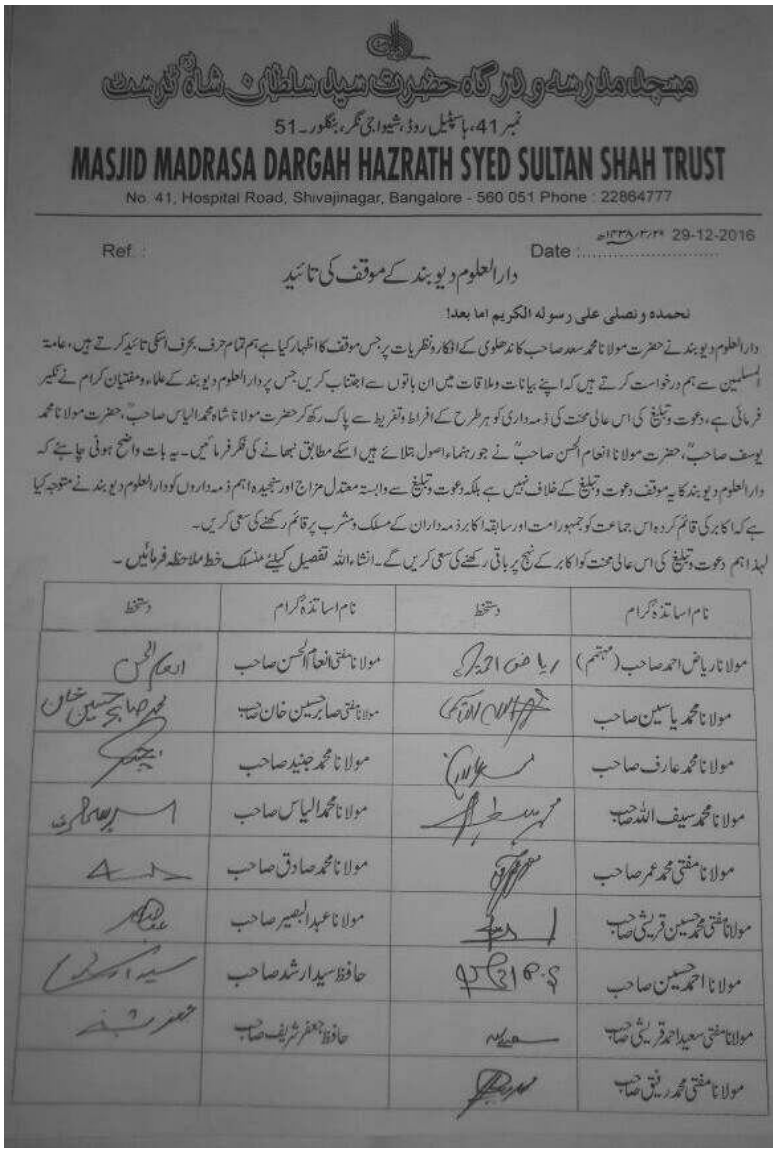

لہذا ہم دعوت و تبلیغ کی اس عالی محنت کو اکابر کے نہج پر باقی رکھنے کی سعی کریں گے۔ انشاء اللہ تفصیل کیلئے منسلک خط ملاحظہ فرمائیں۔

دستخط	نام اساتذہ کرام	دستخط	نام اساتذہ کرام
	مولانا مفتی انعام الحسن صاحب		مولانا ریاض احمد صاحب (مہتمم)
	مولانا مفتی صابر حسین خان صاحب		مولانا محمد یاسین صاحب
	مولانا محمد جنید صاحب		مولانا محمد عارف صاحب
	مولانا محمد الیاس صاحب		مولانا محمد سیف اللہ صاحب
	مولانا محمد صادق صاحب		مولانا مفتی محمد عمر صاحب
	مولانا عبد البصیر صاحب		مولانا مفتی محمد حسین قریشی صاحب
	حافظ سید ارشد صاحب		مولانا احمد حسین صاحب
	حافظ جعفر شریف صاحب		مولانا مفتی سعید احمد قریشی صاحب
			مولانا مفتی محمد رفیق صاحب

জামিয়া গায়সুল হুদার প্যাডে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতি সমর্থন

قائم شدہ: ۱۴۱۹ھ-۱۹۹۹ء

جامعہ غیث الہدیٰ بنگلور

پورے عالم کی عوام وخواص نے اس بگڑی ہوئی صورت حال کی اصلاح کے لئے دارالعلوم دیوبند اور عالمی مشائخ واکابر علماء کی طرف رجوع کیا اور مولانا محمد سعد صاحب کے اہل حق سے منحرف نظریات وخیالات کے متعلق سوالات کئے اور انکے متعلق اپنا صاف وصریح موقف ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا، تو ان حضرات نے پوری صورت حال کا مکمل جائزہ لیکر اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے صاف وصریح الفاظ میں فتاوی صادر فرمائے۔

یہ اہم ضرورت تھی کیونکہ جماعت تبلیغ سے وابستہ اکثر نیا طبقہ (جنہوں نے پچھلے اکابر سے فیض نہیں اٹھایا) زیادہ تر مولانا محمد سعد صاحب ہی کی باتوں کو نقل کرتا ہے، اس وجہ سے اس بات کا شدید خطرہ پیدا ہوگیا ہے کہ پوری جماعت ہی کہیں گمراہی کا شکار نہ ہوجائے، پھر علمائے دین ومفتیان شرع متین کی جانب سے اس جماعت کو گمراہ فرقہ نہ قرار دیدیا جائے۔

دارالعلوم دیوبند نے مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی وغیرہ کی کتاب وسنت کی من مانی تشریحات، غلط افکار ونظریات اور ضعیف وبے جا استدلالات کی گرفت کی اور ان پر نکیر فرمائی اور نہایت مثبت انداز میں دعوت وتبلیغ کے کام کی تائید فرماتے ہوئے اس بات کی نصیحت بھی فرمائی کہ جماعت کے معتدل وسنجیدہ مزاج اور راسخ رکھنے والے اہم ذمہ داران دعوت وتبلیغ کے اس مبارک ومسعود کام کو شریعت وسنت کا پاس ولحاظ کرتے ہوئے جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران تبلیغ کے مسلک ونہج پر قائم رکھنے کی سعی فرمائیں اور اس سے قبل دارالعلوم دیوبند نے اپنے خط میں شورائی نظام کا اشارہ بھی دیا تھا، ان حضرات کے فتاوی پر ملک کے بہت سے مدارس (مظاہر علوم سہارنپور، جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل گجرات، صوبہ تامل ناڈو، یوپی، اور ممبئی وغیرہ کے علماء واہل مدارس) نے تائید وتوثیق فرمائی، تاکہ یہ کام انحرافات ضالہ سے محفوظ رہے۔ فجزاھم اللہ خیراً۔

ہم تمام اساتذہ جامعہ "دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ" "عالمی شوریٰ کے فیصلہ" کا احترام کرتے ہیں اور بنگلہ والی مسجد بستی نظام الدین سے علحدہ ہونے والے کام کے ذمہ داراحباب واکابر علماء کی رائے سے مکمل اتفاق کرتے ہیں اور ان کے اس اقدام کی پوری تائید کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دینی ودعوتی کام کو گمراہی سے بچانے اور اسکی اصلاح کے لئے صحیح قدم اٹھایا ہے، ہم تمام سال وچار ماہ اور چلہ لگائے ہوئے علماء اور دعوت کی محنت سے اتفاق رکھنے والے تمام اہل علم واہل مدارس کے فیصلوں کو سراہتے ہوئے بھرپور تائید کرتے ہیں اور ان کا مکمل تعاون کرنے کا یقین دلاتے ہیں؛ کیونکہ اگر یہ جماعت گمراہی کا رخ اختیار کرلے، تو ہم لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جوابدہ ہونا ہے، ہمارا اس وقت خاموش رہنا مداہنت ہوجائے گا، نیز ہم تمام عوام وخواص سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی ان علماء واکابر کے فیصلوں سے اتفاق کرتے ہوئے عالمی شوریٰ کے مشورہ پر قائم رہیں اور اپنے صوبہ کے ذمہ داروں سے جڑ کر انتشار واختلاف سے گریز کرتے ہوئے امن امان کے ساتھ دینی کام میں لگے رہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

اساتذہ کرام	دستخط	اساتذہ کرام	دستخط
حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب رشادی		مولانا محمد ایوب پاشا صاحب قاسمی	
مولانا مفتی عبداللطیف صاحب قاسمی		مولانا عبدالقدوس صاحب رشادی	
مولانا محمد خلیل اللہ صاحب رشادی		مولانا محمد عادل صاحب قاسمی	
مولانا مفتی محمد طاہر حماد صاحب قاسمی		قاری نورالاسلام صاحب	
مولانا مفتی محمد طیب علی صاحب قاسمی		مولانا محمد اشرف علی صاحب رحیمی	
مولانا محمد انصر صاحب شاہی		حافظ افروز صاحب شاہی	
مولانا محمد طیب جواد صاحب قاسمی		حافظ کلیم اللہ صاحب	
مولانا مفتی محمد مظہر صاحب قاسمی		مولانا شیخ عمران صاحب	
مولانا مفتی مختار صاحب قاسمی		مولانا محمد مقصود صاحب	
[illegible]		[illegible]	

ಜಾಮಿಯಾ ಘೈಸುಲ್ ಹುದಾ JAMIA GHAISUL HUDA

ARABIC RESIDENTIAL COLLEGE

Shikari Palya, Near Electtronic City, Hosur Road, Bangalore - 560 105.
Ph : 28522603 Mobile : 98450 16443 Email: jamiaghaisulhuda@gmail.com

দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়ার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বেলগাম জেলার মুফতিয়ানে কেরাম, উলামা ও সাল-লাগানো তাবলিগি সাথীদের স্বাক্ষর

مولانا سعد صاحب کے نظریات پر ضلع بلگام کے علماء کرام ومدارس دینیہ کا موقف

صفحہ نمبر ۳

مفتی عبدالعزیز صاحب قاسمی نائب امیر شریعت وقاضی شہر بلگام		مولانا باشاہ صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء ضلع بلگام		مفتی قاسم صاحب قاسمی خطیب جمعہ مرکز کریم داد خان بلگام	
مولانا جمال الدین صاحب قاسمی سابق امام جامع مسجد بلگام		مولانا اقبال صاحب غواص اسد خاں کالونی بلگام		مولانا ساجد صاحب امام وخطیب چاند محلہ مسجد بلگام	
مولانا تنویر صاحب فلاحی امام وخطیب جامع مسجد بلگام		مولانا سلیم صاحب ندوی مہتمم مدرسہ سراج العلوم بالکندری		مولانا ریاض صاحب امام وخطیب صدیقیہ مسجد بلگام	

ضلع بلگام کے دستخط کرنے والے مدارس دینیہ کے ذمہ داران

مدرسہ سراج العلوم بالکندری بلگام مولانا سلیم صاحب	مدرسہ الحسن ایجوکیشنل ٹرسٹ مجمہ بلگام مفتی جہانگیر صاحب	دارالعلوم فرقانیہ بلگام مولانا مظہر صاحب	مکتب نعمانیہ اعظم نگر بلگام قاری ابرار صاحب
مدرسہ وصیۃ العلوم گوکاک بلگام حافظ جمشید صاحب	دارالعلوم سید محمد اقبال مڈگی بلگام مولانا ابوبکر صاحب	دارلعلوم گوکاک بلگام مولانا بشر صاحب	مدرسہ نظام العلوم ہنچاڑ مولانا ابوبکر صاحب
مدرسہ فیض العلوم انکلگی بلگام مولانا مدثر صاحب	مدرسہ سراج الحق کڑچی بلگام مولانا الطاف صاحب	مدرسہ تعلیم الدین سنودتی بلگام مولانا الیاس صاحب	مدرسہ شمش العلوم منوڑی بلگام حافظ عبدالمجید صاحب
مدرسہ انوار العلوم بیل ہونگل بلگام مولانا شوکت صاحب	مدرسہ سیدنا ابوبکر صدیق بیڑی بلگام مفتی شفیق صاحب	مدرسہ تحفیظ القرآن اتھنی بلگام مولانا مصطفیٰ صاحب	مدرسہ تعلیم الدین تی بلگام مولانا عباس صاحب
مدرسہ ظل الرحمن کا گواڑ بلگام مولانا ظل الرحمن صاحب	مدرسہ مفتاح العلوم کتور بیل ہونگل مفتی ہارون صاحب	مدرسہ سراج العلوم رامدرگ مولانا سراج صاحب	مدرسہ نور الہدیٰ سریان رامدرگ حافظ محمد راج احمد صاحب

ضلع بلگام کے دستخط کرنے والے سال لگائے ہوئے علماء کرام

مفتی نوشاد صاحب بالکندری بلگام	مفتی طفیل صاحب بلگام	مولانا عرفان صاحب ماریحال بلگام	مولانا مظہر صاحب بلگام
مولانا فیاض صاحب اسد خاں بلگام	مولانا حنیف صاحب بلگام	مولانا یوسف صاحب بلگام	مولانا مزمل صاحب بلگام
مولانا محمد عارف صاحب خانہ پور	مولانا معین الدین صاحب خانہ پور	مفتی شفیق صاحب بیڑی خانہ پور	مولانا محمد عارف صاحب پارشواڑ خانہ پور
مولانا افضل صاحب پارشواڑ خانہ پور	مفتی عبدالسلام پارشواڑ خانہ پور	مولانا شوکت صاحب بیل ہونگل	مولانا عقیل صاحب بیل ہونگل
مولانا تمیر صاحب بیل ہونگل	مولانا بلال صاحب بیل ہونگل	مولانا اکرام صاحب کتور بیل ہونگل	مولانا الیاس صاحب سنودتی
مولانا جمیل صاحب سنودتی	مولانا سکندر صاحب سنودتی	مولانا امتیاز صاحب سنودتی	مولانا محمد سراج صاحب رامدرگ
مولانا عبدالرحمن صاحب رامدرگ	مولانا محمد ہابیل صاحب رامدرگ	مفتی امام حسین صاحب رامدرگ	مولانا طلحہ صاحب چکوڑی
مولانا عبدالعظیم صاحب رائباغ	مولانا امتیاز صاحب رائباغ	مولانا امداد اللہ صاحب کڑچی رائباغ	مولانا شعیب صاحب اتھنی
مولانا عباس صاحب اتھنی	مولانا امتیاز صاحب اتھنی	مولانا زبیر صاحب اتھنی	مولانا عثمان صاحب کوجلگی گوکاک
مولانا عبداللہ صاحب کنور گوکاک	مولانا امام حسین صاحب مڈگی گوکاک	مولانا ابوبکر صاحب مڈگی گوکاک	مولانا ابراہیم صاحب مڈگی گوکاک

বেলগামের ১৩৭ জন আলিম, ২০ টি মাদরাসা ও ৬৪ জন হাফেযের স্বাক্ষর

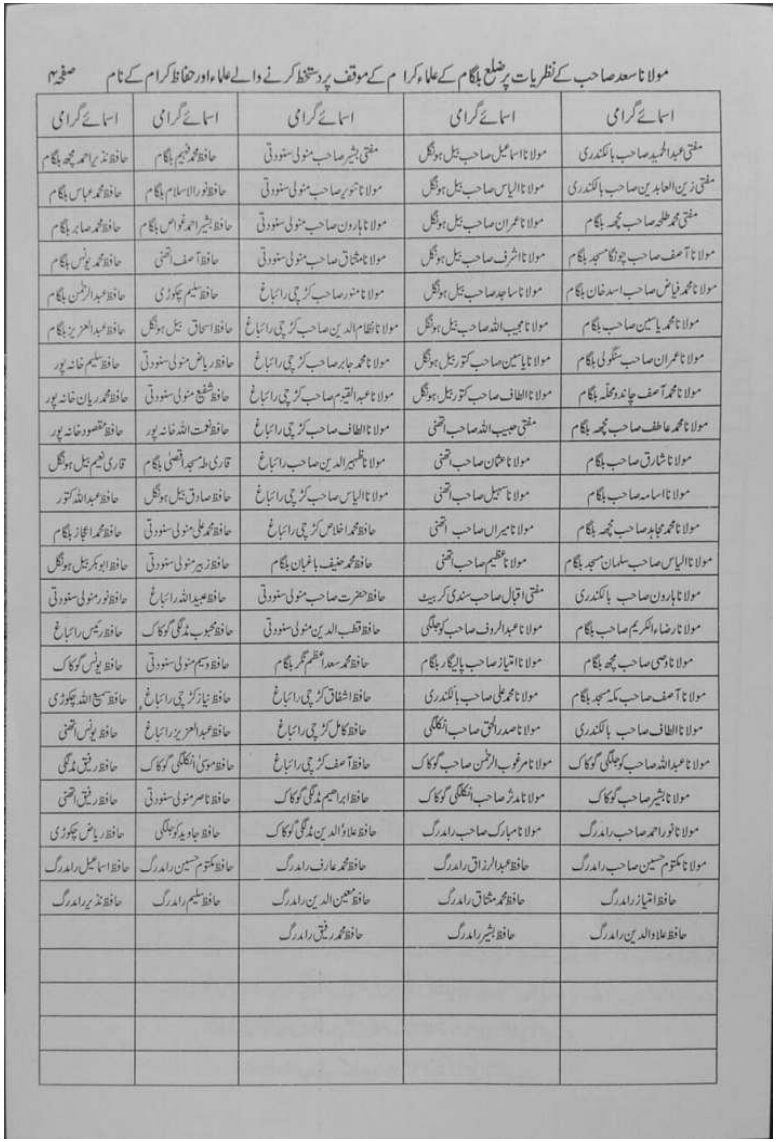

مولانا سعد صاحب کے نظریات پر ضلع بلگام کے علماء کرام کے موقف پر دستخط کرنے والے علماء اور حفاظ کرام کے نام — صفحہ ۴

اسمائے گرامی	اسمائے گرامی	اسمائے گرامی	اسمائے گرامی	اسمائے گرامی
مفتی عبدالحمید صاحب بالکندری	مولانا اسماعیل صاحب بیل ہونگل	مفتی بشیر صاحب منولی سنودتی	حافظ محمد فہیم بلگام	حافظ نذیر احمد مچھ بلگام
مفتی زین العابدین صاحب بالکندری	مولانا الیاس صاحب بیل ہونگل	مولانا تنویر صاحب منولی سنودتی	حافظ نور الاسلام بلگام	حافظ محمد عباس بلگام
مفتی محمد طلحہ صاحب مچھ بلگام	مولانا عمران صاحب بیل ہونگل	مولانا ہارون صاحب منولی سنودتی	حافظ بشیر احمد غواس بلگام	حافظ محمد صابر بلگام
مولانا آصف صاحب چونگا مسجد بلگام	مولانا اشرف صاحب بیل ہونگل	مولانا مشتاق صاحب منولی سنودتی	حافظ آصف اتھنی	حافظ محمد یونس بلگام
مولانا محمد فیاض صاحب اسد خان بلگام	مولانا ساجد صاحب بیل ہونگل	مولانا منور صاحب کڑچی رائباغ	حافظ سلیم چکوڑی	حافظ عبدالرحمن بلگام
مولانا محمد یاسین صاحب بلگام	مولانا مجیب اللہ صاحب بیل ہونگل	مولانا نظام الدین صاحب کڑچی رائباغ	حافظ اسحاق بیل ہونگل	حافظ عبدالعزیز بلگام
مولانا عمران صاحب سنگولی بلگام	مولانا یاسین صاحب کتور بیل ہونگل	مولانا محمد جابر صاحب کڑچی رائباغ	حافظ ریاض منولی سنودتی	حافظ سلیم خانہ پور
مولانا محمد آصف چاندو محلہ بلگام	مولانا الطاف صاحب کتور بیل ہونگل	مولانا عبدالقیم صاحب کڑچی رائباغ	حافظ شفیع منولی سنودتی	حافظ محمد ریان خانہ پور
مولانا محمد عاطف صاحب مچھ بلگام	مفتی حبیب اللہ صاحب اتھنی	مولانا الطاف صاحب کڑچی رائباغ	حافظ نعمت اللہ خانہ پور	حافظ مقصود خانہ پور
مولانا شارق صاحب بلگام	مولانا عثمان صاحب اتھنی	مولانا ظہیر الدین صاحب رائباغ	قاری طٰہ مسجد اقصیٰ بلگام	قاری نعیم بیل ہونگل
مولانا اسامہ صاحب بلگام	مولانا سہیل صاحب اتھنی	مولانا الیاس صاحب کڑچی رائباغ	حافظ صادق بیل ہونگل	حافظ عبداللہ کتور
مولانا محمد مجاہد صاحب مچھ بلگام	مولانا میراں صاحب اتھنی	حافظ محمد اخلاص کڑچی رائباغ	حافظ محمد علی منولی سنودتی	حافظ محمد اعجاز بلگام
مولانا الیاس صاحب سلمان مسجد بلگام	مولانا عظیم صاحب اتھنی	حافظ محمد حنیف باغبان بلگام	حافظ زبیر منولی سنودتی	حافظ ابوبکر بیل ہونگل
مولانا ہارون صاحب بالکندری	مفتی اقبال صاحب سندی کربیٹ	حافظ حضرت صاحب منولی سنودتی	حافظ عبیداللہ رائباغ	حافظ نور منولی سنودتی
مولانا رضاء الکریم صاحب بلگام	مولانا عبدالروف صاحب کوجلگی	حافظ قطب الدین منولی سنودتی	حافظ محبوب مڈگی گوکاک	حافظ رئیس رائباغ
مولانا وصی صاحب مچھ بلگام	مولانا امتیاز صاحب پالیگار بلگام	حافظ محمد سعد اعظم نگر بلگام	حافظ وسیم منولی سنودتی	حافظ یونس گوکاک
مولانا آصف صاحب مکہ مسجد بلگام	مولانا محمد علی صاحب بالکندری	حافظ اشفاق کڑچی رائباغ	حافظ نیاز کڑچی رائباغ	حافظ سمیع اللہ چکوڑی
مولانا الطاف صاحب بالکندری	مولانا صدر الحق صاحب انکلگی	حافظ کامل کڑچی رائباغ	حافظ عبدالعزیز رائباغ	حافظ یونس اتھنی
مولانا عبداللہ صاحب کوجلگی گوکاک	مولانا مرغوب الرحمن صاحب گوکاک	حافظ آصف کڑچی رائباغ	حافظ موسیٰ انکلگی گوکاک	حافظ رفیق مڈگی
مولانا بشیر صاحب گوکاک	مولانا مدثر صاحب انکلگی گوکاک	حافظ ابراہیم مڈگی گوکاک	حافظ ناصر منولی سنودتی	حافظ رفیق اتھنی
مولانا نور احمد صاحب رامدرگ	مولانا مبارک صاحب رامدرگ	حافظ علاؤالدین مڈگی گوکاک	حافظ جاوید کوجلگی	حافظ ریاض چکوڑی
مولانا مکتوم حسین صاحب رامدرگ	حافظ عبدالرزاق رامدرگ	حافظ محمد عارف رامدرگ	حافظ مکتوم حسین رامدرگ	حافظ اسماعیل رامدرگ
حافظ امتیاز رامدرگ	حافظ محمد مشتاق رامدرگ	حافظ معین الدین رامدرگ	حافظ سلیم رامدرگ	حافظ نذیر رامدرگ
حافظ علاؤالدین رامدرگ	حافظ بشیر رامدرگ	حافظ محمد رفیق رامدرگ		

দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়ার সমর্থনে বেলগাম জেলার তাবলীগের সালের সাথীদের স্বাক্ষর

صفحہ نمبر ۵

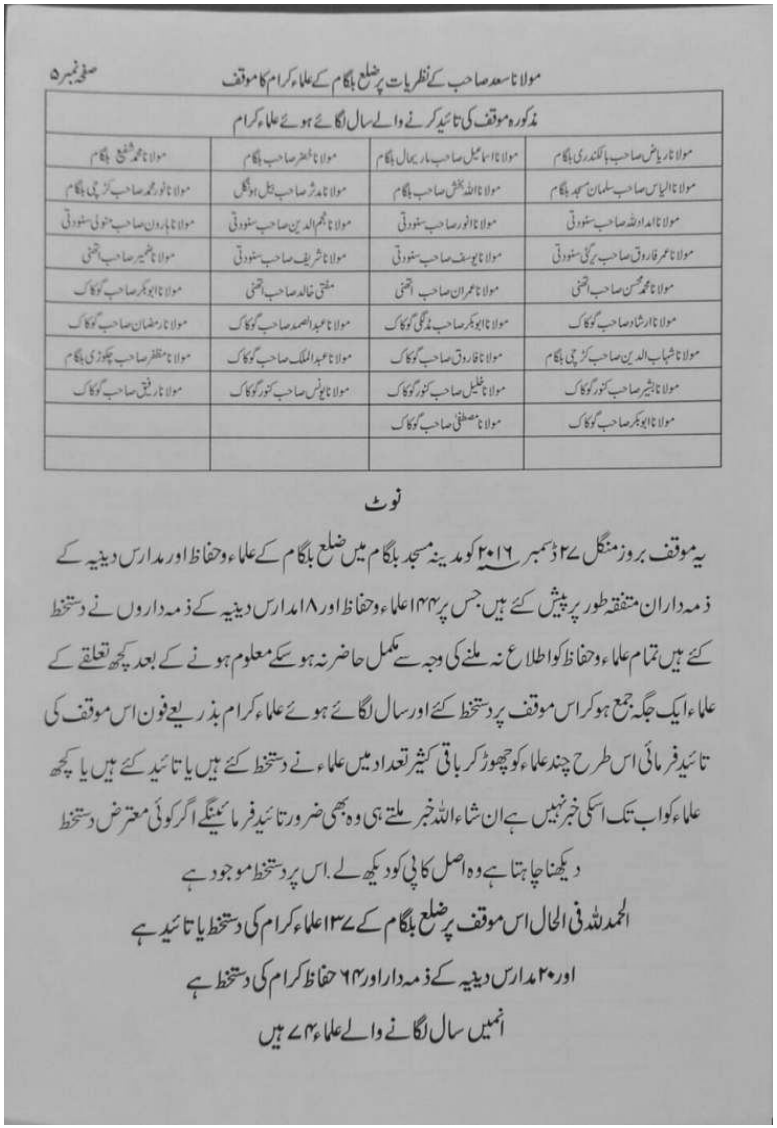

مولانا سعد صاحب کے نظریات پر ضلع بلگام کے علماء کرام کا موقف

مذکورہ موقف کی تائید کرنے والے سال لگائے ہوئے علماء کرام			
مولانا ریاض صاحب بالکندری بلگام	مولانا اسماعیل صاحب ماریہال بلگام	مولانا مظہر صاحب بلگام	مولانا محمد شفیع بلگام
مولانا الیاس صاحب سلمان مسجد بلگام	مولانا اللہ بخش صاحب بلگام	مولانا مدثر صاحب بیل ہونگل	مولانا نور محمد صاحب کڑچی بلگام
مولانا امداد اللہ صاحب سنودتی	مولانا انور صاحب سنودتی	مولانا نجم الدین صاحب سنودتی	مولانا ہارون صاحب منولی سنودتی
مولانا عمر فاروق صاحب یرگی سنودتی	مولانا یوسف صاحب سنودتی	مولانا شریف صاحب سنودتی	مولانا ضمیر صاحب اتھنی
مولانا محمد محسن صاحب اتھنی	مولانا عمران صاحب اتھنی	مفتی خالد صاحب اتھنی	مولانا ابوبکر صاحب گوکاک
مولانا ارشاد صاحب گوکاک	مولانا ابوبکر صاحب مڈگی گوکاک	مولانا عبدالصمد صاحب گوکاک	مولانا رمضان صاحب گوکاک
مولانا شہاب الدین صاحب کڑچی بلگام	مولانا فاروق صاحب گوکاک	مولانا عبدالملک صاحب گوکاک	مولانا مظفر صاحب چکوڑی بلگام
مولانا بشیر صاحب کنور گوکاک	مولانا خلیل صاحب کنور گوکاک	مولانا یونس صاحب کنور گوکاک	مولانا رفیق صاحب گوکاک
مولانا ابوبکر صاحب گوکاک	مولانا مصطفیٰ صاحب گوکاک		

نوٹ

یہ موقف بروز منگل ۲۷ ڈسمبر ۲۰۱۶ کو مدینہ مسجد بلگام میں ضلع بلگام کے علماء وحفاظ اور مدارس دینیہ کے ذمہ داران متفقہ طور پر پیش کئے ہیں جس پر ۱۴۴ علماء وحفاظ اور ۱۸ مدارس دینیہ کے ذمہ داروں نے دستخط کئے ہیں تمام علماء وحفاظ کو اطلاع نہ ملنے کی وجہ سے مکمل حاضر نہ ہو سکے معلوم ہونے کے بعد کچھ تعلق کے علماء ایک جگہ جمع ہو کر اس موقف پر دستخط کئے اور سال لگائے ہوئے علماء کرام بذریعہ فون اس موقف کی تائید فرمائی اس طرح چند علماء کو چھوڑ کر باقی کثیر تعداد میں علماء نے دستخط کئے ہیں یا تائید کئے ہیں یا کچھ علماء کو اب تک اسکی خبر نہیں ہے ان شاء اللہ خبر ملتے ہی وہ بھی ضرور تائید فرمائینگے اگر کوئی معترض دستخط دیکھنا چاہتا ہے وہ اصل کاپی کو دیکھ لے. اس پر دستخط موجود ہے

الحمدللہ فی الحال اس موقف پر ضلع بلگام کے ۱۳۷ علماء کرام کی دستخط یا تائید ہے

اور ۲۰ مدارس دینیہ کے ذمہ دار اور ۶۴ حفاظ کرام کی دستخط ہے

انمیں سال لگانے والے علماء ۴۷ ہیں

কর্নাটক প্রদেশের বিভিন্ন জেলার উলামায়ে কেরামের সমর্থন ও স্বাক্ষর

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

تبلیغی کام کے موجودہ اختلاف کے سلسلہ میں

حلقہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(شہر بنگلور، صوبۂ کرناٹک، انڈیا) کے علماء و مفتیان اور ائمہ کرام کا اظہارِ موقف

حامداً و مصلیاً و مسلماً امابعد !

میں بے ادبی، فقہ و فقہاء پر ناقدانہ تبصرے، دین کے دیگر شعبوں کی تنقیص) کا پایا جانا وغیرہ، یہ اصل وجوہِ اختلاف ہیں۔

اسکے تدارک کے لئے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی صحبت یافتہ پڑوس ملک کے حاجی عبدالوھاب صاحب دامت برکاتہم نے جناب مولانا محمد سعد صاحب زید مجدہ اور سارے عالم کے پرانے اور ذمہ دار احباب کی موجودگی میں رائے ونڈ کے اجتماع کے موقع پر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحبؒ کی بنائی ہوئی شوریٰ (جس میں سب کا انتقال ہو کر صرف دو حضرات بچ گئے ہیں اس) کی تکمیل فرمائی، جس میں ہمارے ملک کے مولانا سعد صاحب کے ساتھ حضرت مولانا ابراھیم دیولہ صاحب، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب، اور مولانا زہیر الحسن صاحب کا اضافہ ہوا، اور اس کام کو فیصل بدل بدل کر شورائی نظام سے چلانے کا فیصلہ کیا گیا جس پر سب نے اتفاق کیا مگر مولانا محمد سعد صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ پچھلے تینوں بزرگوں کی صحبت یافتہ کام کے پرانے احباب اور علماء (حضرت مولانا محمد ابراھیم دیولہ صاحب، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب، مولانا اسماعیل گودھرا صاحب، حاجی فاروق احمد صاحب، ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب، پروفیسر ثناء اللہ صاحب وغیرھم) نے ایک طویل مدت سے اپنی نجی مجلسوں میں موصوف (مولانا سعد صاحب) کے ساتھ فہمائش و مذاکرات کے ذریعہ اس مسئلہ کو حل کرنے کی بہت کوشش فرمائی مگر انہیں اس میں ناکامی ہی ہوئی اور اصلاح حال سے مایوسی ہوگئی تو

نمونۂ اسلاف حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی شروع فرمودہ عامی دینی تحریک دعوت و تبلیغ اس وقت ایک انتہائی افسوسناک صورتِ حال، انتشار و خلفشار اور عجیب قسم کی آزمائشوں سے گذر رہی ہے، جس کی بناء پر دنیا بھر کے بیشتر اکابر علماء و مشائخ بڑے ہی رنج و دکھ کا اظہار فرما رہے ہیں، ہم سب کی اور سارے عالم کے حضرات علماء و مشائخ کی یہ دلی خواہش ہے کہ اسی (۸۰) سال سے یہ کام جس طرح پوری اجتماعیت، وحدۃ کلمہ، اجتماعِ قلوب و اتحادِ فکر، مشورے کی تابعداری، اور ایک دوسرے کے ساتھ اکرام، اعتماد اور الفت و محبت کے ساتھ قابل رشک طریقہ سے چل رہا تھا اسی طرح تاقیامت زندہ و تابندہ رہے، اور اسکے فیض سے امتِ مسلمہ کے دین و ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔

لیکن اس وقت ایک انتشار و اختلاف نے اس کے سارے رخ کو بگاڑ دیا ہے، اس اختلاف کی اصل وجہ (جو اس کام کی پہلی صف کے عالمی سطح کے بزرگوں سے معلوم ہوئی وہ) یہ ہے کہ اب تک اس میں بگاڑ کی قابل اعتراض باتیں اس جماعت کے بعض عام افراد کی طرف سے تھیں جن پر وقتاً فوقتاً تنبیہ کی جاتی رہی اور کسی حد تک ان کی اصلاح بھی ہوتی رہی، لیکن اب ایک عرصہ سے اس جماعت کے بعض ذمہ دار (بالخصوص جناب مولانا محمد سعد صاحب) ہی کی طرف سے ایسی ہی باتیں ظاہر ہونے لگیں تو معاملہ زیادہ بگڑا اور تشویشناک حد تک پہنچ گیا۔ چنانچہ بنیادی طور پر مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کی جن باتوں کو اس کام کے انتشار کا اصل سبب قرار دیا گیا ہے وہ مختصراً درج ذیل ہیں:

(۱) سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کام کی فہم و بصیرت رکھنے والے حضراتِ اکابر (جنہوں نے سابقہ تینوں اکابر کی صحبت اٹھائی اور اپنی زندگی کا اکثر حصہ دعوت و تبلیغ کے کام میں مرکز نظام الدین کے تقاضوں پر صرف کر دیا اور ان کے ذریعہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک و براعظم میں یہ کام پہنچا، متعارف ہوا، اور زیادہ تر انہی حضراتِ اکابر سے ان ملکوں کے اور ہمارے ملک کے پرانوں نے اس کام کا اسلوب و نہج سیکھا ان) کے مشورے اور اتفاق رائے کے بغیر سارے عالم کے تقریباً دوسو (۲۰۰) ملکوں میں پھیلے ہوئے اس مبارک و وسیع کام کو تنہا ایک شخص (مولانا سعد صاحب) کا اپنی شخصی رائے اور خیالات سے چلانا، اور نہ ماننے والوں کو زور و زبردستی سے منوانا۔ (۲) اس کام کو اسکے قدیم و غیر متنازعہ اور متفق علیہ نہج (جس پر امت کو تینوں اکابر حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ، مولانا محمد یوسف صاحبؒ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحبؒ نے کتاب و سنت اور سیرتِ صحابہؓ کی روشنی میں ڈالا تھا اور ملک کے اکابر علماء و مشائخ کو اس پر پورا انشراح و اطمنان تھا اس نہج) سے بلا مشورہ بے ضرورت ہٹانا، اور اسکے لئے کام کو صحابہؓ کے نہج پر لانے کا بہانہ بنا کر نہایت کمزور اور بے تکے استدلالات کا سہارا لینا۔ (۳) تیسری اور اہم وجہ یہ کہ اپنے بیانات میں جمہور علمائے امت، اور اہل سنت والجماعت کے مسلک و عقائد سے انحراف،

بالآخر بنگلہ والی مسجد بستی نظام الدین نئی دہلی اور عالم بھر میں موجود اکابر تبلیغ نے اللہ کے ہاں جوابدہی کے خوف سے مرکز سے علحدگی اختیار کرکے پوری امت کے سامنے اپنے موقف اور معاملہ کی حقیقت کو واضح کر دینا اہم فریضہ سمجھا تاکہ امت کو گمراہی سے بچایا جا سکے، اور واضح الفاظ میں فرمادیا کہ مرکز نظام الدین کی موجودہ صورتِ حال سے ہم راضی نہیں ہیں اور جب تک اس صورت حال میں تبدیلی نہیں آئے گی اور مولانا سعد صاحب خود رائی نظام کو چھوڑ کر شورائی نظام کو قبول کر کے مذکورہ بالا امور کی اصلاح نہیں کریں گے ہم ان سے علحدہ رہ کر اپنی اپنی جگہ سے اس مبارک کام کو اسکے صحیح نہج پر باقی رکھنے کی سعی اور جدوجہد کرتے رہیں گے ان شاء اللہ، اور یہی بات انہوں نے سارے عالم سے بھی کہہ دی۔ مگر سارے عالم کے عوام و خواص بے چین تھے انہوں نے اس بگڑی ہوئی صورتِ حال کی اصلاح کے لئے دارالعلوم دیوبند اور عالمی مشائخ و اکابر علماء کی طرف رجوع کیا اور اس مسئلہ کے حل کے لئے آگے آنے کی درخواست کی اور بالخصوص مولانا محمد سعد صاحب کے اہل حق سے منحرف نظریات و خیالات کے متعلق سوالات کئے اور انکے متعلق اپنا صاف و صریح موقف ظاہر کرنے کا پرزور مطالبہ کیا تو دارالعلوم دیوبند کے مہتمم اور اساتذہ و مفتیان حضرات نے پوری صورتِ حال کا مکمل جائزہ لیکر اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے صاف و صریح الفاظ میں اپنا موقف اور فتوی صادر فرمایا۔ جس میں انہوں نے مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی وغیرہ کی کتاب و سنت کی من مانی تشریحات، غلط افکار و نظریات، اور ضعیف و بے جا استدلالات کی گرفت کی اور ان پر نکیر فرمائی، اور نہایت مثبت انداز میں دعوت و تبلیغ کے کام کی تائید فرمائی اور اسی کے ساتھ یہ نصیحت بھی فرمائی کہ جماعت کے معتدل و سنجیدہ مزاج اور اثر و رسوخ رکھنے والے اہم ذمہ داران اس مبارک و مسعود کام کو شریعت و سنت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے جمہور امت اور سابقہ اکابرِ تبلیغ کے مسلک و منہج پر قائم رکھنے کی سعی فرمائیں، اور اس سے قبل انہوں نے اپنے خط میں شورائی نظام کا اشارہ بھی دیا تھا، ان حضرات کے فتاویٰ پر ہند و بیرون ہند کے بہت سے مدارس (جیسے مظاہر علوم سہارنپور، جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل گجرات، صوبہ تامل ناڈو، کانپور و میرٹھ صوبہ یوپی، دہلی، پنجاب، میوات، ممبئی، بنگلہ دیش، اور جنوبی افریقہ وغیرہ کے علماء و اہل مدارس) نے اسکی تائید و توثیق فرمائی، تاکہ یہ کام انحرافاتِ ضالہ سے محفوظ رہے فجزاھم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔

اسکی ضرورت اس واسطہ اہم تھی کہ جماعتِ تبلیغ سے وابستہ اکثر نیا طبقہ (جنہوں نے پچھلے اکابر سے فیض نہیں اٹھایا اور نہ ان سے واقف ہے وہ) زیادہ تر مولانا سعد صاحب ہی کی باتوں کو نقل کرتا ہے تو اس سے اس بات کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ پوری جماعت ہی کہیں اس گمراہی کا شکار نہ ہو جائے، پھر علمائے دین و مفتیانِ شرعِ متین کی جانب سے اس جماعت کو گمراہ فرقہ نہ قرار دیدیا جائے۔

لہذا ہم تمام صوبہ کرناٹک کے علماء (۱) دارالعلوم دیوبند کے فتوی، (۲) عالمی شوریٰ کے فیصلے، اور (۳) بنگلہ والی مسجد کی حضرت نظام الدین سے علحدہ ہونے والے ہمارے کام کے ذمہ دار احباب و اکابر علماء کے مشورے (تینوں باتوں) سے مکمل اتفاق کرتے ہیں اور ان حضرات کے اس اقدام کی پوری تائید کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دینی و دعوتی کام کو گمراہی سے بچانے اور اسکی اصلاح کے لئے بروقت صحیح قدم اٹھایا ہے، اگر خدانخواستہ ہمارے اکابر کی قائم کردہ یہ جماعت گمراہی کا شکار ہوگئی تو ہم سب لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جوابدہ ہونا پڑے گا، ہمارا اس وقت خاموش رہنا اور حق کی تائید نہ کرنا مداہنت ہوگا، لہذا ہم تمام سال و چار ماہ اور چلہ لگائے ہوئے علماء اور دعوت کے کام سے اتفاق رکھنے والے تمام اہل علم و اہل مدارس ان فیصلوں کو سراہتے ہوئے بھرپور تائید کرتے ہیں اور ان کا مکمل تعاون کرنے کا یقین دلاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم صوبے کے تمام ساتھیوں سے خیرخواہانہ طور پر گذارش کرتے ہیں کہ وہ بھی ان علماء و اکابر کے تینوں فیصلوں سے اتفاق کرتے ہوئے عالمی شوریٰ کے مشورہ پر قائم رہیں اور اپنے صوبہ کے ذمہ داروں سے جڑے رہ کر اخلاص کے ساتھ بلا انتشار، امن و امان سے اس تبلیغ کے کام کو انجام دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے آمین۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بتاریخ: ۱۹/ربیع الثانی ۱۴۳۸ھ، ۱۸/جنوری ۲۰۱۷ء

دستخط کنندہ علماء و مفتیان کرام

شمارہ نمبر	اسمائے گرامی علماء و مفتیان	مصروفیت	وقت کتنا لگا	دستخط
۱	مولانا حبیب بیگ صاحب	امامت	ایک چار ماہ	[illegible]
۲	مولانا محمد مدثر	امامت و مدرس	ایک سال	[illegible]
۳	مولانا جنید صاحب	تجارت	ایک سال	[illegible]
۴	مولانا ابوذر صاحب		ایک سال	[illegible]
۵	مولانا محمد سلمان صاحب		چار ماہ	[illegible]

আওরঙ্গাবাদের উলামায়ে কেরামের সমর্থন

سن قیام ۱۹۴۳ء مطابق ۱۳۶۲ھ

دفتر مجلس علماء مراٹھواڑہ اورنگ آباد 431001

نظام الدین درگاہ روڈ، شاہ گنج، بکل گوڑہ گلی نمبر (۲) عقب کرانہ دکان اورنگ آباد، مہاراشٹر

موبائیل (دفتر) 9421413823,09742305615

کارگذار صدر
مولانا محمد معین الدین قاسمی
(ناندیڑ)
9422231970
ناظم و معتمد
مولانا محمد عبداللہ قاسمی
(اورنگ آباد)
9742305615
آفس سکیریٹری
مفتی محمد معزالدین قاسمی
(اورنگ آباد)
9422702747
سینئر نامور اراکین
مولانا محمد مجیب الدین قاسمی
(اورنگ آباد)
مولانا محفوظ الرحمن فاروقی
(اورنگ آباد)
9822629596
مفتی اسحاق قاسمی
(مانوت)
مولانا شیخ احمد کاشفی
(بیڑ)
مولانا معزالدین فاروقی ندوی
(اورنگ آباد)
9890034368

12-12-016
۱۲/۳/۱۴۳۸ھ

محترم المقام مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی قاسمی صاحب مدظلہٗ
مہتمم جامعہ اسلامیہ دارالعلوم، دیوبند (یوپی)

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہٗ!

امید کہ مزاج عالی بعافیت ہوں۔ طالب خیر مع الخیر ہے۔ آنمحترم اور مفتیانِ کرام دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ایک فتویٰ میڈیا اور واٹس ایپ پر آیا ہے۔ جس پر آنمحترم کی دستخط پر ۳-۵-۳۸ھ کی تاریخ رقم ہے۔ اس فتوے میں جن سوالات اور استفتاءات کی اور مولانا محمد سعد صاحب مدظلہٗ کاندھلوی جو مرکز تبلیغ بنگلہ والی مسجد بستی حضرت نظام الدین اولیاءؒ دہلی کے مختلف بیانات کے اقتباسات کی روشنی میں مرتب ہے، بہت ضروری ہے اور دینی فریضہ ہے تاکہ علماء حقانی اور مشائخ ربانی غور وفکر کریں اور دارالعلوم کے فتوے کی تائید اور حتی الامکاں سعی بلیغ کریں کہ جماعت تبلیغ کے مبارک کام کو غلط نظریات وافکار بلکہ مسلک حق اہل سنت کے عقائد کو آمیزش سے بچائیں۔

اس سلسلے میں احقر بندہ ہیچمدان ورفقاء کرام کی رائے ہے کہ: اس فتوے کی دونوں دارالعلوم دیوبند اور دونوں مظاہر العلوم سہارنپور جامعہ مرادآباد، جلال آباد، گنگوہ مسلک حق کے پورے ملک میں پھیلے ہوئے ممتاز ادارے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور اس کی شاخیں، دارالعلوم تاج المساجد بھوپال پھر ہندوستان کے علاوہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ممتاز اداروں کے ذمہ داران ومفتیان عظام کی تائید وتوثیق لی جائے اور جملہ تنظیموں بشمول جمعیۃ العلماء ہند کے دونوں رفیق۔ الغرض مسلک حق اور حقیقی اہل سنت والجماعۃ جو ارشاد نبوی مَا اَنَا عَلَیْہِ وَ اَصْحَابِی کا مصداق ہیں ان سب سے تائید لے کر ایک ہماری جماعت (جس کو دارالعلوم دیوبند سے نسبت ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحبؒ، حضرت مولانا محمود حسنؒ دیوبندی کے تلمیذ وتربیت یافتہ تھے) غلط رخ پر جانے اور غلط عقائد وافکار اور نظریات کی آمیزش سے بچ جائیں اور دارالعلوم دیوبند وعلماءِ حقانی کے بروقت اقدام سے جماعت تبلیغ انتشار سے محفوظ ہو جائے اور دعوتی اصلاحی کام عالمی سطح پر ہمیشہ جاری وساری رہے۔

۱- محمد معین الدین قاسمی
۲-
۳- محمد سرور قاسمی
۴- عبدالرزاق رشیدی

তামিলনাড়ুর উলামায়ে কেরাম
ও মুফতিয়ানে কেরামের সমর্থন

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

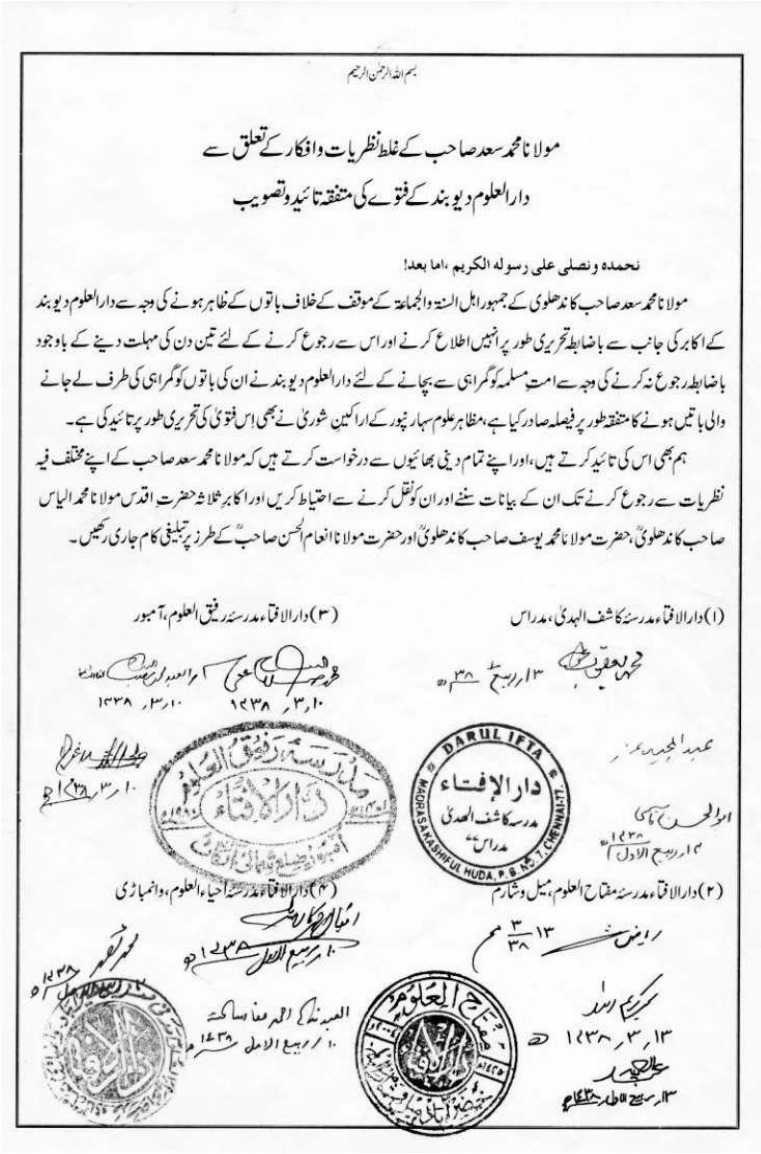

مولانا محمد سعد صاحب کے غلط نظریات وافکار کے تعلق سے
دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی متفقہ تائید وتصویب

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد!

مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے موقف کے خلاف باتوں کے ظاہر ہونے کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کے اکابر کی جانب سے باضابطہ تحریری طور پر انہیں اطلاع کرنے اور اس سے رجوع کرنے کے لئے تین دن کی مہلت دینے کے باوجود باضابطہ رجوع نہ کرنے کی وجہ سے امتِ مسلمہ کو گمراہی سے بچانے کے لئے دارالعلوم دیوبند نے ان کی باتوں کو گمراہی کی طرف لے جانے والی باتیں ہونے کا متفقہ طور پر فیصلہ صادر کیا ہے، مظاہر علوم سہارنپور کے اراکینِ شوریٰ نے بھی اس فتویٰ کی تحریری طور پر تائید کی ہے۔

ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں، اور اپنے تمام دینی بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ مولانا محمد سعد صاحب کے اپنے مختلف فیہ نظریات سے رجوع کرنے تک ان کے بیانات سننے اور ان کو نقل کرنے سے احتیاط کریں اور اکابر ثلاثہ حضرتِ اقدس مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلویؒ، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلویؒ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحبؒ کے طرز پر تبلیغی کام جاری رکھیں۔

(۱) دارالافتاء مدرسۃ کاشف الہدیٰ، مدراس

(۳) دارالافتاء مدرسۃ رفیق العلوم، آمبور

DARUL IFTA
دار الإفتاء
مدرسہ کاشف الہدیٰ
مدراس
MADRASA KASHIFUL HUDA, P.B. NO. 7, CHENNAI-7

(۲) دارالافتاء مدرسۃ مفتاح العلوم، میل وشارم

(۴) دارالافتاء مدرسۃ احیاء العلوم، وانمباڑی

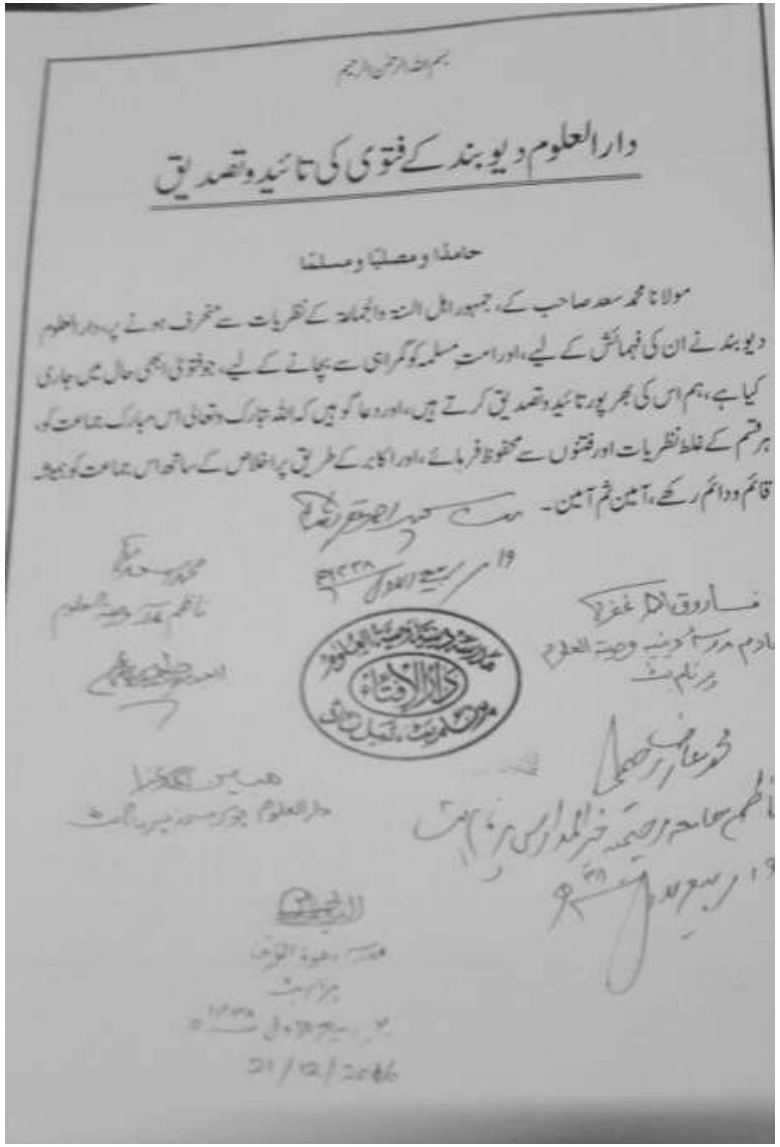

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دارالعلوم دیوبند کے فتوی کی تائید وتصدیق

حامدا ومصلیا ومسلما

مولانا محمد سعد صاحب کے، جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے نظریات سے منحرف ہونے پر، دارالعلوم دیوبند نے ان کی فہمائش کے لیے، اور امت مسلمہ کو گمراہی سے بچانے کے لیے، جو فتوی ابھی حال میں جاری کیا ہے، ہم اس کی بھرپور تائید وتصدیق کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک وتعالی اس مبارک جماعت کو، ہر قسم کے غلط نظریات اور فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اکابر کے طریق پر اخلاص کے ساتھ اس جماعت کو بھی قائم ودائم رکھے، آمین ثم آمین۔

ভারতের তৃতীয় বিখ্যাত কওমি মাদরাস ঢাভেল ও গুজরাটের আলেমদের সমর্থন

MAJLIS-E-TAHAFFUZ-E-MADARIS-E-GUJARAT
C/O. JAMIAH ULOOMUL QURAN,
BY PASS ROAD, AT & PO. JAMBUSAR DIST.
BHARUCH-392150 (GUJARAT)
Branch : Rabta-e-Madaris-e-Arbiyyah Darul Uloom Deoband

GUJARAT

مجلس تحفظ مدارس گجرات
جامعہ علوم القرآن، جمبوسر
بائی پاس روڈ، جمبوسر، ضلع بھروچ، گجرات
شاخ: رابطہ مدارس عربیہ دارالعلوم دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تاریخ: ۸/ربیع الاول ۱۴۳۸ھ ۸/دسمبر/۲۰۱۶م

حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم
(مہتمم دارالعلوم دیوبند)

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نظام الدین، مرکز تبلیغ کے پلیٹ فارم سے جناب مولانا سعد کاندھلوی صاحب کے جو افکار وخیالات، وقتاً فوقتاً عوام وخواص تک پہنچ رہے تھے، ان کے متعلق ملک وبیرون ملک کے اہل علم کے درمیان پچھلے کچھ عرصہ سے کافی تشویش پائی جارہی تھی؛ اہل علم اور سنجیدہ حضرات اس کے متعلق متعدد علماء اور ذمہ داران تبلیغ سے رجوع کر کے وضاحت بھی طلب کرتے رہتے تھے، اور انفرادی طور پر یہ حضرات ایسی باتوں کو کسی ایک فرد کے غلط خیالات کہہ کر صحیح موقف بیان کر دیتے تھے۔ کچھ حضرات اہل علم کی طرف سے تحریری یا تقریری طور پر غلطیوں کی نشاندہی کر کے متوجہ بھی کیا جاتا رہا؛ مگر خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ بالآخر انتہائی خراب صورت حال کو مدنظر رکھ کر، بلکہ تحریک تبلیغ کی حمایت وحفاظت کے لیے عالم اسلام کے اہل سنت والجماعت کے مرکزی ادارہ 'دارالعلوم دیوبند' نے حقائق کا جائزہ لے کر اور اصلاح کی مختلف النوع مساعی کرنے کے بعد؛ ایک وضاحتی بیان جاری کر کے جناب مولانا سعد صاحب کے غلط افکار وخیالات کی نشاندہی فرمائی ہے، نیز ممکنہ خطرات اور اندیشوں کا ذکر کر کے بااثر حضرات سے اس کے تدارک کی اپیل بھی کی ہے۔

مجلس تحفظ مدارس گجرات ہند، سے وابستہ تمام مدارس اور علماء؛ دارالعلوم دیوبند کے اس ناصحانہ اقدام اور واضح موقف کی تائید کرتے ہیں، اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں اور مسلمان علماء اور عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ اس تحریک ومحنت کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے جادۂ اعتدال کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی ایک شخص کے غلط خیالات اور افکار کو اہل سنت والجماعت کے متفقہ مسلک پر حاوی نہ ہونے دیں۔ صحیح مسلک ومنہج کو مقدم رکھ کر ہی کوئی محنت اور تحریک بارآور ہو سکتی ہے۔

والسلام

مفتی احمد دیولوی
صدر: مجلس تحفظ مدارس گجرات

(MAULANA - MUFTI) AHMED YAKUB DEVALVI PRESIDENT : MAJLIS-E-TAHAFFUZ-E-MADARIS GUJARAT
PH. (02644) 220286,220786 FAX: (02644) 222677 E-mail: jamiahjambusar@gmail.com, muftiahmedkhanla@gmail.com Web : www.jamiahjambusar.com

গুজরাটের বিখ্যাত জামিয়া তালিমুদ্দিন মাদরাসা কর্তৃপক্ষের সমর্থন

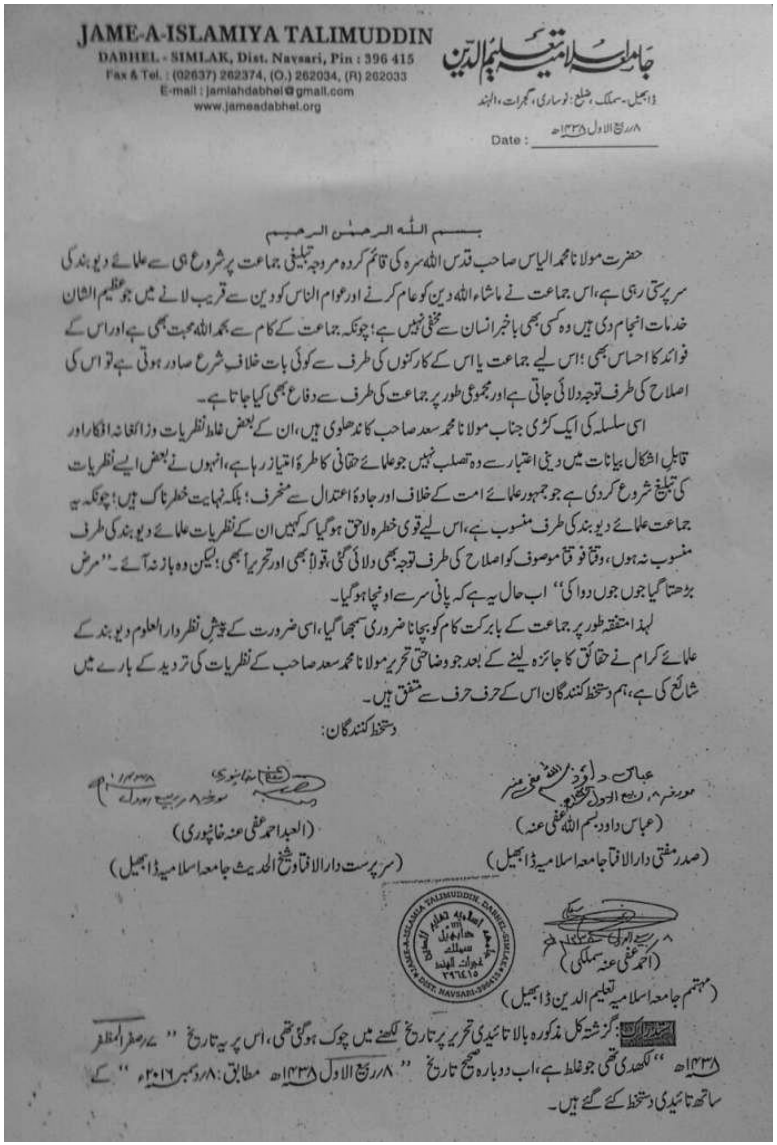

JAME-A-ISLAMIYA TALIMUDDIN
DABHEL - SIMLAK, Dist. Navsari, Pin : 396 415
Fax & Tel. : (02637) 262374, (O.) 262034, (R) 262033
E-mail : jamiahdabhel@gmail.com
www.jameadabhel.org

جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین
ڈابھیل - سملک، ضلع: نوساری، گجرات، الہند

Date : ۸ ربیع الاول ۱۴۳۸ھ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ سرہ کی قائم کردہ مروجہ تبلیغی جماعت پر شروع ہی سے علمائے دیوبند کی سرپرستی رہی ہے، اس جماعت نے ماشاء اللہ دین کو عام کرنے اور عوام الناس کو دین سے قریب لانے میں جو عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں وہ کسی بھی باخبر انسان سے مخفی نہیں ہے؛ چونکہ جماعت کے کام سے بحمد اللہ محبت بھی ہے اور اس کے فوائد کا احساس بھی؛ اس لیے جماعت یا اس کے کارکنوں کی طرف سے کوئی بات خلاف شرع صادر ہوتی ہے تو اس کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور مجموعی طور پر جماعت کی طرف سے دفاع بھی کیا جاتا ہے۔

اسی سلسلہ کی ایک کڑی جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی ہیں، ان کے بعض غلط نظریات وزالفانہ افکار اور قابلِ اشکال بیانات میں دینی اعتبار سے وہ تصلب نہیں جو علمائے حقانی کا طرۂ امتیاز رہا ہے، انہوں نے بعض ایسے نظریات کی تبلیغ شروع کردی ہے جو جمہور علمائے امت کے خلاف اور جادۂ اعتدال سے منحرف؛ بلکہ نہایت خطرناک ہیں؛ چونکہ یہ جماعت علمائے دیوبند کی طرف منسوب ہے، اس لیے قوی خطرہ لاحق ہوگیا کہ کہیں ان کے نظریات علمائے دیوبند کی طرف منسوب نہ ہوں، وقتاً فوقتاً موصوف کو اصلاح کی طرف توجہ بھی دلائی گئی، قولاً بھی اور تحریراً بھی؛ لیکن وہ باز نہ آئے۔ ''مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی'' اب حال یہ ہے کہ پانی سر سے اونچا ہوگیا۔

لہٰذا متفقہ طور پر جماعت کے بابرکت کام کو بچانا ضروری سمجھا گیا، اسی ضرورت کے پیش نظر دار العلوم دیوبند کے علمائے کرام نے حقائق کا جائزہ لینے کے بعد جو وضاحتی تحریر مولانا محمد سعد صاحب کے نظریات کی تردید کے بارے میں شائع کی ہے، ہم دستخط کنندگان اس کے حرف حرف سے متفق ہیں۔

دستخط کنندگان:

(العبد احمد عفی عنہ خانپوری)
(سرپرست دار الافتاء وشیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈابھیل)

(عباس داود بسم اللہ عفی عنہ)
(صدر مفتی دار الافتاء جامعہ اسلامیہ ڈابھیل)

(احمد عفی عنہ سملکی)
(مہتمم جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل)

نوٹ: گزشتہ کل مذکورہ بالا تائیدی تحریر پر تاریخ لکھنے میں چوک ہوگئی تھی، اس پر یہ تاریخ '' ۷ر صفر المظفر ۱۴۳۸ھ '' لکھدی تھی جو غلط ہے، اب دوبارہ صحیح تاریخ '' ۸ر ربیع الاول ۱۴۳۸ھ مطابق: ۸ر دسمبر ۲۰۱۶ء '' کے ساتھ تائیدی دستخط کئے گئے ہیں۔

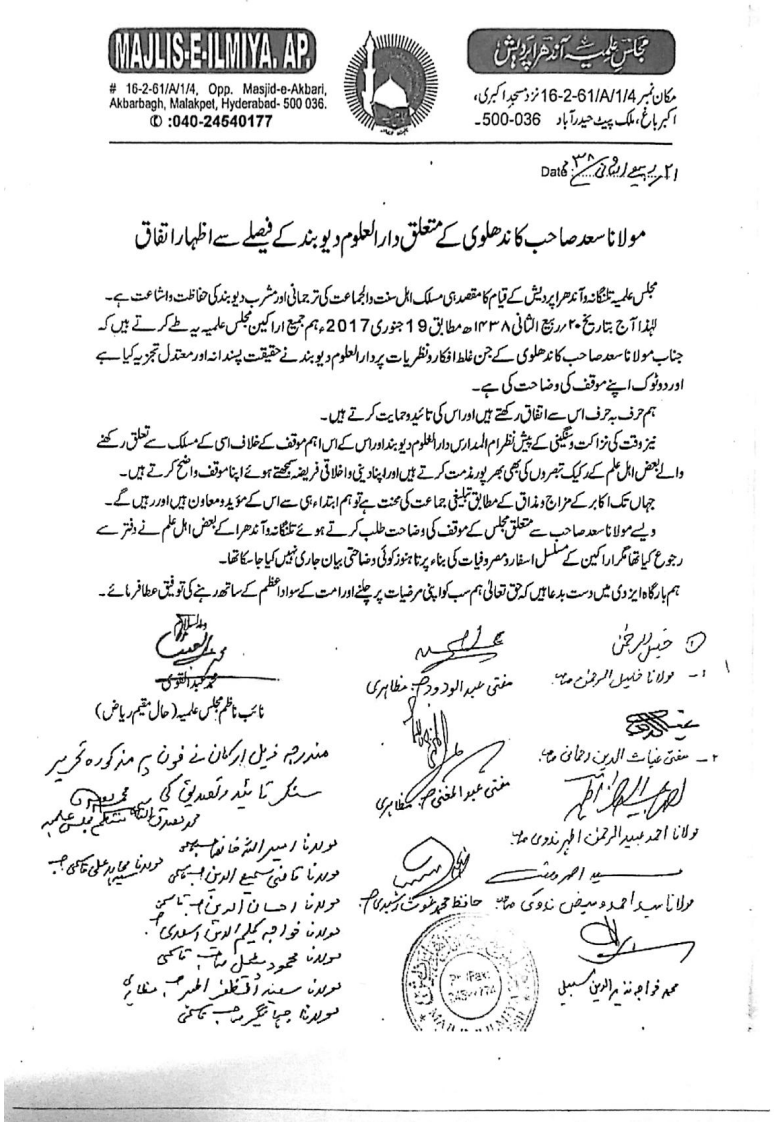

অন্ধ্রপ্রদেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের সমর্থন

MAJLIS-E-ILMIYA, AP.
16-2-61/A/1/4, Opp. Masjid-e-Akbari, Akbarbagh, Malakpet, Hyderabad- 500 036.
✆ :040-24540177

مجلس علمیہ آندھرا پردیش
مکان نمبر 16-2-61/A/1/4 نزد مسجد اکبری، اکبر باغ، ملک پیٹ حیدرآباد 500-036۔

Date ۲۱ ربیع الثانی ۳۸ھ

مولانا سعد صاحب کاندھلوی کے متعلق دار العلوم دیوبند کے فیصلے سے اظہار اتفاق

مجلس علمیہ تلنگانہ وآندھرا پردیش کے قیام کا مقصد ہی مسلک اہل سنت والجماعت کی ترجمانی اور مشرب دیوبند کی حفاظت واشاعت ہے۔

لہٰذا آج بتاریخ ۲۰ر ربیع الثانی ۱۴۳۸ھ مطابق 19 جنوری 2017ء ہم جمیع اراکین مجلس علمیہ یہ طے کرتے ہیں کہ جناب مولانا سعد صاحب کاندھلوی کے جن غلط افکار ونظریات پر دار العلوم دیوبند نے حقیقت پسندانہ اور معتدل تجزیہ کیا ہے اور دوٹوک اپنے موقف کی وضاحت کی ہے۔

ہم حرف بہ حرف اس سے اتفاق رکھتے ہیں اور اس کی تائید وحمایت کرتے ہیں۔

نیز وقت کی نزاکت وسنگینی کے پیش نظر ام المدارس دار العلوم دیوبند اور اس کے اس اہم موقف کے خلاف اسی کے مسلک سے تعلق رکھنے والے بعض اہل علم کے رکیک تبصروں کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اپنا دینی واخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنا موقف واضح کرتے ہیں۔

جہاں تک اکابر کے مزاج ومذاق کے مطابق تبلیغی جماعت کی محنت ہے تو ہم ابتداء ہی سے اس کے مؤید ومعاون ہیں اور رہیں گے۔

ویسے مولانا سعد صاحب سے متعلق مجلس کے موقف کی وضاحت طلب کرتے ہوئے تلنگانہ وآندھرا کے بعض اہل علم نے دفتر سے رجوع کیا تھا مگر اراکین کے مسلسل اسفار ومصروفیات کی بناء پر تاہنوز کوئی وضاحتی بیان جاری نہیں کیا جاسکا تھا۔

ہم بارگاہ ایزدی میں دست بدعا ہیں کہ حق تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے اور امت کے سواد اعظم کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

والسلام
محمد عبد القوی
نائب ناظم مجلس علمیہ (حال مقیم ریاض)

مفتی عبد الودود مظاہری

۱- مولانا خلیل الرحمٰن صاحب

۲- مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب

مفتی عبد المغنی مظاہری

مولانا احمد عبید الرحمٰن اطہر ندوی صاحب

مولانا سید احمد ومیض ندوی صاحب

حافظ محمد شوکت

محمد خواجہ نصیر الدین سبیلی

مندرجہ ذیل ارکان نے فون پر مذکورہ تحریر سنکر تائید وتصدیق کی

হায়দারাবাদের স্বনামধন্য মাদরাসা দারুল উলূম কর্তৃপক্ষের সমর্থন

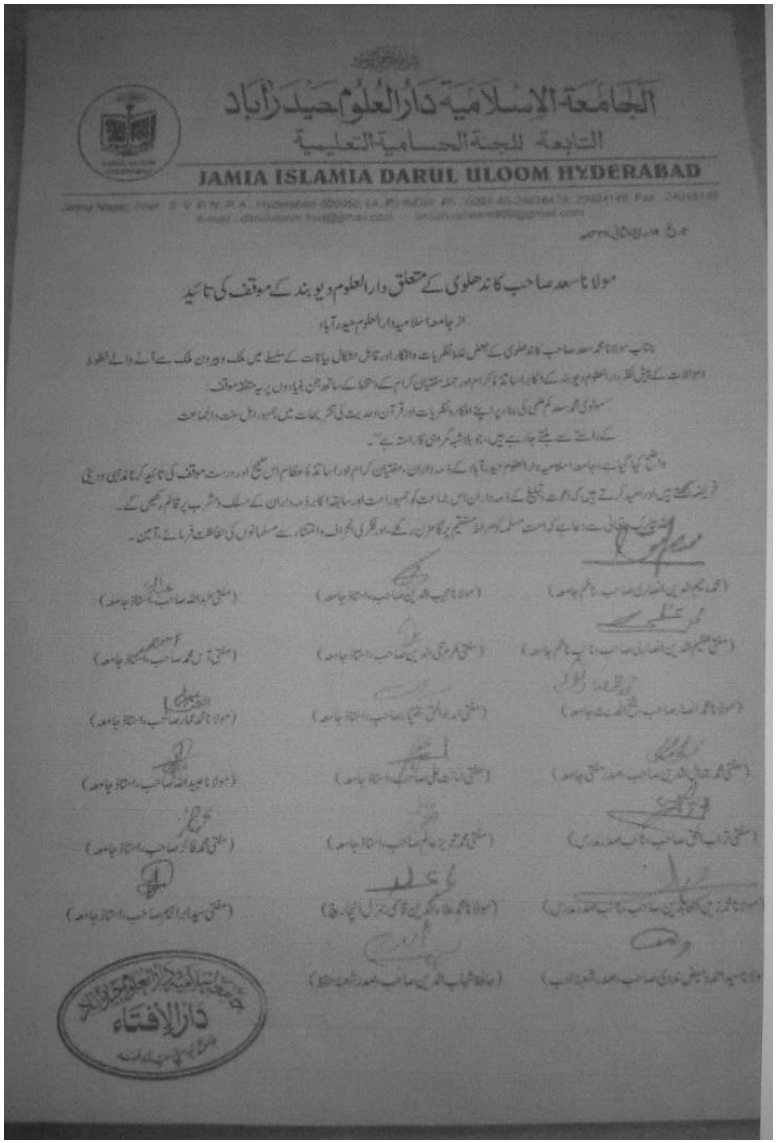

الجامعة الإسلامية دار العلوم حيدرآباد

التابعة للجنة الحسامية التعليمية

JAMIA ISLAMIA DARUL ULOOM HYDERABAD

مولانا سعد صاحب کاندھلوی کے متعلق دار العلوم دیوبند کے موقف کی تائید

از جامعہ اسلامیہ دار العلوم حیدرآباد

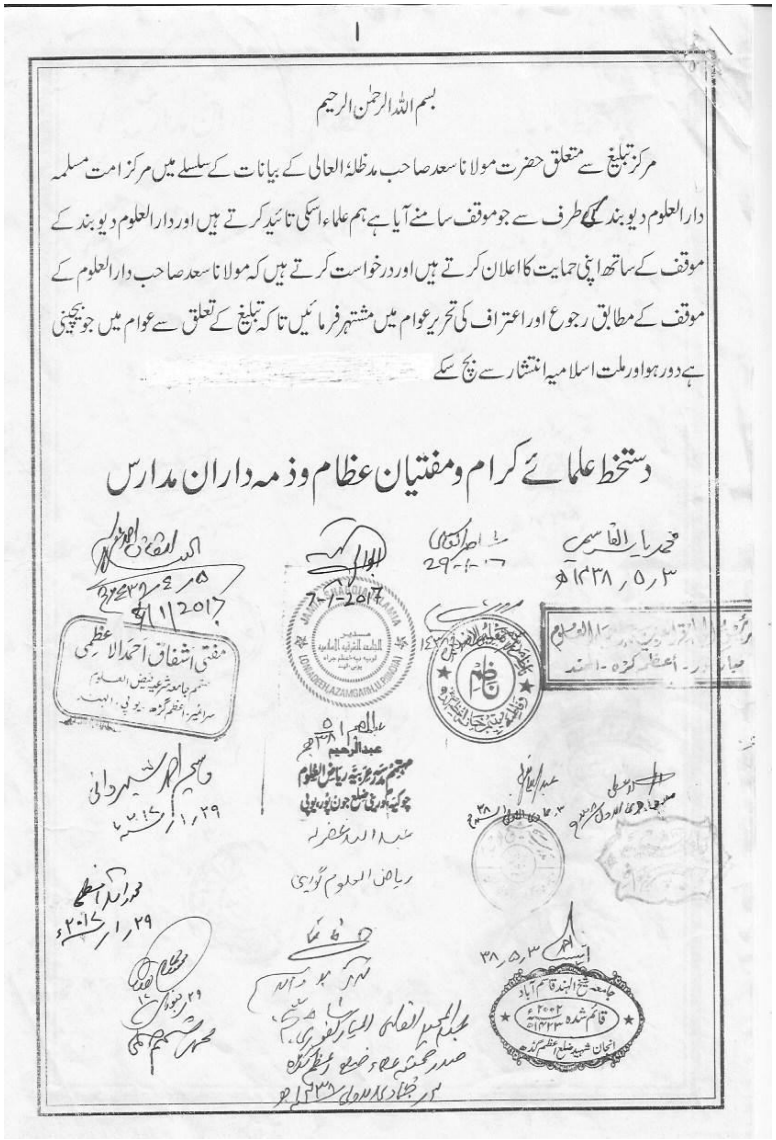

دارالافتاء

বিভ্রান্তি নিরসনে দেওবন্দের উদ্যোগ

উত্তরপ্রদেশের আযমগড়, জোনপুর, আম্বেডনগর ও সুলতানপুরের উলামায়ে কেরামের সমর্থন

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مرکز تبلیغ سے متعلق حضرت مولانا سعد صاحب مدظلہ العالی کے بیانات کے سلسلے میں مرکز امت مسلمہ دار العلوم دیوبند کی طرف سے جو موقف سامنے آیا ہے ہم علماء اسکی تائید کرتے ہیں اور دار العلوم دیوبند کے موقف کے ساتھ اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب دار العلوم کے موقف کے مطابق رجوع اور اعتراف کی تحریر عوام میں مشتہر فرمائیں تاکہ تبلیغ کے تعلق سے عوام میں جو بے چینی ہے دور ہو اور ملت اسلامیہ انتشار سے بچ سکے

دستخط علمائے کرام ومفتیان عظام وذمہ داران مدارس

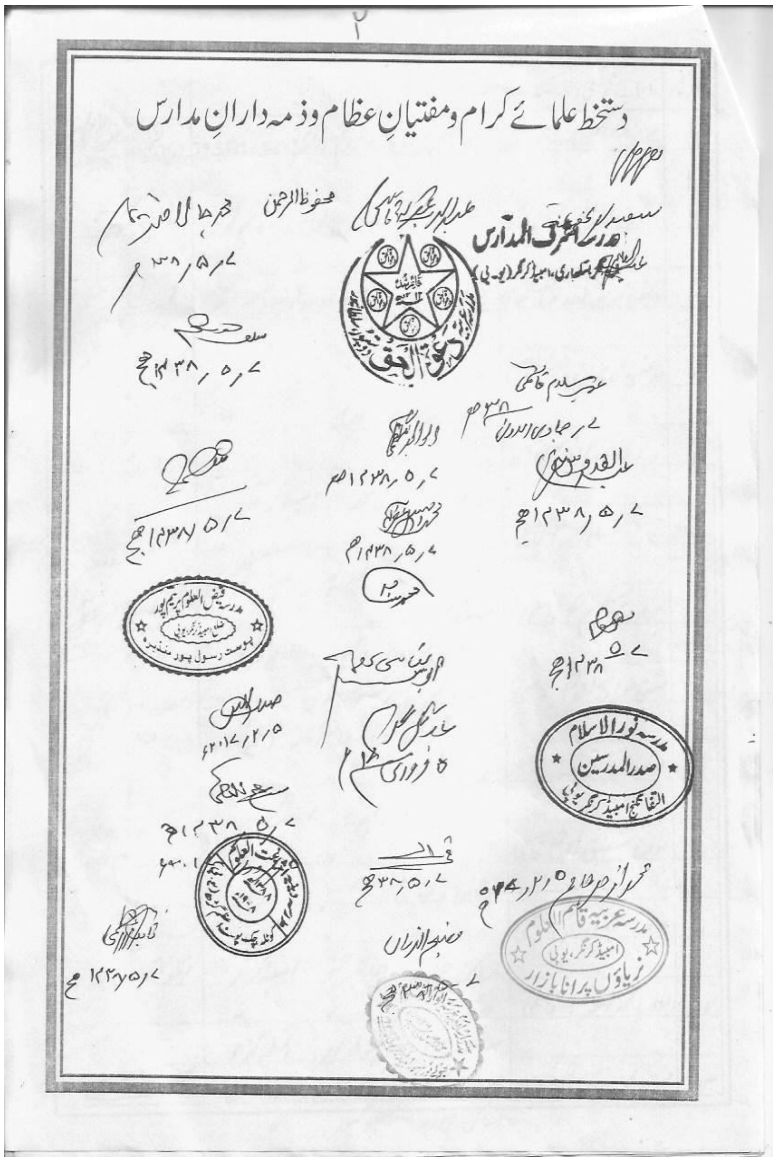

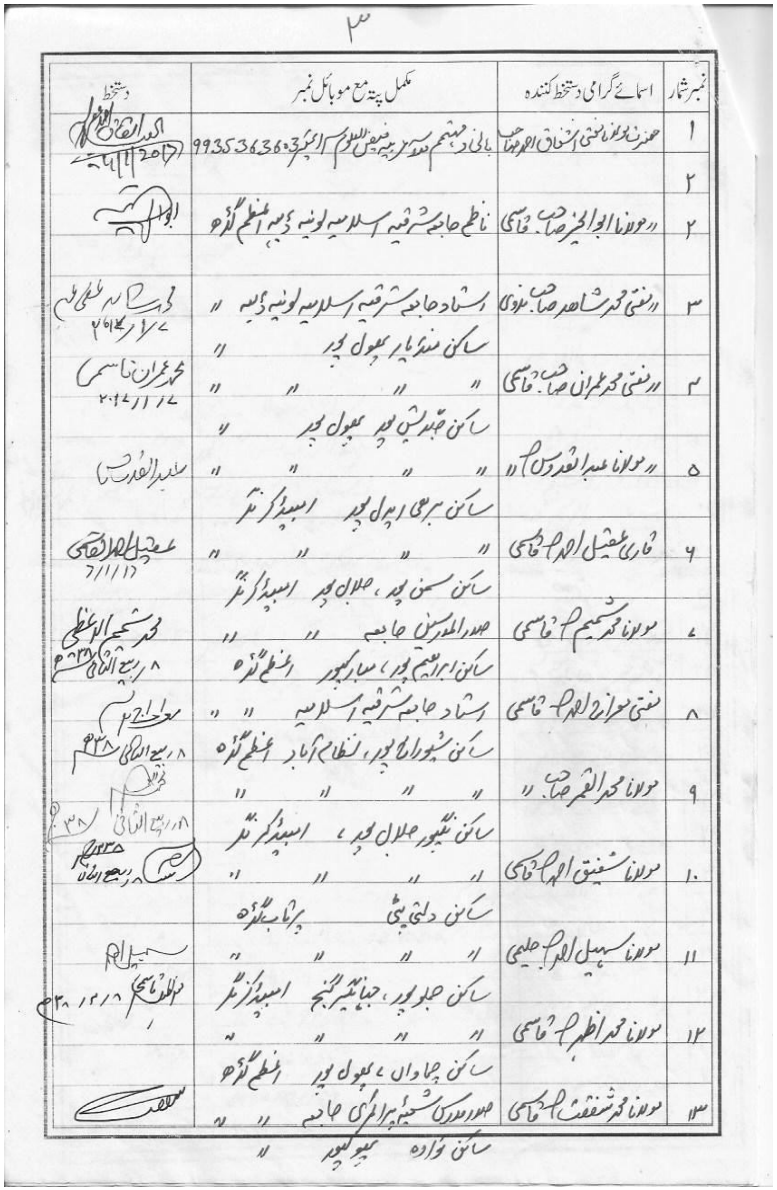

উত্তরপ্রদেশের কিছু বিখ্যাত মাদরাসার কর্তৃপক্ষের সমর্থন

আরো কিছু স্বাক্ষর

আরো কিছু স্বাক্ষর

۲

دستخط	مکمل پتہ مع موبائل نمبر	اسمائے گرامی دستخط کنندہ	نمبر شمار
[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۴
[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۵
[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۶
[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۷
[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۸
[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۹
[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۰
[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۱
[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۲
[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۳
[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۴
[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۵
[illegible]	[illegible] 9453259735	[illegible]	۲۶
[illegible]	[illegible] 9450821268	[illegible]	۲۷
[illegible]	8960444805 [illegible]	[illegible]	۲۸
[illegible]	9889036799	[illegible]	۲۹
[illegible]	9793463835 [illegible]	[illegible]	۳۰
[illegible]	8865923424 [illegible]	[illegible]	۳۱
[illegible]	7084134525	[illegible]	۳۲
[illegible]	7607391810 [illegible]	[illegible]	۳۳
[illegible]	9450821635 [illegible]	[illegible]	۳۴
[illegible]	8922896199	[illegible]	۳۵
[illegible]	9793782941	[illegible]	۳۶

এলাহাবাদের উলামায়ে কেরামের স্বাক্ষর

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شہر الہ آباد کے علمائے کرام کی طرف سے مولانا سعد صاحب کے افکار ونظریات کے سلسلے میں

دارالعلوم دیوبند کے موقف کی تائید

آج شہر الہ آباد میں بتاریخ ۱۵ دسمبر ۲۰۱۶ء بمقام مدرسہ اشرف العلوم آزادنگر، کریلی، الہ آباد میں مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے بیشتر علماء کرام کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں مولانا سعد صاحب، مرکز نظام الدین، دہلی کے افکار وخیالات کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند نے جو موقف پیش کیا ہے اس کی بھرپور تائید کی گئی، کیونکہ ہم علماء کرام تبلیغی کام کے معترف ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی اسے مزید ترقیات سے نوازے۔

لیکن مولانا سعد صاحب کے بعض خیالات ونظریات بالخصوص کیمرے والے موبائل کے سلسلے میں کہ

(۱) "اس سے قرآن شریف سننا قرآن کی توہین ہے اس کو جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی تم علماء کرام سے چاہے جتنے فتوے لے لو، اللہ تعالی قرآن پر عمل سے محروم کردیں گے"۔ اسی طرح

(۲) "ہر مسلمان پر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا واجب ہے"۔

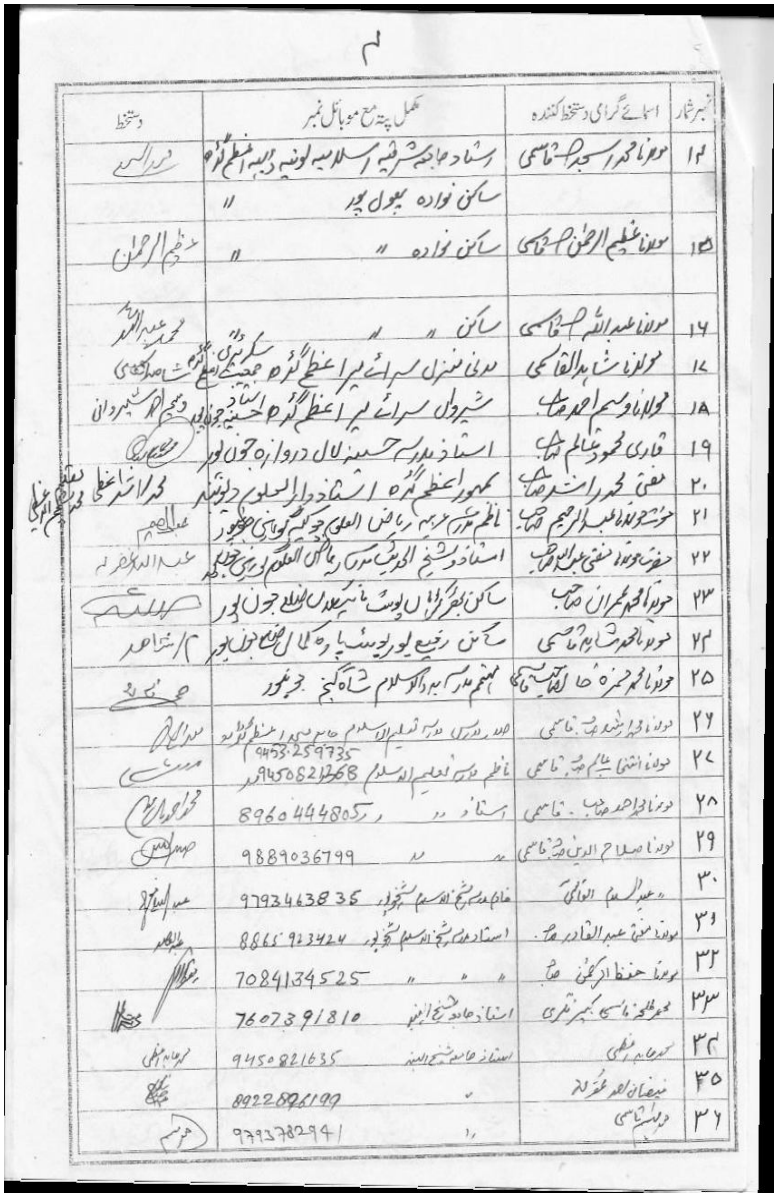

(۳) "حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لئے خلوت میں چلے گئے جس کی وجہ سے ۵ لاکھ ۸۸ ہزار افراد گمراہ ہوگئے"۔

(۴) "جو لوگ اجرت لے کر دین کی تعلیم دیتے ہیں، دین بیچتے ہیں ان سے پہلے زنا کار لوگ جنت میں جائیں گے"۔

اس قسم کے خیالات کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد صاحب کے سلسلے میں ایک مضبوط ومستحکم موقف پیش کیا اور اسے گمراہیت قرار دیا۔ اس کے برخلاف اس موقع پر ہمارے شہر الہ آباد کے ایک عالم دین مولانا سیف الرحمن صاحب قاسمی، وصی آباد نے مولانا سعد صاحب کاندھلوی سے متعلق فتوے کو دارالعلوم دیوبند کا غیر دانشمندانہ عمل قرار دیا مزید اصول فتویٰ نویسی کے منافی اور حالات کے خلاف قرار دیا، ہم بھی خادمان دین وشریعت ان کے اس موقف سے برأت کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے بھرپور اختلاف کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے موقف کو آپ دارالعلوم کی ویب سائیٹ (www.Darululoomdeoband.com) پر ملاحظہ کرسکتے ہیں۔

میٹنگ میں مولانا اشفاق صاحب قاسمی، مفتی عبداللہ صاحب قاسمی، مولانا ابوبکر صاحب عمری، مولانا نجم الہدیٰ صاحب قاسمی، مولانا زکریا صاحب، مولانا محمود حسن غازی صاحب قاسمی، مولانا عمر صاحب قاسمی، مولانا عبدالحلیم صاحب قاسمی، مولانا محمد زید صاحب قاسمی، مولانا احمد علی صاحب مظاہری، مولانا ابرار صاحب مریاڈیہہ، مولانا فرحان صاحب، مولانا محمد ریحان صاحب قاسمی، مولانا محمد عدنان صاحب، مولانا فیض قمر صاحب، وغیرہ علماء کرام خصوصی طور پر شریک رہے۔

দক্ষিণ আফ্রিকার উলামায়ে কেরামের অবস্থান

علمائے ساؤتھ افریقہ کا موقف

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

فتویٰ دارالافتاء محمودیہ، ڈربن، ساؤتھ افریقہ

24/12/2016... ۲۴/ربیع الاول/۱۴۳۸ھ

موضوع:۔ رائیونڈ یا نظام الدین

(نوٹ:۔ مندرجہ ذیل عبارت ہمارے ایک استفتاء کا ایک منقول نسخہ ہے جس کو ہم اپنے لیٹر پیپر پر عمومی عمل کیلئے شائع کر رہے ہیں)

محترم (مفتی صاحب۔۔۔۔۔۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ)

سوال:۔ ہم تبلیغ کی محنت سے نسبت رکھنے والے افراد کی حیثیت سے نظام الدین کے سلسلہ میں آپ کی رائے کے خواہاں ہیں مولانا سعد صاحب کے افکار و اعتقادات سے متعلق آئے ہوئے انکشافات کے مدنظر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی تبلیغی جماعت کے بڑوں کو اب یہ مشورہ دینا مناسب ہے کہ وہ جماعتوں کو نظام الدین کے بجائے رائیونڈ کی طرف روانہ کریں، اس سلسلہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیز جو شخص اس بات کی مخالفت کرے اس کے سلسلہ میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟۔

الجواب: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ

سب سے پہلے ہم مندرجہ ذیل معروضات گوش گزار کرانا چاہیں گے کہ مسئلہ متعلقہ کے بارے میں الحمد للہ دیوبند، سہارنپور، ڈابھیل، اور ندوۃ العلماء وغیرہ کے ہمارے قابل احترام مفتیانِ کرام نے اس سلسلہ میں اپنے فتاویٰ کے ذریعہ اپنی ذمہ داری مکمل طریقہ پر پوری کردی ہے۔

مذکورہ فتاوی پر مرتب ہونے والے اثرات کے نتیجہ میں عمومی حضرات کی طرف سے ہمارے اوپر بھی استفتاءات کی ایک یلغار ہے جس کا جواب دینا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، میں خود بھی تبلیغی محنت ہی کی دین ہوں اور اپنے فتاویٰ میں مسلسل تبلیغی محنت کے مختلف پہلوؤں پر تبصرے اور تائید کرتا رہا ہوں، لہٰذا اس عالی کام میں کوئی بھی انحراف (رخ سے ہٹنا) میرے لئے بھی انتہائی تکلیف کا باعث ہے۔

میں قریب ہی عمرہ کے سفر سے واپس لوٹا ہوں اور اس مختصر عرصہ میں بہت سے لوگوں کی زبان سے یہ سننے میں آیا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں تبلیغ کے بڑوں کے درمیان نزاع ہوگیا ہے (بڑوں سے یہاں مراد مسجدِ ہلال اور جوہانس برگ کا مرکز ہے) اس مسئلہ سے متعلق آپسی مشوروں میں زور آزمائیوں اور نامناسب طرزِ عمل کے جذبات بھی سامنے آرہے ہیں۔ کسی بھی عوامی شعبہ کی خبریں صیغۂ راز میں نہیں رہ سکتیں بلکہ چھپتے چھپاتے پھیل ہی جاتی ہیں اور اگر ان کے سنبھالنے کا مناسب انتظام نہ کیا گیا تو اس کے تباہ کن نتائج ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ تشویش کا باعث یہ خبریں ہیں کہ کچھ بڑے لوگ مولانا سعد صاحب کے متعلق ہمارے اکابر مفتیانِ کرام کے فتاویٰ کے خلاف نامناسب تبصرے کر رہے ہیں۔

مشہور حنفی فقیہ امام قاضی خاں متوفیٰ ۵۹۲ھ تحریر فرماتے ہیں۔" **رجلانِ بینهما خصومةٌ فجاء احدهما بخطوط الفقهاءِ والفتویٰ، فقال الخصم ليس كما أفتوا أو قال لا تُعمل بهذا، وهما من عَرضِ الناس كان عليه التعزير**". (فتاوی قاضی خاں: ج۳،ص۵۱۶، قدیمی کتب خانہ)۔

ترجمہ:۔ دو شخصوں کے درمیان کوئی نزاع ہو، ان میں سے ایک اپنے متعلق فقہاء کے خطوط اور فتوی لاکر پیش کرے، اس پر دوسرا شخص کہے کہ" انہوں نے جیسا فتویٰ دیا ہے ویسا نہیں ہے" یا یہ کہے کہ" ان کے فتویٰ پر عمل نہیں کیا جائے گا "اور یہ دونوں ہی معاشرہ کے معزز لوگوں میں سے ہیں تو اس شخص کو تعزیر کی جائے گی (برسرِ عام سزا دی جائے گی)۔

দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত মাদরাসায়ে তালিমুদ্দিনের ঘোষণা

مدرسہ تعلیم الدین، اسی پنگو بیچ، ساؤتھ افریقہ

باسمہ تعالی

حامداً ومصلیا !

محترم:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سوال (باختصار):۔

بنگلہ والی مسجد نظام الدین کی موجودہ صورت حال سے سبھی واقف ہیں، اس کے بڑے اثرات خاص طور سے ان لوگوں کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں جو سارے عالم میں جماعت کی اس محنت میں مشغول ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بھی دو نقطۂ نظر بن گئے ہیں، ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ جماعتوں کو ہمیشہ کے معمول کے مطابق نظام الدین ہی بھیجنا چاہئے، دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جب تک نظام الدین کے مسئلہ کا حل نہ ہو جائے اس وقت تک جماعتوں کو وہاں نہ بھیجنا مناسب ہے، برائے کرم شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس سلسلے میں ہماری رہبری فرمائیں۔

الجواب:۔

دعوت وتبلیغ کا یہ کام جس کا احیاء گذشتہ صدی میں مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ صاحب نے انجام دیا وہ دنیا کے لوگوں کی زندگی میں دین لانے کا اس صدی کا مؤثر ترین ذریعہ رہا ہے، اور تا حال یہ ان لاتعداد لوگوں کو جو دین کے راستے سے بچل گئے ہیں واپس لانے کا ایک ذریعہ اور چہار دانگِ عالم میں لاکھوں لوگوں کے لئے رہبری اور روحانی فیضان کا مصدر ہے، اسی بناء پر نظام الدین میں قائم موجودہ صورتِ حال سبھی کے لئے بے چینی کا باعث بنی ہے، ہر شخص اس کے لئے فکرمند ہے کہ یہ کام کس طریقے سے اتحادِ مقصد کے ساتھ اسی نہج پر جاری وساری رہے جو مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے قرآن وسنت کی روشنی میں قائم فرمایا تھا، تاہم مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے کہ اکابرین میں سے کس کے اتباع کو اختیار کیا جائے؟ آیا حضرت مولانا سعد صاحب کے، یا حضرت مولانا ابراہیم صاحب، اور حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کے؟۔ اور مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ نظام الدین حاضر ہوا جائے یا نہ حاضر ہوا جائے؟، اس قسم کے کسی بھی فیصلے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا، بلکہ مسئلہ کی جڑیں اس سے بھی زیادہ گہری ہیں۔

اجتماعیت کا پیدا کرنا بیشک انتہائی اہم ہے، لیکن یہ جب ہی ممکن ہو سکے گا جب اس کے لئے صحیح طریقہ اختیار کیا جائے، اس قسم کی پیچیدہ صورتِ حال کا جب سامنا ہو تو ہمارے نبی ﷺ کی دی ہوئی ہدایت حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل مسئلہ آن پڑے تو ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہئے؟، آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ" فقہاء اور عابدین سے مشورہ کرنا، اور کوئی ذاتی فیصلہ نہ کرنا"۔ (کنز العمال: ۲/۳۴۴)

اس نبوی ہدایت کی روح کو مدنظر رکھتے ہوئے ہندوستان کے اکابر علماء ومفتیان کرام کے ذریعے صادر کئے گئے فتویٰ کا بغور مطالعہ کیا گیا، ایک فتویٰ تو دارالعلوم دیوبند سے شائع ہوا جس پر مہتمم حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب، شیخ الحدیث مولانا مفتی سعید پالنپوری صاحب اور ایک درجن سے زائد دوسرے اکابر علماء کے دستخط ہیں، ایک اور فتویٰ ڈابھیل سے آیا ہے جس پر حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب اور جامعہ ڈابھیل کے دوسرے متعدد اساتذہ کرام کے دستخط ہیں، اسی طریقے سے ایک خط مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور سے بھی وہاں کے بڑے اساتذہ کی تائید کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔

اور نیز ڈابھیل اور مظاہر العلوم کے اساتذہ کے علاوہ ہندوستان کے ایک بڑے اور نہایت محترم عالم مولانا زید مظاہری ندوی استاذ ندوۃ العلماء لکھنؤ نے بھی ایک مفصل خط حضرت مولانا سعد صاحب کو تحریر کیا ہے جس کا ایک نسخہ ہمارے پاس بھی ہے، ان ساری تحریروں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہم بھی ان اکابر علمائے کرام اور مفتیان عظام کے اخذ کئے گئے نتیجہ سے اتفاق کرتے ہیں۔

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আসআদি
আশুলিয়া, ঢাকা
015 11 52 50 70

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার
মধ্যবাড্ডা। বাংলাবাজার।
যাত্রাবাড়ি। সিলেট।
019 24 07 63 65

Design : Hashem Ali 01913844991

ISBN NO: 978-984-93084-6-1

আমার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আলহামদুলিল্লাহ, দারুল উলূম দেওবন্দে আমি অধম নয় বছর অবস্থান করে ইলম অর্জনের সুযোগ পেয়েছি। শিক্ষকমণ্ডলীর নেকদৃষ্টির বদৌলতে একাধিক শ্রেণিতে বিভিন্ন পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকারে সফল হয়েছি।...

ছাত্রজীবনে আল্লাহ আমাকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সঙ্গেও সম্পৃক্ত রেখেছেন। সময়-সুযোগ পেলেই জামাতে বেরিয়ে পড়েছি। অজস্রবার নিযামুদ্দিন মারকাযে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, একবছর আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার তাওফিকও লাভ করেছি।...

আমি মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে ব্যথিত হৃদয়ে অনুরোধ করছি, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আরেকবার আপনার অবস্থান বিবেচনা করুন। মেহনতের তরতিব নিয়ে পরস্পরে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, সেক্ষেত্রে উদারতার পরিচয় দিন।

যেসকল আকাবির বাংলাওয়ালি মসজিদ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন, তাদের খেদমতে অধমের সনির্বন্ধ অনুরোধ– দ্বীনের হিফাযতের স্বার্থে উম্মাহর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যে ধরনের উদ্যোগ ও প্রয়াস গ্রহণ করা সম্ভব, তা অবশ্যই আপনারা গ্রহণ করুন।

বর্তমান সময়ের শীর্ষস্থানীয় আকাবির, উলামা ও বুযুর্গানে দ্বীনের খেদমতে অধমের নিবেদন হলো, আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে এগিয়ে আসুন। উম্মাহর বর্তমান অবস্থার ওপর দয়া করুন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ওপর চিন্তা-ভাবনা করে কোনো সামষ্টিক সমাধান বের করুন।

মহান আল্লাহর দরবারে আমি অক্ষম সবসময় এ দুআ করি– হে আল্লাহ, আপনি দাওয়াত ও তাবলীগের এই মুবারক মেহনতের হিফাযত করুন এবং আমাদের সর্বপ্রকার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন। আমিন।

খিযির মাহমুদ কাসেমি
ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপ
০০৯১-৯৫৩৮৭৪০৪০০